বল্লাল-সেন

শ্রীনোগেন্দ্রনাথ দাস

বল্লাল-সেন

নাটক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস
প্রণীত

কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩২১

এক টাকা

কলিকাতা,
১৪নং মদন বড়াল লেন, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত,
এবং
২১নং বেণেপুকুর রোড্ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সোদরপ্রতিম, সুহৃদ্বর, সুকবি

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি., এ.,

ভাই,

তোমারই উৎসাহে "বল্লাল-সেন" লিখিতে আরম্ভ করি। লেখা শেষ হইল—মুদ্রাঙ্কনও শেষ হইল—এখন তোমারই হাতে নাটকখানি তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

যোগেন্দ্র

কৈফিয়ৎ

"বল্লাল-সেন" একখানি ঐতিহাসিক নাটক; ইহা সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশসম্ভূত বাংলার রাজা বল্লালসেনের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। বল্লালের জীবনী কতক পরিমাণে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিলেও এবং তাঁহার কার্য্যাবলী জনসাধারণের নিকট সর্ব্বপ্রকারে ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত না হইলেও—তিনি যে একজন বিশেষ বিচক্ষণ, নয়বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতাপশালী বাংলার অধিপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং "বল্লাল-সেন" নাটকখানি বোধ হয় পাঠকবর্গের নিকট অনাদৃত হইবে না।

আমি কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করি নাই। বিখ্যাত আনন্দভট্টের "বল্লালচরিতম্" আমার নাটকের ভিত্তিস্বরূপ। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বল্লালচরিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—বল্লাল সম্বন্ধে তিনি যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই যথাযথভাবে আমার নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি; সুতরাং বল্লালচরিত্র-অঙ্কন সম্বন্ধে আমি যদি কোনরূপ প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকি, সে দোষ বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দভট্টের,—আমার নহে!—আর আমাদের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্., এ., সি., আই., ই. মহোদয়ও উক্ত পুস্তকখানিকে একখানি মৌলিক (genuine) গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে এই গ্রন্থে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। তবে নাটকের সৌকর্য্যার্থে এবং ঘটনাবলীর সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত দু'একটী কাল্পনিক চিত্রও আঁকিতে বাধ্য হইয়াছি,—যাহা নাট্যকারের একান্ত

নিজস্ব, এবং যাহার অভাবে নাটকের সৌন্দর্য্যহানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অপিচ, রতনের চরিত্র একখানি বহু বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুলিপি পরিদৃষ্টে লিখিত। বহুদিন পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলিপি আমার একজন ভাটপাড়া-নিবাসী বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছিলাম;—দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্ধুটী এখন মৃত, এবং অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয় নাই, নচেৎ উহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। আর বিক্রমপুর অঞ্চলে 'রতনপুর' নামে একখানি গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং শুনা যায় যে, ঐ গ্রামখানি মহারাজ বল্লালসেন রতনকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

পরিশেষে এই নাটকখানি সমীচীন সমালোচক ও পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার কৈফিয়ৎ শেষ করিলাম—তাঁহারা ইহার দোষগুণ বিচার করিবেন। কিমধিকমিতি—

২১নং বেণেপুকুর রোড,
কলিকাতা,
২রা অগ্রহায়ণ ১৩২১।

গ্রন্থকারস্য



ত্রুটী

দুঃখের বিষয় এই পুস্তকে কতকগুলি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠক সেই সামান্য বর্ণাশুদ্ধিগুলি স্বয়ংই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া সেগুলির বিস্তারিত তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম না ;—আরো এক কারণ, পাছে শুদ্ধিপত্রের শুদ্ধিপত্র প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বল্লালসেন	...	বঙ্গাধিপ
লক্ষ্মণসেন	...	ঐ পুত্র, গৌড়ের শাসনকর্ত্তা
পশুপতি	...	রাজসখা
বলদেব	...	রাজপুরোহিত
আদিদেব	...	মন্ত্রী
চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌম	...	সভাপণ্ডিত
রুদ্রনাগ	...	সেনাপতি
ভট্টপাদ সিংহগিরি	...	জনৈক ঋষি, রাজার গুরু
ধর্ম্মগিরি	...	উগ্রমাধব, শিব-মন্দিরের মোহান্ত
পুণ্ডরীক	...	ঐ শিষ্য
বল্লভানন্দ	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্
কমলকুমার	...	ঐ দৌহিত্র, মগধের যুবরাজ

সুষেণ—নগর-রক্ষক; ভীমসেন—রাজার আত্মীয়; সসিদ্রা ও ক্রুপ—ব্রাহ্মণদ্বয়; নৃপঞ্জয়, শ্রীবিন্দ—সুবর্ণবণিকদ্বয়; শ্যাম, কিশোর—কায়স্থ যুবকদ্বয়; ইত্যাদি—

স্ত্রী

পদ্মাক্ষী, চণ্ডেলি, সুভগা, হেমমালিকা, সোনাদেবী	...	বল্লাল-মহিষীবৃন্দ
রেণুকা	...	লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী
মায়া	...	পশুপতির স্ত্রী
রতন	...	শিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিকা

বল্লাল-সেন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর ; দৃশ্য—মন্ত্রণাসভা ; কাল—অপরাহ্ণ।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, পশুপতি, বল্লভানন্দ এবং সভাসদ্‌গণ।

রাজা।—সেনাপতি এবং সভাসদ্‌গণ! অদ্য এই মন্ত্রণাসভার আকস্মিক্ সমাবেশ, এবং ইহার উদ্দেশ্য কি, এবং কোন্ প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত আপনারা সকলে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তা' বোধ হয় সকলে সম্যক্ অবগত নহেন ?

পশু।—নিমন্ত্রণ আবার কি জন্য হয় ? কেবল উদর-দেবতার পরিতৃপ্তি—এই বইত নয়! উঠুন আপনারা—সকলে গা তুলুন, পাতা হ'য়েছে।

রাজা।—চুপ্ কর বয়স্য! এ সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তোমার পরিহাস করা ভাল দেখায় না।

সকলে।—মহারাজ, অদ্যকার এই সভায় কোন্ বিষয়ের আলোচনা হবে, তা' আমরা বিশেষ অবগত নই !

রাজা।—তবে শুনুন্ সকলে !—মণিপুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করাই এ সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের মত লওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য। দেখুন, দিন দিন মণিপুরেশ্বর যেরূপ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছেন, তাতে যদি আমরা এ বিষয়ে একেবারে অমনোযোগী এবং উদাসীন থাকি, তা' হ'লে বাংলার সিংহাসন ঠিক্ রাখা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। আরও দেখুন, বারবার মণিপুরের নিকট পরাস্ত হ'য়ে এ নির্লজ্জ জীবন বহন করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন অধিকতর প্রশংসনীয়। এবার বন্য মণিপুরাধিপতিকে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষা যুদ্ধের বিপুলতর আয়োজন করা হয়েছে। এবার দেখাব তাঁকে—বঙ্গের সিংহাসনের ভিত্তি কত দৃঢ় এবং বাঙালীর বাহুতে কত বল ! সমস্তই প্রস্তুত,—কেবল আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা। এ বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন ক'রে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।

পশু।—মতলব্‌টা করেছেন মন্দ নয় ! আপনার ত সব রকমই হয়েছে, কেবল বাকী ঐ মণিপুরী—

রাজা।—সখা, একটু থামো ! এ—মন্ত্রণাসভা, প্রমোদ ভবন নয় !

পশু।—রাজদ্রোহী হ'লাম নাকি ?

রাজা।—(মন্ত্রীর প্রতি) বলুন মন্ত্রি ! আপনার কি মত ?

মন্ত্রী।—মহারাজ! উপস্থিত ত যুদ্ধের কোন কারণই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভীত হয়ে অযথা রক্তপাত এবং বৃথা অর্থনষ্ট আমার মতে উচিত নয়। মণিপুর প্রবল হয়েছে, তা' বেশ ত! তা ব'লে আমরা কেন পূর্ব্বেই তা'দিগকে আক্রমণ কর্‌তে যাই? একটু চুপ্ ক'রে সতর্ক হয়ে দেখা আবশ্যক—মণিপুর কি করে। বস্তুতঃ দেখুন, মণিপুরের লক্ষ্য বাংলার উপর পতিত কি না; আমার ত বোধ হয়, মণিপুরের সে সাহস নাই। পার্ব্বত্যজাতি পার্ব্বত্য প্রদেশেই যুদ্ধ উত্তম কৌশলের সহিত কর্‌তে পারে; বঙ্গের সমতল-ভূমিতে কতক্ষণ তারা দাঁড়াতে পার্‌বে? সেইজন্যই, যখন মণিপুরের লক্ষ্য বাংলার উপর অনুমিত হচ্ছে না, তখন এ প্রশ্ন স্থগিত রাখাই উচিত। আর যদি আপনি কিংবা অন্যান্য সভাসদেরা বোঝেন—যে আমার অনুমান ভ্রমসঙ্কুল, তা' হ'লে আপনাদের বিবেচনায় যা' ভাল ব'লে স্থির হবে, আমার তা'তে কোনরূপ অমত থাকৃতে পারে না।

রাজা।—সেনাপতি! আপনার মত কি?

পশু।—একে মন্‌সা, তায় ধূনোর গন্ধ!

সেনা।—রাজন্, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের এবং রাজার ধর্ম্ম। মাতৃভূমির রক্ষার নিমিত্ত যে অস্ত্রধারণ না করে, সে মাতৃদ্রোহী দুরাচার! যুদ্ধের নামে আমার শিরায় শিরায় শোণিত বিদ্যুদ্বেগে প্রবাহিত হচ্ছে! মহারাজ! শত্রুর বিনাশসাধন সর্ব্বসময়ে সর্ব্বশাস্ত্রে অনুমোদিত; তা সে ক্ষুদ্রই হোক্ আর প্রবলই হোক্। কেননা

ভিত্তিস্থিত অশ্বথতরুকে তরুণ অবস্থায় নির্ম্মূল না কর্‌লে, কালে সেই তরুই প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে। অতএব দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ব্বিত মণিপুরাধিপতিকে একবার শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আদেশ করুন মহারাজ, অনতিবিলম্বেই দেখ্‌বেন —দুষ্ট মণিপুরেশ্বর আপনার সম্মুখে বন্দীভাবে দণ্ডায়মান।

পশু।—বভ্রুবাহনের বংশ—সেনাপতি!—বভ্রুবাহনের বংশ! (রাজার প্রতি) মহারাজ, যুদ্ধবিগ্রহে আর কাজ কি? আর ত চিত্রাঙ্গদা পাওয়া যাবে না! সিকে একবার অর্জ্জুনের ভাগ্যেই ছিঁড়ে ছিল। এখন ব্রাহ্মণ-ভোজন করান; ইহকালের ফল হবে, আর পরকালের জন্য কিছু নগদ দিলেই চল্‌বে।

রাজা।—সুহৃদ্বর বল্লভানন্দ! তোমারও কি ঐ মত?

বল্লভ।—না মহারাজ, আমি এ যুদ্ধ সম্বন্ধে মত দিতে পারি না। আপনি জানেন, যে দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত; আর এ সময় আপনার যুদ্ধ করা কি উচিত ? যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের এবং রাজার ধর্ম্ম হ'লেও—ব্যবসায় নয়! দেশের জন্য, প্রজার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কখনও কখনও প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু বিনাকারণে, বৃথা রক্তপাত এবং অর্থব্যয় নিতান্ত অধর্ম্মকর। আমি যতদূর বুঝ্‌তে পারছি, তা'তে আমার বোধ হয়, দেশ-রক্ষা এ যুদ্ধের প্রকৃত এবং মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, রাজ্যলিপ্সাই আপনার বলবতী। আপনাকে বন্ধুভাবে অনুরোধ কর্‌ছি, এই অধর্ম্ম-যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হন্;

আর যদি অসি-ধারণের অভিলাষ আপনার একান্ত প্রবল হ'য়ে থাকে, তবে আসুন, আমরা সকলেই শাণিতকৃপাণহস্তে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সম্মুখীন হই—সমগ্র দেশকে তার করাল কবল হ'তে রক্ষা করি—সমস্ত প্রজার কষ্ট-নিবারণে যত্নবান হই!

রাজা।—বল্লভ! আমার কর্ত্তব্য কি, তা' আমি বুঝি। তুমি বল্‌বে—এ বিষয়ে তোমার মত আছে কিনা? শাস্ত্রোপদেশ আমি তোমার নিকট শুন্‌তে প্রস্তুত নই। যুদ্ধ করা, না করা, আমার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বল্লভ।—মহারাজ, ক্ষমা ক'র্‌বেন.—যুদ্ধ করা, না করা, যদি আপনার ইচ্ছাধীন, তবে এ প্রহসনের কি আবশ্যকতা ছিল! কি জন্যই বা এ সভা আহ্বান করেছেন? যুদ্ধ কর্‌তে হয় করুন, তাতে আমার বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই; তবে দেশের মঙ্গলের জন্য আবার অনুরোধ কর্‌ছি.—যতদিন না দেশ হতে অন্নাভাব চলে যায়—-যত দিন না বঙ্গভূমি আবার ধনধান্যে পূর্ণ হয়,—যতদিন না করুণ বিলাপ দেশ হ'তে লুপ্ত হ'য়ে যায়—ততদিন, মহারাজ,—ততদিন এ যুদ্ধের আয়োজন বন্ধ রাখুন!

রাজা।—উত্তম! আর আর সভাসদ্‌গণের কি মত?

সকলে।—মহারাজের যা' মত, আমাদেরও তাই। আমরা রাজভক্ত

রাজা।—একা বল্লভানন্দ ব্যতীত সকলেই যখন এ যুদ্ধে সহানুভূতি জ্ঞাপন কর্‌ছেন তখন এ যুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক। আজ আপনাদের অনুমতিক্রমে সভাভঙ্গ হোক্। (সেনাপতির

প্রতি) সেনাপতি! আপনি যত শীঘ্র পারেন এ যুদ্ধের উদ্যোগ করুন।

সেনা।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা।—তবে আপনারা সকলে আসুন্।

সকলে।—মহারাজের জয় হোক্!

পণ্ড।—হরি হরি বলরে ভাই, পালা হ'লো সার।

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজা।—বল্লভানন্দ! তোমার এ ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ একদিন না একদিন বল্লাল নেবে—জেনে রেখো। আজই তোমায় সমুচিত শিক্ষা দিতেম; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আজ তুমি রক্ষা পেয়েছো। কিন্তু জেনো—বল্লাল কথনও প্রতিজ্ঞা ভোলে না।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর ; দৃশ্য—রাজপথ ; কাল—প্রত্যূষ।

হীরালাল, মতিলাল, পান্নালাল, এবং অন্যান্য বৈশ্যবালকদিগের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

আয়রে ভাই সবাই মিলে বাঁশ কাটতে যাই,
নতুন মোদের ডুম্‌নী রাণী বাঁশের সংখ্যা বেশী চাই !
দিব তারে উপহার নতুন নতুন বাঁশ,
খুচ্‌নি চুপ্‌ড়ি কুলো তায় হবে বারমাস ;
মনের সুখে বুন্‌বে রাণী—রাজা ব'সে শিখ্‌বে তাই !
বেছে বেছে কাটিস্ রে ভাই ফাঁপা ফাঁপা বাঁশ,
নইলে রাণীর রাগ হ'লেরে তোদের সর্ব্বনাশ ;
সরু বাঁশে কাজ্ হবে না—মোটা এবং লম্বা চাই।

মতি।—ওহে পান্না, সেটার কি হলো হে ?

পা।—কোন্‌টার কি !

মতি।—একেবারে যে আকাশ হ'তে পড়্‌লে !—সেই নাটকের !

পা।—সে ত লেখা হ'য়ে গেছে !

হীরা।—তবে সেটা আগামী অমাবস্যার রক্ষাকালী-পূজা উপলক্ষে অভিনয় করা যাবে ; কেমন রাজি আছ ত ?

সকলে।—নিশ্চয় ! ও আর দেরী কর্‌তে আছে ! "শুভস্য শীঘ্রম্।"

পা।—দেখো—শেষে যেন বলো না 'সবুরে মেওয়া ফলে !'

মতি।—না হে, সে বিষয় তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

হীরা।—আচ্ছা, নাটকখানার নাম কি দিলে?

পা।—কেন, "বল্লাল-চরিত"।

হীরা।—"ডুম্‌নী-হরণ" হ'লে বেশ যুত-সই হতো। এই ধর—যেমন "সীতাহরণ", "দ্রৌপদী-হরণ" আছে না!

সকলে।—চুপ্‌—চুপ্‌—এদিকে কা'রা আস্‌ছে। চলো—আমরা একটু গা-ঢাকা দি।

(সকলের প্রস্থান।)

শ্যাম এবং কিশোরের প্রবেশ।

কি।—আচ্ছা, শ্যাম, এটা কি ভাল?

শ্যাম।—কোন্‌টা!

কি।—একজন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে রাজার নিকট বলা!

শ্যাম।—কি কর্‌বে ভাই—উপায় নাই।

কি।—কিসের উপায় নাই?

শ্যাম।—এই অন্নবস্ত্রের!

কি।—কেন, দেশে কি মাটি নাই?

শ্যাম।—আছে সত্য, কিন্তু চাষ করাটা ত আমাদের বৃত্তি নয়!

কি।—তবে কি চাকরি করাই আমাদের ধর্ম্ম?

শ্যাম।—না, তাও নয়; আমাদের ধর্ম্ম—যুদ্ধ করা,—অন্ততঃ, পূর্ব্বে তাই ছিলো। উপস্থিত আমরা শূদ্রভাবাপন্ন—আমাদের চাকরিই উপজীবিকা।

কি।—তাই যদি হয়, তবে এসো না, আমরা অন্য কোন ধার্ম্মিক লোকের অধীনে কর্ম্ম করি।

শ্যাম।—ভায়া! পিঞ্জরেই যদি থাকৃতে হয়—তবে লৌহপিঞ্জর অপেক্ষা সুবর্ণ-পিঞ্জরই ভাল।

কি।—কিসে?

শ্যাম।—হাজার হোক্ রাজার চাকৃরি!

কি।—এরকম চাকরি না করাই ভাল।

শ্যাম।—কি কর্‌বে?

কি।—তা' বলে কি হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তিগুলিকে দাসত্বের পায়ে বলি দিতে হবে!

শ্যাম।—তা' কি আমি বল্‌ছি?—মনের কষ্ট মনে চেপে রাখ্‌তে শেখো।

কি।- আমি তা পারবো না। থাম্‌কা একজন ভাল মানুষের অনিষ্ট করা!

শ্যাম।—অনিষ্ট ত আমরা কিছুই কর্‌ছি না। আমরা যখন চাকৃরি স্বীকার করেছি, তখন আমাদের যা' কর্ত্তব্য তা' করতে হবে। আর বাস্তবিকই ত বল্লভানন্দের বিরুদ্ধে মিছি মিছি রাজাকে লাগাতে যাচ্ছি না! তাঁর অর্থবল আছে, অল্পবিস্তর সৈন্যও তিনি রাখেন, সুবর্ণগ্রামে তাঁর নিজের 'সঙ্কোট' নামে দুর্গও আছে; এরূপ অবস্থায় পাছে তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, সেইজন্য তাঁর উপর একটু গুপ্তভাবে নজর রাখ্‌তে রাজা আমাদিগকে আদেশ ক'রেছেন। আমরা যদি সে আদেশ

পালন না করি, তাহ'লে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বলে ধর্ম্মে পতিত হ'ব।—আর তা' পালন কর্‌লে আমাদের কর্ত্তব্যপালন হ'বে ; এতে আর তাঁর অনিষ্ট কি কর্‌ছি ?

কি।—না, এতে কিছু দোষ আছে ব'লে ত আমার মনে হয় না। তবে যদি অন্যায় ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা রাজার গোচর কর, তা' হলে ভাই, আমি এ বিষয়ে একেবারে নেই।

শ্যাম।—আমিও তোমার মত মানুষ হে! ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমার নাই থাক্, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাটা আমারও আছে।

কি।—সেদিন নাকি মন্ত্রণাসভায় বেশ একটু হ'বার উপক্রম হয়েছিল!

শ্যাম।—"চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী"!—সেই জন্যই বল্লভানন্দের উপর এত আক্রোশ। তা রাজা আর রেগে কি কর্‌বেন? তিনি একরকম বল্লভানন্দের হাতে,—"দাও দশ লাখ—দাও বিশ লাখ!"

কি।—তুমি যে একবারে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌লে হে! একটু এদিক ওদিক্ দেখে কথা বলো!

শ্যাম।—না, এদিকে কেউ নাই। আচ্ছা কিশোর, রাজা ডোম্‌কন্যাকে কেন বিবাহ কর্‌লেন? আর আর রাণীও ত আছেন, আর শুনেছি তাঁরা সুন্দরীও বটেন্!

কি।—ও সব চোখের মার-প্যাঁচ! ডুম্‌নীতে পদ্মিনীর লক্ষণ দেখ্‌লেন আর অম্‌নি সিংহাসনে তুলে নিলেন;—ফুলধনুর কৃপা হ'লে ত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না! কথায় বলে—"যার সঙ্গে যার মজে মন—কিবা হাড়ী কিবা ডোম্"। কিন্তু এদিকে প্রকাশ

যে, কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া ডোমকন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন।

শ্যাম।—হ'তে পারে! অত তন্ত্র-মন্ত্রের ধার ধারিনি। তবে এটা শুনেছি যে, চণ্ডালের মেয়ে ব'লে বেশ একটু মোলায়েম্ ক'রে নাম রেখেছেন "চণ্ডেলি"—যেন চন্দ্রবংশের কোন রাজকন্যা আর কি! আর পণ্ডিত রেখে লেখাপড়া, গান্ বাজনা, প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিয়েছেন। কার বাপের সাধ্য, আর তারে ডোমের মেয়ে ব'লে চিন্‌তে পারে?

নেপথ্যে গীত।

'আয়রে ভাই সবাই মিলে' ইত্যাদি।

কিশোর! দেখো—দেখো, কতকগুলো ছেলে এক একটী বাঁশের ডগ্‌লা হাতে ক'রে গান গাইতে গাইতে চ'লেছে।

কি।—হাঁ হে তাই ত বটে! ডাকনা ওদের এদিকে?

শ্যা।—ওহে ছোকরারা, এদিকে একবার এসোত?

সকলে।—(প্রবেশানন্তর) কেন মশাই?

কি।—তোমরা কোথা যাচ্ছ?

১ম-বা।—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

কি।—আমরা একটু বেড়াচ্ছি।

সকলে।—আমরাও একটু বেড়াচ্ছি।

কি।—ভারি জ্যাঠা যে দেখতে পাই?

২য়-বা।—তা হ'লে আমাদের সম্মান করুন! হাজার হোক্ আপনার বাপের বড় ত!

কি।—আর ফাজ্‌লামো কর্‌তে হবে না—যাও!

৩য়-বা।—ফাজ্‌লামোটা কি মশাই?

৪র্থ-বা।—এই মাত্‌লামোর মাস্‌তুতো ভাই আর পাগ্‌লামোর পিসে-মশাই। কেমন হয়নি মশায়?

কি।—জ্বালালে যে হে শ্যাম!

১ম-বা।—আপনাদের কি আর জ্বালালেম্। আপনাদের ত আর ল্যাজ নাই যে, তেল ন্যাকড়া জড়িয়ে ধরিয়ে দিলেম্।

কি।—দ্যাখো—মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি। তোমাদের বাপেদের এখনি বলে দেবো।

২য়-বা।—আর আপনার বাপেদের ব'লে দিতে বুঝি আমরা জানি না?

শ্যাম।—কেন বাপু তোমরা ঝগড়া করো? ওসব কথা কি বল্‌তে আছে?

২য়-বা।—কি কথা বলেছি?

শ্যাম।—এই বল্‌লে "আপনার বাপেদের"! বাপ কি বাপু দু' দশ জন হয়?

২য়-বা।—কেন হবে না গো মশায়!—এই দেখুন না, বাবা—ঠাকুরদাকেও বাবা বলে ডাকেন আর আমাকেও বাবা বলেন।

শ্যাম।—সেটা আদর ক'রে বলেন।

৩য়-বা।—আপনারাও না হয় আদর ক'রে দু' দশজনকে বাবা বল্‌লেন!

শ্যাম।—চলহে কিশোর, আমরা যাই! ছেলেগুলো একেবারে গোল্লায় গেছে!

সকলে।—ভুয়ো হেরে গেল—পার্‌লে না কো!

(করতালি দিয়া বালকগণের প্রস্থান এবং অপর দিক্ দিয়া চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।)

উভয়ে।—প্রণাম হই সার্ব্বভৌম্ ঠাকুরদা!

সার্ব্ব।—কে হে শ্যাম! কে কিশোর! কল্যাণ্ হোক্ ভাই; দীর্ঘজীবী হও।

কি।—আর ও আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন না ঠাকুরদা। যত বেশীদিন বাঁচা যাবে তত বেশী কষ্টভোগ কর্‌তে হবে! এ দাসত্ব করার চেয়ে মরা ভাল!

সার্ব্ব।—কেন হে?

কি।—আপনি ত সকলি জানেন।

সার্ব্ব।—তা' আর কি করবে ভাই! সকলেরই একদশা! তোমাদেরও যা,—আমাদেরও তাই।

কি।—আপনার আবার কি?

সার্ব্ব।—এই দেখনা, অন্য কেউ ডোম্‌কন্যা বিবাহ কর্‌লে তার জাতি-পাতের ব্যবস্থা আমরাই দিতেম; আর স্বয়ং রাজা যখন করেছেন, তখন উল্টো গাইতে হচ্ছে। আমরা সব কর্‌তে পারি ভাই। আমরা এখনি বোল্‌বো, "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"; আর কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা ক'রো দেখি—অমনি তার কাটান-মন্ত্র ঝাড়্‌ব—"অধিকন্তু ন দোষায়।"

শ্যাম।—যাক্ ও সব কথা ঠাকুরদা! আপনি নাকি—"মনুসংহিতা"খানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কর্‌ছেন!

সার্ব্ব।—হাঁ হে, তা' তো মনে করেছিলেম্, কিন্তু "অন্নচিন্তা চমৎকারা"— কখন্ করি বল দেখি ?

কি।—মনুসংহিতা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত! সে আবার কি রকম ?

শ্যাম।—তবে আর ঠাকুরদা'র পাণ্ডিত্য কি! (সার্ব্বভৌমের প্রতি) ঠাকুরদা কি লেখা আরম্ভ করেছেন ?

সার্ব্ব।—না হে, ভাবছি লিখ্‌বো কি না। বেচারা কালিদাস "কুমার-সম্ভব" লিখে যে নামটা ক'রে গেছে, সেটা ডবিয়ে দেওয়া কি উচিত ?

কি।—ঠাকুরদা, "কুমারসম্ভব" কি নাটক ?

সার্ব্ব।—না হে না, সময়ে ঠিক্ মনেও পড়ে না ;—ঐ যে কি বলে— "মেঘদূত" ! না না "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা",—দূর হোক্ গে ছাই —মনে ও আসে না।

শ্যাম।—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল" বলুন !

সার্ব্ব।—হাঁ ভাই ঠিক্ বলেছো,—বুড়ো হ'লে—

শ্যাম।—ঠাকুরদা, আপনি বুড়ো—নিজমুখেই স্বীকার করলেন্।

সার্ব্ব।—আমি কি তাই বলিছি ?—আমি বল্‌ছিলেম যে, আমি কি "বুড়ো হয়েছি" যে আমার মনেও থাকে না ? সে যা'হোক্ ভায়া, একথা যেন প্রকাশ হয় না দেখো !

শ্যাম।—না ঠাকুরদা, আপনার কোন চিন্তা নাই—আমরা একটু পরিহাস করছিলেম্।

সার্ব্ব।—তাতো কর্‌বেই ভায়া ; তোমরা নাতি—তোমাদের পরিহাস করবারই ত কথা। যাই ভাই, এখন স্নানের বেলা হোলো।

কি।—আমরাও যাই। দেখিগে—অতিথিশালার কত দূর কি হ'লো।

সার্ব্ব।—অতিথিশালা!

কি।—তা বুঝি জানেন না?

সার্ব্ব—কি ব্যাপার! রাজা কি অতিথিশালা খোল্‌বার আদেশ দিয়েছেন?

কি।—না ঠাকুরদা, তিনি দেন নি; তবে তাঁর ধার্ম্মিক পুত্র—আমাদের যুবরাজ লক্ষ্মণসেন দিয়েছেন।

সার্ব্ব।—সাধু লক্ষ্মণ—সাধু তোমার উদ্দেশ্য!

সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—পশুপতির প্রাঙ্গণ; কাল—দ্বিপ্রহর।

মায়া।

মায়া।—আমি যেন কচি খুকী! আমি যেন কিছু বুঝি না! মিন্‌ষের সমস্ত রাত্তির বাড়ী আসা নাই; আর জিজ্ঞেস্ কর্‌লেই বল্‌বে'খন—রাজার কাছে ছিলেম। রাজার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, যে সমস্ত রাত্‌টা একটা বামুনের সহবাসেই কাটিয়ে দিলেন। এই দুপুরের রদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে—এখনও টিকিটির পর্য্যন্ত দেখা নাই। আসুক্ সে আজ, ঝাল বেশ ক'রে ঝাড়্‌বো।

(পশুপতির প্রবেশ।)

পশু।—ও বাবা, এ যে একবারে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি! এ যে দেখ্‌ছি, মহা-চটিতম্!

মা।—বল্‌তে একটু লজ্জাও করে না?—আমার এই সোমোত্ত বয়েস, বুকভরা যৌবন, আর সারা রাত আমার যা' ঘটিতং, তা তুমি জান্‌বে কেমন ক'রে। এখানে কেন—যাও যেখানে ছিলে!

পশু।—রাগ কোরোনা লক্ষ্মি, আমি একটা কাজের কথা বল্‌তে এসেছি।

মা।—যাও, তোমার আর সোহাগ কর্‌তে হবে না। কাজ না থাক্‌লে ত আর এমুখো হবে না। আমি একলা মেয়ে মানুষ ঘরে থাকি,—যদি কেউ বদ্‌নাম রটিয়ে দেয়!

পশু।—প্রিয়ে, সে ভয় তোমার নেই। তোমায় আর নূতন কিছু বদনাম্ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না! তোমার রসনার কাছে—

মা।—আমি এমনি কুঁদুলিই বটে! বেশ, কুঁদুলি আছি, আমিই আছি, কারুর ত গায়ে পড়্‌তে যাই নি।

পশু।—ও বাবা! এর ওপর বুঝি আবার গায়ে পড়্‌বার ইচ্ছেও আছে! আমার যেন স'য়ে গেছে; কিন্তু দোহাই তোমার—যেন আর কোন ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়োনা—তা'হলে সে বেচারা প্রাণে মারা যাবে!

মা।—কথার ছিরি দেখো! কি বল্‌তে এসেছিলে বলো, আমার অনেক কাজ আছে।

পশু।—কথাটা এমন কিছু নয়। তুমি বোধ হয় শুনেছো, রাজা মণিপুর-যুদ্ধে গমন কর্‌ছেন; আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

মা।—রাজা যাবেন যুদ্ধে; তুমি কি ক'র্‌তে যাবে?

পশু।—রাজা ত যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বেন, আর আমায় রাণীকে নিয়ে থাক্‌তে হ'বে।

মা।—বেশ উপযুক্ত কাজের ভার পেয়েছো।

পশু।—দেখো মায়া, আমি রাজার সঙ্গে যাবো, কোন ভয়ের কারণ নাই ত?—বিশেষ আমি যখন রাজার কাছে কাছেই থাক্‌বো।

মা।—ঐটাই করোনা, রাজার কাছে কাছে থেকো না। কাছে থাক্‌লেই বিপদ। কোথা হ'তে—তীর্‌টা ফীর্‌টা এসে লাগ্‌বে! জানত আমার কেমন কপাল! তাই বল্‌ছিলেম, পেছনে থেকো,—সাম্‌নে যেয়ো না।

পশু।—একেই বলে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী"। পেছনে থাকৃতে ত বেশ উপদেশ দিলে, কিন্তু ফের্‌বার সময় ত সাম্‌নে আস্‌তে হবে।

মা।—দেখো, তুমি একটা আস্ত বোকা!

পশু।—দেখো, বোকা ফোকা বোলোনা বল্‌ছি—এখনি "কুরুক্ষেত্র" ক'র্‌বো।—এখনি "রণমূর্ত্তি" ধ'র্‌বো।

মা।—বটে! তোমার আবার "রণমূর্ত্তি" আছে নাকি? তবে প্রভু দয়া ক'রে এ অধীনীকে একবার সেইটে দেখান! দাসীকে আর "শান্তমূর্ত্তি" দেখিয়ে প্রতারিত করবেন না।

পশু।—ফের দুষ্টুমি!

মা।—না, দুষ্টুমি ফুষ্টুমি কিছুই নয়। সত্যি বল্‌ছি, যদি তোমার এটা "শান্তমূর্ত্তি" হয়, আর যদি তোমার "রণমূর্ত্তি" ধ'রে আর কেউ আমার ঘরে আসে, তাহ'লে তাকে তাড়াবো কেমন ক'রে? তাই বল্‌ছিলেম, তোমার "রণমূর্ত্তিটে" একবার দেখে রাখা ভাল।

পশু।—যাও, আর রসিকতায় কাজ নি!

মা।—দেখ! তোমার বুদ্ধিটা কিছু সূক্ষ্ম।

পশু।—পূর্ব্বে তা ছিলনা মায়া। তোমায় বিবাহ ক'রে অবধি আমার বুদ্ধিটা ঐ রকমই হয়েছে।

মা।—দেখদিকিন্, একথা আগে বল্লেই সব চুকে যেতো, এখন চলো—হাতে মুখে জল দেবে। সমস্ত রাতের খোঁয়ারি ত কাটা চাই।

পশু।—আমি কি মাতাল? তোমার যত বয়েস হচ্চে, তত তোমার বুদ্ধি বাড়্‌চে—না?

মা।—আমার বয়েস এমন কি হ'য়েছে ?

পশু।—ঐ জন্যেই ত বাপ্-মায়ে প্রায়ই মেয়েদের ঠিকুজি কুষ্ঠী রাখে না—পাছে বয়েসটা ধরা পড়ে। এদিকে মেঘে মেঘে যে বেলা হয়েছে তার খবর রাখ !

মা।—আচ্ছা আন্দাজই করো না—আমার বয়েস কত ?

পশু। -আমি ত তোমার নাড়ী কাট্‌তে যাইনি ! তুমিই বলো না !

মা।—এই বোশেখ এলে বাইশ বছরে পড়্‌বো।

পশু।—পাঁচ বছর আগেও তাই বলেছিলে।

মা।— ভদ্রলোকের এক কথা !—চলো, বাড়ীর ভেতর চলো—বেলা হ'য়েছে।

পশু।—না, আমি এখনই রাজবাড়ী যাবো। খুব জরুরি কাজ। সমস্ত যুদ্ধের ভার একরকম আমারই হাতে। আমি না গেলে কোন কাজই হবে না।

মা।—তাও কি হয় প্রাণনাথ ! চলো ভিতরে। তোমাকে আজ নিজে তেল মাখিয়ে দিয়ে, স্নান করিয়ে দেবো। তার পর তোমার আহার হ'লে তোমার পাতে প্রসাদ পাবো।

পশু।—না, না,—সে, আজ আর নয়,—সে আর একদিন হবে।

মা।—ভালয় ভালয় বল্‌ছি চলো !—নইলে—

পশু।—তবে চলো শিগ্‌গীর।

মা।—দেখ্‌ তোরা পাড়ার আবাগীরা ! এমন রসিক ভাতার তোদের কি কপালে আছে ? পোড়ারমুখীরা আমার হিংসে কোরেই গেলো। হতভাগীদের বাপ-দাদার ভাগ্যেও এমন ভাতার জুটবে না। চলো ঠাকুর !

পশু।—বাপ্-দাদার আবার ভাতার হয় নাকি ?

মা।—ঝগ্ড়ার সময় অত ন্যায়শাস্ত্র দেখ্তে গেলে ঝগড়া ত আর করাই হয় না। চলো—অনেক বেলা হয়েছে !

পশু।—আচ্ছা, ঝগ্ড়ার সময় ত তোমার বেশ সুর বেরোয়—একটা সত্তি সত্তি গান গাও দেখি—কেমন লাগে ! লজ্জা কর্‌বে না ?

মা।—তোমার কাছে আবার কিসের লজ্জা ! তবে শোন :—

গীত।

যৌবন বহিয়া গেলে আসিয়া কি হ'বে ফল ?
বসন্ত চলিয়া গেলে ঝরে না কোকিল-কল !
জোছনা ডুবিয়া গেলে চকোর হাসেনা আর,
উঠে না পঞ্চমে তান সুধামাখা পাপিয়ার !
খঞ্জন মেলেনা আঁখি, বিষণ্ণ কুমুদদল !
এই পীনোন্নত বক্ষ, এ রক্তিম গণ্ডদেশ
গলিত হইবে সখা, পলিত হইবে কেশ ;
তখন আসিলে শুধু দেখিবে এ আঁখি-জল !
এই সে চূর্ণ কুন্তল, এই সে চঞ্চল আঁখি
এখনও দৃপ্ত আছে, এসো বঁধু বুকে রাখি !
কুসুম লাগে কি ভাল শুকাইলে পরিমল ?

পশু।—মাইরি, তোমায় রাজসভায় ভর্ত্তি কোরে দেবো ; তুমি বেশ গাইতে পারো।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—সুবর্ণগ্রাম; দৃশ্য—বল্লভানন্দের সদর; কাল—সন্ধ্যা।

শ্রীবিন্দ পহিনী এবং নৃপঞ্জয়।

শ্রীবি। —দেখো হে নৃপঞ্জয়,—দেশ ত গেলো, একবারে উৎসন্ন গেলো! চারিদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার। "হা অন্ন! হা অন্ন!" এই শব্দই অনবরত শুনা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যদিগের করুণ ক্রন্দন ত আর শোনা যায় না। এসো, আমরা সকলে মিলে যা-হোক্ একটা উপায় স্থির ক'রে ফেলি। চেষ্টা ত আমাদের করা উচিত, তার পর ভগবানের ইচ্ছায় যা' আছে হবে।

নৃপ।—আমাদের মত ক্ষুদ্রলোক জগতের কতটুকু কাজে আসতে পারে বলো? আমাদের ক্ষমতাই বা কি, আর অস্তিত্বই বা ক'দিন? তবে রাজা যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন আমাদের যার যতটুকু ক্ষমতা এবং অবসর—তদনুযায়ী কার্য্য কোর্ত্তে হবে বৈ কি! রাজার কর্ত্তব্য—দুর্ভিক্ষ দমন করা; তা না ক'রে বরং তিনি দেশে অন্নাভাব আনয়ন করলেন। এ সময়ে, এ দুর্দ্দিনে এ যুদ্ধের—এ অধর্ম্ম-যুদ্ধের উদ্যোগ করা তাঁর কি উচিত? একে ত অন্নাভাবে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে; তার উপর যুদ্ধে যে কত প্রাণী বিনষ্ট হবে, তার কিছুই নিরূপণ নাই! রাজা ফিরে এসে প্রজাশূন্য রাজত্ব করবেন আর কি!

শ্রীবি।—ভায়া, এতো যুদ্ধ কোর্ত্তে যাওয়া নয়! ডোম্ রাণীকে নিয়ে রাজ্যের মধ্যে একটা মহা কেলেঙ্কারি পড়ে গেছে; তাই তাঁকে নিয়ে মহারাজা একটু গা-ঢাকা দিয়েছেন। আড়ালে গিয়ে আমোদ-প্রমোদটা একটু প্রাণ খুলে হ'বে। এতো আর দেশের জন্য যুদ্ধ নয়, আর যুদ্ধের জন্যও যুদ্ধ নয়! এ একটা প্রবল লালসা-পরিতৃপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়!

নৃপ।—তা কি আর বুঝি না হে! বুঝি সব। কিন্তু কি কর্ব্বো—উপায় নেই। দেখে শুনে চুপ ক'রে থাকতে হয়। আমাদের হস্তপদ সব বদ্ধ। প্রকাশ্য স্থানে নিজের মনের কথা ব্যক্ত কর, আর অমনি তুমি রাজদ্রোহী ব'লে পরিগণিত এবং দণ্ডিত হবে। রাম-রাজত্ব ভায়া, রাম-রাজত্ব! থাক্ ও সব কথা—

বল্লভানন্দের প্রবেশ।

বল্লভ।—কেন হে, থাকবে কেন নৃপঞ্জয়! কোন গোপনীয় ব্যাপার নাকি!

নৃপ।—আজ্ঞে না—আপনার কাছে আমাদের আর গোপনীয় কি থাকতে পারে?

বল্লভ।—বোলেই ফেলনা—কি বলাবলি কচ্ছিলে?

শ্রীবি।—আমরা বলাবলি কর্‌ছিলেম, আপনি ত এক অতিথিশালা খুলেছেন—তাও সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে। একলাই বা কত দিন এমন ক'রে চালাবেন! তাই আমরা মতলব কর্‌ছিলেম, আমাদের যুবরাজকে সভাপতি ক'রে, তাঁরই কর্ত্তৃত্বাধীনে এক

কার্য্যকরী সভার সমাবেশ করা যাক্ এবং যার যা' ক্ষমতা তিনি সেই প্রকার সাহায্য করুন।

বল্লভ।—তোমরা এ বিষয়ের কিছুই জাননা দেখ্ছি!

শ্রীবি।—কেন বলুন দেখি?

বল্লভ।—আমি যে অতিথিশালা খুলেছি, এ কথা তোমাদের কে বল্লে? আমাদের যুবরাজ এ কার্য্যের জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ; তবে তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় এ কার্য্যের পরিদর্শনের ভার দিয়েছেন। আমার মত ক্ষুদ্রলোক যে এরূপ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হবে তা বলতে পারি না। শ্যাম ও কিশোর এবিষয়ে আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ। আমার সাধ্যমত আমি ত কর্‌বো—ফলাফল ভগবানের হাতে। আর যুবরাজ একথাও বলেছেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় অর্থ যেখান হ'তে হোক্ যোগাড় হ'য়ে যাবে। তবে দুঃখীর দুঃখ দূর কোর্ত্তে, আর্ত্তের বিলাপ নিবারণ কোর্ত্তে যার যা' ইচ্ছা তিনি তাই এই ভাণ্ডারে দান কোর্ত্তে পারেন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করেন, তবে তিনি যতদূর উপকৃত হবেন, অর্থসাহায্য ক'র্‌লে বোধ হয় ততদূর হবেন না।

শ্রীবি।—আমরা ত অবসর মত কর্‌বই। তবে এ বিষয়ে শ্যাম ও কিশোরকে নিযুক্ত ক'র্‌লে বোধ হয় ভাল হয়। তারা এবিষয়ে কখনই অমত কোর্ত্তে পারবে না; বিশেষ তারা খুব উদার এবং পরোপকারী।

বল্লভ।—তবে আর এতক্ষণ কি বল্‌ছিলেম্। বল্‌ছিলেম না—শ্যাম আর কিশোর এ বিষয়ে আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ। শুধু তারাই যে উদার এবং পরোপকারী তা নয়, প্রায় সমস্ত কায়স্থসমাজই তাই। আমি তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। অতিথিশালার কাজ কর্ম্ম তারাই সমস্ত দেখে, আমি শুধু নামে। তারা স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে ব্রতী হয়েছে।

নৃপ।—তা' বেশ হয়েছে! যখন স্বয়ং যুবরাজ এ কার্য্যে নেমেছেন, তখন আর দেখ্‌তে হবে না। অতি উচ্চ—অতি মহৎ তিনি,—ভগবান তাঁরে কুশলে রাখুন।

বল্লভ।—ভগবানের কৃপায় যখন লক্ষ্মণ সেন বঙ্গের সিংহাসনে বস্‌বেন, তখন দেখ্‌তে পাবে যে, সত্য সত্যই আবার "রাম-রাজত্ব" ফিরে এসেছে। এমন দিন কি আমাদের ভাগ্যে হবে? কোন গর্ব্ব নাই, কোন অহঙ্কার নাই, তাঁর আর গুণের কথা কি বল্‌বো—আর কে বা তা' না জানে? আমাকে তিনি যথেষ্ট মান্য করেন এবং ভালবাসেন।

শ্রীবি।—তা আর বাস্‌বেন না। প্রকৃতগুণের প্রশংসা সকলেই কোরে থাকে; বিশেষ তিনি একজন গুণগ্রাহী, আরও আপনি তাঁর পিতৃবন্ধু।

একজন দাসের প্রবেশ।

দাস।—(অভিবাদন করিয়া) আজ্ঞে, একজন সেপাই রাজার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে চায়।

বল্লভ।—আচ্ছা তা'কে এখানে নিয়ে এসো।

দা।—যে আজ্ঞে!

(প্রস্থান এবং পত্রবাহকের সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

সৈনিক।—(অভিবাদন করিয়া) আপনাকে মহারাজ এই পত্র দিয়েছেন (পত্রপ্রদান।)

বল্লভ।—(পত্র পাঠ করিয়া) আচ্ছা, তুমি আজ রাত্রের মত এইখানে বিশ্রাম কর। কাল প্রত্যূষে পত্রোত্তর নিয়ে যাবে।

সৈ।—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

উভয়ে।—কি ব্যাপার আঢ্য মশায়! কিছু গোপনীয় না কি?

বল্লভ।—গোপনীয় হলেও তোমাদের কাছে আমার লুকাবার কিছুই নাই, আর তোমরা যখন এ বিষয় কারো কাছে বল্‌তে যাচ্ছ না।

শ্রীবি।—রামচন্দ্র—রামচন্দ্র! তা' মনেও ক'র্‌বেন না। আপনি অসঙ্কোচে ব'লে যান।

বল্লভ।—শোন তবে (পত্রপাঠ):—

"প্রিয় বল্লভ!

"ষড়ঙ্গবলবিশিষ্ট বিপুলসেনাদলসহ কীকট দেশাভিমুখে
"আমাদের যুদ্ধযাত্রা আবশ্যক হইয়াছে; অতএব আমার
"অনুরোধ, তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সার্দ্ধকোটি স্বর্ণমুদ্রা
"পাঠাইয়া বাধিত করিবে, ইতি—

তোমার চিরসুহৃদ্

বল্লাল।"

নৃপ।—মহারাজ কিছু টাকা কর্জ্জ চা'ন্ ?

শ্রীবি।—বড় কিছু নয় !

উভয়ে।—তা' আপনি কি ক'র্‌বেন মনে করেছেন ?

বল্লভ।—এখনও কিছু স্থির কোর্‌তে পারিনি। কি হয়, পরে তোমাদের জানাবো।

নৃপ।—আজ কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেলো ; এখন তবে আসি।

বল্লভ।—হাঁ ভাই, এসো ; মাঝে মাঝে এক আধ্‌বার এসো হে ; একটু গল্পগুজব করা যাবে।

উভয়ে।—আস্‌বো বৈ কি ! সময় পেলেই এসে আপনাকে বিরক্ত ক'রবো। তবে নমস্কার !

বল্লভ।—নমস্কার ভাই নমস্কার !

(উভয়ের প্রস্থান।)

এই কে আছিস্ রে এখানে !

দাস।—(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই !

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

বল্লভ।—দেখো—

দা।—আজ্ঞে করুন !

বল্লভ।—রাজার নিকট হ'তে যে সৈনিক পত্র নিয়ে এসেছে, তার আহারের ব্যবস্থা, আর রাত্রে আমার এই সদর-ঘরে শোবার জায়গা ক'রে দেবে ; বুঝেছো ? দেখো বাপু, যেন কোনরূপ ত্রুটি হয় না।

দা।—যে আজ্ঞে !

বল্লভ।—আচ্ছা, এখন যাও। (ভৃত্যের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।)
আমিও যাই —পত্রের উত্তরটা লিখে ফেলিগে। কাল সকালেই ত দিতে হবে!

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—মণিপুরের উপত্যকা ; দৃশ্য—সৈন্য-শিবির ; কাল—রাত্রি।

রাজা।

রাজা।—কৈ, আজ এখনও ত যুদ্ধের কোন সংবাদ পেলেম না। নিজে ত' যুদ্ধের দিকে একবারও এগোলেম্ না। কি ক'রেই বা যাই! রাণী যে ছাড়ে না—অথবা আমারই ভুল।—আমিই রাণীকে ছাড়ি না। আমারই বা এখন যুদ্ধে যাবার আবশ্যকতা কি? যখন বুঝ্‌বো যে আর না গেলে চলে না, তখন যাবো। অনেক ক্ষণ হ'য়ে গেল, কৈ এখনও ত কেউ আস্‌ছে না? যাই তবে রাণীর কাছে! প্রিয়া হয়ত ভাব্‌ছে! এত-ক্ষণ ত তারই কাছে ছিলেম। আসি আসি ক'রে আস্‌তে দেরি হয়ে গেছে; তাই বোধ হয় সেনাপতি কি মন্ত্রী আমার অপেক্ষা ক'রে ফিরে গেছেন। না, তা হ'তেই পারে না,—অন্ততঃ আমাকে একবার সংবাদ না দিয়ে তাঁরা যেতে পারেন না। আর বল্লভের নিকট হ'তেই বা পত্রবাহক ফিরে আস্‌তে বিলম্ব ক'রছে কেন? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

(সেনাপতির প্রবেশ এবং অভিবাদন।)

সে।—মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা।—জয় পরাজয় উভয়ই আপনার হস্তে। আসুন, বসুন, যুদ্ধের কি সংবাদ বলুন, আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি।

সে।—মহারাজ অভয় প্রদান করুন!

রাজা।—কেন—কেন? আপনার কোন ভয় নাই—শীঘ্র বলুন, সংবাদ কি অমঙ্গলপ্রদ?

সে।—সংবাদ বড়ই অশুভ।

রাজা।—শুভই হ'ক আর অশুভই হ'ক, সত্বর প্রকাশ করুন। বৃথা সন্দেহের মধ্যে আমায় রাখ্‌বেন না!

সে।—মহারাজ, অদ্য প্রাতঃকালে, মণিপুর দুর্গ আক্রমণ কর্‌বার নিমিত্ত আমরা বিংশসহস্রসৈন্যসহ অগ্রসর হই।

রাজা।—তার পর?

সেনা।—দুর্গ আক্রমণ কর্‌বার কেবলমাত্র দুইটি পথ আছে:—প্রথমটি পর্ব্বতের উপর দিয়ে, দ্বিতীয়টি পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে। প্রথম পথটী অবলম্বন কর্‌লে পাহাড়ের গাত্র ব'য়ে উঠবার সময় পাছে শত্রুরা উপর হ'তে আমাদের উপর অস্ত্রবর্ষণ করে, এই নিমিত্ত সমূহ বিপদের সম্ভাবনা অনুমান ক'রে আমরা পর্ব্বতের ভিতরের পথেই গমন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেম্। সসৈন্য ভিতরের পথেই প্রবেশ করলেম্। যেমন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, অমনি হঠাৎ কি যেন একটা ভয়ানক পতনের শব্দ হ'লো। ফিরে দেখি, পিছনের পথ পাথর দিয়ে বন্ধ। ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে লাগলেম্, কিন্তু পথের শেষভাগে উপস্থিত হ'য়ে যা দেখলেম্ তাতে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল,—সেখানেও ঠিক্ সেইরূপ পথ বন্ধ। এইরূপে গিরিসঙ্কটের মধ্যে আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় চীৎকার কর্‌তে লাগলেম্।

রাজা।—তার পর?—শীঘ্র বলুন?

সে।—তার পর, আমরা বন্দী।

রাজা।—বন্দী! তবে আপনি কি ক'রে বাহিরে এলেন!

সে।—মণিপুর-রাজ দয়াপরতন্ত্র হ'য়ে সংবাদ দিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

রাজা।—সেনাপতির দৌত্যকার্য্য এই প্রথম শুনলেম্।

সে।—কুপিত হ'বেন না মহারাজ! মণিপুরেশ্বর আমাকে শুধু সন্দেশবাহী ক'রে পাঠান্ নি—তিনি আমায় মুক্তিও দিয়েছেন। আরও তিনি বলেন যে, আমার মত সেনাপতি আর আপনার মত রাজাকে তিনি প্রত্যহ বন্দী কোর্‌তে এবং মুক্তি দিতে পারেন।

রাজা।—মিথিলাবিজয়ী বীর রুদ্রনাগ! আপনি কি সেই রুদ্রনাগ! ধিক্ আপনার শৌর্য্যে! আপনি কলঙ্কের পশরা, অবমাননার ডালি মস্তকে বহন ক'রে আমারই সম্মুখে আমারই শত্রুর স্তুতিগান কোর্‌তে একটুও লজ্জিত হচ্ছেন না?

সে।—তিরস্কার ক'র্‌বেন না মহারাজ!

রাজা।—তিরস্কার কর্‌ছি না—আপনার নির্বুদ্ধিতা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সে।—আমার নির্বুদ্ধিতা কিসে দেখ্‌লেন?

রা।—তাও কি আপনাকে ব'লে দিতে হবে।—কেন আপনি অগ্রে আক্রমণ ক'রতে গিছ্‌লেন? একটু অপেক্ষা ক'রতে পারেন নি?

সে।—অপরাধ নেবেন্ না মহারাজ! তা হ'লে বিক্রমপুরের রাজধানীতে ব'সে অপেক্ষা করা ভাল ছিল; কষ্ট স্বীকার করে এতদূর আস্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাজা।—মূর্খ! আপনি সেনাপতি-পদের একান্ত অনুপযুক্ত! যান্ নিজ কর্ত্তব্যে!

(সেনাপতির প্রস্থানোদ্যোগ।)

(স্বগতঃ) তাইত অনেকটা এগিয়ে পড়েছি।

(প্রকাশ্যে) দেখুন সেনাপতি! আমার মস্তিষ্কের এখন স্থিরতা নাই; ক্রোধ-বশতঃ যা ব'লেছি কিছু মনে কর্‌বেন না। এখন আসুন, আমাকে একটু নির্জ্জনে চিন্তা কর্‌তে দিন্।

সে।—যথা আদেশ মহারাজ!

(সেনাপতির প্রস্থান।)

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী।—মহারাজের জয় হক্!

রাজা।—আসুন মন্ত্রি! জয়ের আর সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত সৈন্ত বন্দী—শুনেছেন বোধ হয়।

মন্ত্রী।—হাঁ মহারাজ, পূর্ব্বেই তা' শুনেছি।

রাজা।—এখন কি করা আবশ্যক্?

মন্ত্রী।—সন্ধি।

রাজা।—আমার গর্ব্বিত মস্তক হেঁট কর্‌বেন না, আদিদেব! এ জীবনে বল্লাল কখনও সন্ধি করে নি'। বঙ্গ, বাগুরী, রাঢ়, বরেন্দ্র এবং মিথিলার অধিপতি বল্লাল পূর্ব্বে কখনও এরূপ

অবমানিত হয়নি। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! আমি যুদ্ধ কোর্‌বো।

মন্ত্রী।—মহারাজ, স্থির হোন্‌। যুদ্ধ ত ক'র্‌বেন ; কিন্তু কি নিয়ে ? সমস্ত সেনা বন্দী, আর রাজকোষে অর্থ নাই।

রাজা।—অর্থের জন্য আমি বল্লভকে লিখেছি।

মন্ত্রী।—আর সৈন্য ?

রাজা।—কেন, দেশে কি লোক নাই ? আবার নূতন ক'রে সৈন্য প্রস্তুত করুন!

মন্ত্রী।—মহারাজ, বাস্তবিকই দেশে লোকাভাব। দুর্ভিক্ষে দেশ শূন্য হ'য়ে গেছে। নূতন ক'রে সৈন্য গঠন করা ত সময়সাপেক্ষ ; আর বল্লভ টাকা দেন কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। কেন না ওদন্তপুরের যুদ্ধের ঋণ আপনি এখনও পরিশোধ ক'র্‌তে পারেন নি। এ অবস্থায় সন্ধিই যুক্তি-সঙ্গত।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ এবং অভিবাদন।)

প্র।—মহারাজ, সেই সৈনিক বল্লভানন্দের নিকট হ'তে পত্রের উত্তর এনেছে।

রাজা।—তাকে এইখানে নিয়ে এসো!

(পত্রবাহকের প্রবেশ, অভিবাদন, পত্রপ্রদান এবং প্রস্থান।)

মন্ত্রী।—কি লিখেছেন বল্লভ ?

রাজা।—এই নিন্‌—আপনিই পড়ুন।

মন্ত্রি।—(পত্রপাঠ।)——

"রাজন্!

"ক্ষমা কর্‌বেন! কোন বিশেষ কারণবশতঃ এখন আমি "টাকা দিতে অক্ষম। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয় "ইতি—

আপনার বশম্বদ্

বল্লভ।"

রাজা।—বল্লভানন্দ, সব বুঝেছি! এত তেজ, এত অহঙ্কার, এত দর্প তোমার কিসের? তোমার টাকা আছে! আজ যদি তোমার সমস্ত বিষয় বাজেয়াপ্ত করি, তাহ'লে তোমার থাকে কি? তোমার কুলগৌরব আছে! আজ্ যদি তোমার সে গৌরব কাড়িয়া লই, তা'হ'লে তোমায় রাখে কে? জানো তুমি, আমি দেশের রাজা—আমি সব ক'রতে পারি! মন্ত্রি, আপনি আমার নামে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের এই মর্ম্মে আদেশ করুন যেন তাঁরা যে কোন উপায়েই হ'ক্, পারঘাটার দ্বিগুণ কর বণিক্‌দিগের নিকট হ'তে আদায় কোর্ত্তে আরম্ভ করেন। আর তাদের যে সমস্ত টাকা বিচারালয়ে গচ্ছিত আছে, তাও যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়! আপনি যান, এই আদেশ শীঘ্র প্রচার করুন। আমায় একটু নির্জ্জনে থাকৃতে দিন্! আর যুদ্ধসম্বন্ধে আপনি যা' ভাল বোঝেন তাই করুন। আমার বল্‌বার আর কিছুই নাই।

মন্ত্রী।—আপনি একটু বিশ্রাম করুন—আমি আসি।

রাজা।—আসুন!

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও রাণী চণ্ডেলীর প্রবেশ।)

রাণী।—এই যে মহারাজ, আপনি এখানে!

রাজা।—কে—চণ্ডেলি! কেন প্রিয়ে, এইত আমি তোমার নিকট হ'তে আস্‌ছি,—তবে এরিমধ্যে কেন খুঁজ্‌ছো!

রাণী।—আপনারা পুরুষ, পরুষ আপনাদের প্রাণ, কঠিন আপনাদের হৃদয়! আমরা রমণী—প্রিয়তমের নিমেষের অদর্শনে আমাদের কোমল হৃদয় আকুল হ'য়ে ওঠে।

রাজা।—সত্য বলেছ মহিষি, "কঠিন আমরা পুরুষ জাতি, নিষ্ঠুর আমাদের প্রাণ"। আমরা জীবনের অন্যান্য নির্ম্মম কর্ত্তব্যের মধ্যে প'ড়ে হয়ত কিছুক্ষণের জন্য প্রিয়তমার সুখময়ী চিন্তাকে হৃদয় হ'তে একটু দূরে রাখ্‌তে বাধ্য হই; কিন্তু তোমরা—সতী তোমরা, গৃহলক্ষ্মী তোমরা, শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও আমাদের চিন্তাকে প্রতিনিয়তই বক্ষে ধারণ ক'রে থাক—হৃদয়-দেবতাকে সকল সময়েই হৃদয়ে রেখে পূজা কর্‌তে কেবল তোমরাই ব্যস্ত—ধন্য তোমরা হিন্দু রমণী!

রাণী।—থাক্ ওসব কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি;—আপনিও কি শুনেছেন?

রাজা।—হাঁ প্রিয়ে শুনেছি।

রাণী।—তবে কেন চুপ্ ক'রে বসে রয়েছেন! কেন প্রতিশোধের চেষ্টা কর্‌ছেন না?

রাজা।—কি কর্‌বো মহিষি! কোন উপায় নাই!

রাণী।—আপনি না একজন ক্ষমতাপন্ন রাজা? আশ্চর্য্য!

রাজা।—কি কর্‌বো রাণি! সমস্ত সৈন্য বন্দী।

রাণী।—সৈন্য বন্দী!—তাতে হয়েছে কি?

রাজা।—সৈন্যসাহায্য ব্যতিরেকে প্রতিশোধ লওয়া কিরূপ সম্ভবপর!

রাণী।—নিশ্চয়ই আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, নতুবা এরূপ প্রলাপোক্তি কেন?

রাজা।—কেন রাণি?

রাণী।—আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—কেন!—গোটাকতক বৈশ্য-বালককে জব্দ কর্‌তে যে সৈন্যের প্রয়োজন হয়, তা এই প্রথম আপনার মুখেই শুন্‌লেম!

রাজা।—বৈশ্যবালক!

রাণী।—একবারে আশ্চর্য্য হ'লেন যে! তবে এতক্ষণ কি মনে করেছিলেন?

রাজা।—আমি মনে করেছিলেম যে, মণিপুরাধিপতিকে সমুচিত প্রতিফল দিবার বিষয় তুমি আমায় বল্‌ছো!

রাণী।—সে সব এখন থাক্। জনকয়েক দুষ্ট চপল সুবর্ণবণিক বালক আমার নামে গান বেঁধে রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের জব্দ করুন!

রাজা।—এতদূর তাদের স্পর্দ্ধা!—এর সমুচিত প্রতিফল নিশ্চয়ই তারা পাবে। তবে কিছু দিন্ অপেক্ষা করো। দেশে ফিরে যাই, তার পর সমগ্র বণিকদিগের নেতা বল্লভকে সমুচিত শাস্তি দেব।

রাণী।—মহারাজ!—(ক্রন্দন-স্বরে)

রাজা।—কি প্রিয়ে! কেন, কেন, তুমি কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

রাণী।—কিছু হয়নি,—চোখে একটা কি পড়েছিলো—

রাজা।—রাণি, বল বল—আমার কি কোন অপরাধ হ'ল?

রাণী।—কেন আমাকে অপরাধিনী করেন? আপনি স্বামী—

রাজা।—তবে কিসের এ অভিমান?

রাণী।—আমি দুঃখিনী; আমার আবার কিসের অভিমান! আমি সামান্যা নীচজাতীয়া চণ্ডাল কন্যা—আমার আবার অভিমানই বা কি, আর অপমানই বা কি? এ কুৎসার জ্বলন্ত অনল আমার নয়ন-বারিতেই নির্ব্বাপিত হ'ক।

রাজা।—কেন রাণি! বৃথা এ অভিমান কর্‌ছো। আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সমগ্র বণিক জাতিকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর্‌বো!

রাণী।—ক র্—বে—ন—মহারাজ!—

রাজা।—কেন! তোমার কি এটুকু বিলম্ব আর সহ্য হয় না?

রাণী।—অপমান সহ্য হয় আর বিলম্ব সহ্য হয় না?

রাজা।—এখনও অভিমান! চণ্ডেলি, তুমি বনে বনে বেড়াতে, বন হ'তে তোমায় রাজপ্রাসাদে এনেছি, সেখান হ'তে সিংহাসনে বসিয়েছি, সিংহাসন হ'তে হৃদয়ে রেখেছি, আবার প্রয়োজন হয়'ত মাথায় রাখ্‌বো! প্রিয়ে, সকল মহিষীদের তুমিই অধীশ্বরী! এত ভালবাসি তোমায়, তবুও কি তোমার সামান্য অভিমান আমার ভালবাসার চেয়ে বড় হ'লো?

রাণী।—বনবালিকা ছিলেম্—বনে বনে ভ্রমণ কর্‌তেম, সিংহাসনে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। বনের লতা বনতরুকে আশ্রয় ক'রে আবার বনেই শুকিয়ে যেতেম। কেন তারে রাজোদ্যানে রোপণ করেছিলেন মহারাজ ?

রাজা।—রাণি, রাণি, আর লজ্জা দিও না; যত শীঘ্র পারি মণিপুরের সঙ্গে একটা সন্ধি করে তোমার এই অবমাননার জন্য সমগ্র সুবর্ণবণিক সমাজকে সমুচিত শিক্ষা দিব। প্রিয়ে, তোমার জন্য সব কর্‌তে পারি। কত ভালবাসি তোমায়, প্রেয়সি! তুমি কত সুন্দর!

রাণী।—কেন আমায় ভালবাসেন মহারাজ ?

রাজা।—কেন ভালবাসি তা' আমি জানি না।

রাণী।—তবে আমায় কিরূপ ভাল বাসেন ?

রাজা।—প্রিয়ে, তোমায় অন্ধ হ'য়ে ভালবাসি, আত্মহারা হ'য়ে ভালবাসি; তৃষ্ণার্ত্তের জলের মত, রোগীর পথ্যের মত, মদ্যপের সুরার মত, আর কামার্ত্তের কামিনীর মত তোমায় ভালবাসি।

রাণী।—তবে কি আপনি আমার রূপেই মোহিত; আমার রূপ ভাল বাসেন! আমায় নয় ?

রাজা।—মহিষি, গোলে ফেল্লে আমায়। আমি এখনও ঠিক কর্‌তে পারিনি যে আমি রূপ ভালবাসি, কি গুণ ভালবাসি। তবে আমার মনে হয় রূপই শ্রেষ্ঠ, রূপই সুন্দর, রূপই স্বর্গ। যাঁরা গুণ ভালবাসেন—বাসুন, আমি কিন্তু রূপই ভালবাসি;—স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণ অপেক্ষা চপলার জ্বালাময়ী আলোক আমার ভাল লাগে;

মধুকর অপেক্ষা বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি আমি দেখ্‌তে ভালবাসি ; হীরকের জ্যোতিঃই বাঞ্ছনীয়, তার গুণ বিষময়। রাণি, আমি গুণ বুঝ্‌তে জানি না, চেষ্টাও করি না। যাঁরা গুণের প্রশংসা করেন, করুন, কিন্তু আমি রূপেই মোহিত, রূপেই পাগল।

রাণী।—আজ নিশ্চয়ই আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতি উপস্থিত, তা' না হ'লে এ অসংলগ্ন কথা আপনার মুখে শুন্‌বো কেন ?

রাজা।—বাস্তবিকই প্রিয়ে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। দুশ্চিন্তা আমায় ঘিরে বসেছে। রাণি, রাণি—

রাণী।—(সচকিতে) ঐ শুনুন !—শুনুন, মহারাজ, কে কোথা' কেমন সুন্দর গান গাচ্ছে !

(নেপথ্যে গীত)

"রূপ দেখে যদি ভালবাসো সখা
ভালবেসে সুখ পাবে না ;

রাণী।—গানটী ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর শোনা যাচ্ছে !—

স্বপনের মত রূপ অনুরাগ
ঘুম ভেঙে গেলে রবে না !—

রাজা।—বোধ হয় অদূরে কোন সৈন্যশিবির হ'তে এই স্বর-লহরী উত্থিত হচ্ছে :—

রূপের আকর উজল তপন,
তাহে কর সখা প্রাণ সমর্পণ ;
প্রতি প্রভাতেতে অতীব নূতন
সে রূপ মলিন হ'বে না।

রাণী।—আহা কি সুন্দর!—

রাজা।—চুপ্ চুপ্ মহিষি, একটু স্থির হয়ে শোন :—

যৌবন দেখে ভালবাস যদি
সে যে নিমেষের—নহে নিরবধি ;
ভালবাস তুমি পরিপূর্ণ নদী—
উজান তাহাতে ব'বে না।

রাজা।—কোন স্বপ্নরাজ্য হ'তে যেন কোন কিন্নরীর কমকণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে!—

ধন আশে যদি প্রেমের কামনা,
চঞ্চলা কমলা সখা কি জাননা?
তুমি রত্নাকরে দাও প্রাণ ধ'রে
যত লও কথা ক'বে না।

রাণী।—মহারাজ শুনুন, শুনুন!—

ভালবাসো যদি প্রেমেরি কারণ,
সে ভালবাসায় করি না বারণ!
জীবনে মরণে দুইটি জীবন—
আর কারে ফিরে চাবে না।"

রাণী।—মহারাজ! এখন বোধ হয় আপনার সন্দেহের একটা সুন্দর মীমাংসা হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর, দৃশ্য—ধবলেশ্বরী নদীতীরস্থ কানন ; কাল—প্রদোষ।

রাজা ও পশুপতি।

রাজা।—বয়স্য, দেখো, দেখো, কেমন সুন্দর এই নদী ব'য়ে যাচ্ছে। কেমন মনোরম মলয় মারুত প্রবাহিত হচ্ছে। যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে অসহ্য মনোদুঃখ এবং অবমাননার বোঝা স্কন্ধে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেম, কিন্তু এই নয়নমনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার সে সমস্তই হরণ করেছে।

পশু।—আমার কিন্তু মহারাজ, কিছুই হরণ করতে পারে নাই। ক্ষিদেটা আমার পূর্ব্বের মতই আছে বরং এই ফাঁকা হাওয়ায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজা।—(সচকিতে) বয়স্য দেখো, দেখো, কে দু'জন রমণী এদিকে আসছে না ?

পশু।—তাইত, সেই রকমই ত বোধ হচ্ছে। মহারাজের নজরটা কিন্তু খুব দোরস্ত ! কিন্তু যাই হোক্ মহারাজ, ব্রাহ্মণ-ভোজনটা অগ্রেই বিধেয়।

রাজা।—সখা, দেখ, দেখ! কি সুন্দর ঐ ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি!—যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ'তে যেন লাবণ্য শতধা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে!

পশু।—মহারাজ, অমনতর সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি করবেন না!

রাজা।—সখা, দেখ্‌তে দোষ কি! পূর্ণচন্দ্রকে কে না নয়ন ভ'রে দর্শন করে? চম্পক কুসুমের সৌন্দর্য্য কে না প্রাণ ভ'রে পান ক'রে?

পশু।—করে,—কিন্তু আপনার মত অত চন্‌-বন্‌ কেউ করে না!

রাজা।—আচ্ছা দেখাই যাক্‌না, যুবতী—কুমারী কি পরিণীতা! আর দেখো বয়স্য, সঙ্গে যে অপর একজন রমণীকে দেখ্‌ছো উটি বোধ হয় ঐ রূপসীর সখী।

পশু।—মহারাজ, সখিটি বোধ হয় সখারই ভাগ্যে নাচ্‌ছে।

রাজা।—চুপ্‌ চুপ্‌—এদিকেই আস্‌ছে!

(পদ্মাক্ষী এবং তাহার সখী রাজার সম্মুখ দিয়া গমনকালে পদ্মাক্ষীর ওড়না বাতাসে উড়িয়া গেলো; রাজা তাহা ত্রস্তভাবে কুড়াইয়া দিলেন।)

পশু।—মহারাজ, অমনি সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেলুন!

রাজা।—সুন্দরি, তোমরা কে? তরুরাজি শোভিত এই নদীতটে বনদেবীর ন্যায় ভ্রমণ কর্‌ছো?

পশু।—মহারাজ, আগে দেখুন, ছায়া টায়া পড়েছে কিনা!

সখী।—আপনারা কে মশায়? পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

পশু।—খুব!—ইনি, রাজা বল্লালসেন, আর আমি ওঁর সখা। তুমি বোধ হয় এই সুন্দরীর সখী!

সখী।—আজ্ঞে, এই রকমই ত বোধ হয়!

পশু।—রাজচটক্! আমি সখা, তুমি সখী;—পাণিনীর মতে সখা পুংলিঙ্গ আর সখী স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব তোমায় আমায় মিল্‌তেই হবে। কেমন সখি, রাজি আছত!

সখী।—বেশ রসবোধ আছে যে দেখতে পাই!

রাজা।—সুন্দরি, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভায় চম্পক কুসুমকেও পরাজিত করেছো। পরিচয়-প্রদানে আমায় বাধিত করো। আমি রাজা—তোমার শরণাগত, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করো।

পদ্মা।—রাজন্, আমায় ওরূপ সম্বোধন কর্‌বেন না—আমি কুমারী।

পশু।—তোফা, তোফা, মহারাজের ইচ্ছাই যে, তুমি অন্ততঃ কুমারী হও।

পদ্মা।—রাজন্, আমার এবং আপনার বংশমধ্যে অনেক প্রভেদ। আমার জনক চর্ম্মকার—আমি আপনার বিবাহযোগ্যা নই।

রাজা।—চর্ম্মকার কন্যার এমন ভুবনভুলানো রূপ হয় না। হয়ত কোন চর্ম্মকার তোমায় প্রতিপালন করেছে। তুমি যে রাজকন্যা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমন সুন্দর মার্জ্জিত ভাষায় কোন্ চর্ম্মকারকন্যা কথা বলতে অভ্যস্ত! এ সংসারে এমন কাপুরুষ কে আছে যে, তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন হাতে পেয়ে পরিত্যাগ করে? সৎকুলোদ্ভবা হও আর নীচকুলোদ্ভবা হও, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী!—আমার সঙ্গে এসো, তোমায় প্রাসাদে লয়ে যাই।

পশু।—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি!"

পদ্মা।—মহারাজের অনুমান হয়ত মিথ্যা, নয়—আমি রাজকন্যা কি না আমি তা জানি না; তবে আমার জনক শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে আমায় শাস্ত্রাদি এবং সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিয়েছেন;—যাই হোক্, আপনি যদি বিধি পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে আমার পাণি গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন,—তবে আমাকে সঙ্গে লয়ে চলুন। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত আছি।

রাজা।—উত্তম্! যে হেতু তুমি আমার স্বয়ম্বরা, আমি তোমায় গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করলেম্। আজ্ হ'তে তুমি আমার জীবিতেশ্বরী—আর আমি তোমার পতি।

পশু।—"চালের বাতা ছেড়ে দাও। মন্দ লোক থাকো সরে যাও! উলু, উলু, উলু!" নাপিতের কাজটা ব্রাহ্মণের ছেলের দ্বারা হ'য়ে গেলো!

রাজা।—সুন্দরি, এখন বোধ হয় তোমার আর কোন আপত্তি নাই?—আমার সঙ্গে এসো, আমার অন্তপুরে গিয়ে আমার এবং আমার অন্তপুরবাসিনীদিগের স্বামিনী হও।

পশু।—পূর্ব্বেইত বলেছিলেম, মহারাজের মৈথুন,—থুরি, মিথুন রাশি; "ফলম্ স্ত্রীলাভ"—তা জ্যোতিষ কখনও মিথ্যা হয়! কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল!—সেটা বামুনের বরাত, মহারাজের দোষ কি!

রাজা।—সখা, তোমার জ্যোতিষও জানা আছে নাকি?

পশু।—একটু আধটু জানি বৈকি!

রাজা।—আচ্ছা বলো দেখি, এ বিবাহে আমি সুখী হবো কিনা?

পশু।—বল্‌তে পারি, কিন্তু—বোধ হয় মিল্‌বে না!—

রাজা।—আর বল্‌তে হবে না,—এখন এদের সঙ্গে করে নিয়ে প্রাসাদে যাও দেখি। নিকটেই গ্রাম; যাও—শীঘ্র একখানি শিবিকার অন্বেষণ করে নিয়ে এসো। আমি অশ্বারোহণে গমন ক'রে তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করবো।

পশু।—"পরহস্তগতং ধনম্"—তাতে আর কাজ কি মহারাজ! আপনি আপনার মহিষীকে কাঁধে করুন আর আমিও আমার সখীটিকে মাথায় করি। আসুন দুজনে এক সঙ্গে যাই।

রাজা।—পরিহাস করো না। শীঘ্র যাও।

পশু।—মহারাজের দেখছি যে—বিয়ে কর্‌লে আর ঘর চলে না!

(গমনোদ্যোগ।)

রাজা।—চলো, প্রিয়ে, আমরাও একটু ওদিকে গিয়ে অপেক্ষা করি।

পদ্মা।—মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে।

পশু।—মহারাজ, তবে নিবেদনটা শুনেই যাই।

রাজা।—বলো প্রিয়ে, তোমার কি ইচ্ছা।—আমি এখনই তা' সম্পাদন করবো।

পদ্মা।—এমন কিছুই নয়;—আমাদের কুল প্রথা এই, আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ ক'রে আমায় যথাবিধি বিবাহ করুন। আরো

যখন আমার পিতা মাতা জীবিত, তখন তাঁদের অমতে আমার কোন কার্য্য করা উচিত হয় না। তাঁদের অনুমতি লওয়া আমার একটা অন্যতম কর্ত্তব্য। আর বিবাহের পর কুলদেবতাকে প্রণাম করা নবদম্পতির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কর্‌তে আমি কিছুতেই রাজী নই।

রাজা।—বেশ, তাতে আমার কোন অমত নাই, আমি প্রস্তুত। কোথা তোমার পিত্রালয়?

পদ্মা।—এই ধবলেশ্বরীর পরপারে।

পশু।—ব্রাহ্মণি, এইবার বুঝি বা তোমার হাতের অক্ষয় নোয়া ক্ষয় হয়! এরই মধ্যে "পরপারে" যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে!

রাজা।—বয়স্য, তবে একখানি তরণীর অন্বেষণে গমন করো?

পদ্মা।—অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজের নৌকা আছে, আর আমরা বাইতেও জানি।

রাজা।—চলো প্রিয়ে, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

পশু।—দুর্গা, দুর্গা, চলুন মহারাজ!

(সকলে নদীতীরে আসিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন।)

রাজা।—সুন্দর এই নদী, এই বিহগ-কলতানমুখরিত সন্ধ্যা! সমস্ত দিনের কঠোর কর্ত্তব্যের পর দিনমণি যেন বিশ্রামলাভের নিমিত্ত অস্তাচলশিখরে ঢলে পড়্‌ছেন। এ সময় সখা, একটী গান গাও। তুমি বেশ গাইতে পার।

পশু।—বেশ! তবে শুনুন্।

"সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা
ওগো, তরুণি, বেয়ে চলো তরণী—
নাহিক বেলা।
নাচে পিছনে নিশি কালো জলে;
ঐ হের ধীরে ধীরে, বিহগ ফিরিছে নীড়ে—
সবে মিলে কুতুহলে;
তিমির আসিছে ঘিরে,—করোনা হেলা।
কোথায় আপনা ফেলে এসেছি কোথায়;
মনোমাঝে কার যেন ডাক্ শুনা যায়।
কোন্ সুদূর দেশে, জানিনা এসেছি ভেসে,
ধূ ধূ করে দুই পাশে বিজন বেলা।
(ঐ)—আধ আধ দেখা যায় কনক ভূমি,
সেথা কি গো তরী বেয়ে যাবে তুমি?
তব চঞ্চল আঁখি ঠারে, নিমিষে ভুলায়ে মোরে
নিয়ে যেতে পরপারে এনেছো ভেলা।"

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর ; দৃশ্য—রাজপ্রাসাদস্থকক্ষ ; কাল—রাত্রি।

রতন।

রতন।—আর চেপে রাখ্‌তে পারি না,—এ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আর চেপে রাখা যায় না! আজ একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে ছাড়্‌বো! রাজাকে ত দেখ্‌ছি না! একটু অন্তরালে গিয়ে অপেক্ষা করি, তিনি বোধ হয় এখনি আস্‌বেন।

(রতনের প্রস্থান।)

রাজা এবং পশুপতির প্রবেশ।

প।—মহারাজ, বিবাহ ত কল্লেন, যৌতুক কি পেলেন?

রা।—কৌতুক ক'রো না বয়স্য! আমি রাজা, আমায় যৌতুক দিবার ক্ষমতা তাদের কোথা! বিশেষ আমি উপযাচক হয়ে বিবাহ করতে গেছি!

প।—আর লুকোচ্ছেন কেন মহারাজ! ঐ যে নূতন জুতাজোড়াটা পায়ে দেখ্‌ছি।

রা।—হা, হা, বিবাহের সময় পরিয়ে দিয়েছিলো বটে, তবে ওটাও কি যৌতুকের মধ্যে!

প।—না হ'লেও, উপহার ত বটে! জুতারই কারবার কিনা! বেশ মোলায়েম আর বেশ উপাদেয়,—না মহারাজ?

রা।—জুতা উপাদেয় কি রকম্! জুতা কি খাবার জিনিস্!

প।—খাবার জিনিষ না হলেও সময়ে সময়ে খাওয়া চলে। এই দেখুন না—যারা আপনার এ বিবাহে নিন্দা কর্‌ছে তাদের দু' চার ঘা খাইয়ে দিলেই চুপ ক'রে যাবে।

রা।—তুমি কেবল পরিহাস নিয়েই থাক বৈত নয়! আচ্ছা প্রজারা কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে?

প।—তাতে আপনার কি আসে যায়! কিন্তু—

রা।—কিন্তু কি?

প।—আমি শুনলেম্ যুবরাজ লক্ষ্মণ এবিষয়ে দুঃখিত এবং লজ্জিত হয়েছেন।

রা।—কেন! লক্ষ্মণের দুঃখিত হবার কারণ কি? আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

প।—আপনার আবার অন্যায় কিসের! অমন সুন্দরী যুবতী পেলে যুবরাজ ছেড়ে দিতেন নাকি? আমার মতে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, কেননা নীচজাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ ক'রে সে জাতিটাকে উন্নতির পথে টেনে আন্‌বেন।—শাস্ত্রে আছে:—

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

এই হীন চর্ম্মকারকন্যা আপনার সহবাসে বিশিষ্টতাই লাভ কর্‌বে।

রা।—বয়স্য, তোমার যে শাস্ত্রও বেশ জানা আছে?

প।—তা না থাকলে রাজসখা হয়েছি।

রাজা।—সেবারও ঐ রকমের একটা ব্যাপার নিয়ে রাজ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হয়েছিলো, কিন্তু এ সকলের মানে কি ?

পণ্ড।—মানে এর অভিধানে পাওয়া যায় না ;—সেই জন্যই অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে, আর সেই জন্যই দেশের লোকগুলো বুঝতে না পেরে, একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেয়!

রাজা।—এরূপ বিবাহ ত শাস্ত্রসম্মত ?

পণ্ড।—নিশ্চয়,—শান্তনু রাজা নীচ দাসরাজ কন্যাকে তবে বিবাহ করেছিলেন কোন্ আইনে!

রাজা।—সখা তুমি ঠিক্ বলেছো।

পণ্ড।—আপনিও ঠিক্ করেছেন।

রাজা—কিন্তু প্রজারা——

পণ্ড।—ও সব কথায় কান্ দেবেন না মহারাজ! তাহ'লে রাজকার্য্য চালাতেই পার্‌বেন না। দিন কতক একটু গোলমাল চল্‌বে, তার পর সব চাপা পড়ে যাবে। ও সব কিছুই নয়—কেবল হিংসা—সঙ্কীর্ণ হৃদয় সব লোক! আচ্ছা মহারাজ, মহিষীকে একবার ছেড়ে দিয়ে দেখুন দেখি—কোন্ বেটা না নেয়!

রাজা।—প্রজাদের কথায় আমার তত বেশী ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার উপযুক্ত পুত্র লক্ষ্মণ—তাকে নিয়েই একটু ভাবনার কথা!

(একজন প্রহরীর প্রবেশ এবং অভিবাদন।)

প্রহ।—মহারাজ! যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের নিকট হ'তে পত্র নিয়ে এক দূত এসেছে।

রাজা।—আচ্ছা তাকে এখানে নিয়ে এসো!

পশু।—হঠাৎ পত্র ! গা টা যেন ছম্ ছম্ ক'রে উঠ্‌লো।

রাজা।—গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হওয়া অবধি লক্ষ্মণ আর বিক্রমপুরে আসেনি—তাই বোধহয় কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে থাক্‌বে !

দূতের প্রবেশ।

দূত।—(রাজাকে অভিবাদন করিয়া পত্র প্রদান)

রাজা।—আচ্ছা, তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা করো। (দূতের প্রস্থান) সখা, তুমি পত্রপাঠ করো ! দেখো লক্ষ্মণ কি লিখেছে।

পশু। যে আজ্ঞা। (পত্রপাঠ)—

"হে জল, আপনার শৈত্য এবং স্বচ্ছতাগুণ সহজ এবং স্বাভাবিক। আপনাকে স্পর্শ করিয়াই যখন লোকে পবিত্র হয়, তখন আপনার পাবনতার বিষয়ে কি স্তুতিবাদ করিব। আপনি লোকের জীবন। আপনি যদি স্বয়ং নীচগামী হন্ তাহা হইলে আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে ! অপবাদ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক উহার জনরবই মহদ্ব্যক্তির মহিমা বিনষ্ট করে ; যেমন অশেষ অন্ধকারনাশক যে সূর্য্য, তিনিও আশ্বিন মাসে কন্যাগমন করায় প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তুলা অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস উত্তীর্ণ হইলেও অগ্রহায়ণাদি মাসে, তাহারও সে তেজ থাকে না।"

পশু।—মহারাজ, চিঠিখানা একটু মিঠে কড়া রকমের হয়েছে—না ?

রাজা।—সখা, লক্ষ্মণ আমার পিতৃভক্ত পুত্র। সে যে এরূপ পত্র লিখ্‌বে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ! নিশ্চয়ই লক্ষ্মণের পিতৃভক্তির হ্রাস হয়েছে—নতুবা পিতৃনিন্দা সে নিজ মুখেই বা কর্‌বে কেন !—

অথবা আমারই ভুল! যেহেতু নদীগর্ভস্থ হাঙর কুমীরই নদীকে বেশী উৎপীড়িত করে।

পণ্ড।—"অমৃতম্ বালভাষিতম্।" ছেড়ে দিন্ মহারাজ!

রাজা।—হাঁ, তাতো ছেড়ে দিতেই হবে; তবে তাকে একটু চোখে চোখে রাখার প্রয়োজন হয়েছে।

পণ্ড।—তারই ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন!

রাজা।—সখা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি ইতিমধ্যে পত্রের উত্তর লিখে আনি!

(রাজার প্রস্থান।)

পণ্ড।—আমিও ততক্ষণ গলাটা একটু সেধে নি।—

গীত।

সুখই শুধু চাই কেন মা,
দুঃখ চাওয়া নয় কি ঠিক্?
বল্‌না তারা—তারা কি মা
এক নিয়মের দুটী দিক্!
কোথাও স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী
সুনীল সিন্ধু শুধু!
কোথাও মা আগ্নেয়-গিরি
মরুভূমি—ধূ—ধূ!
কোন্ নিয়মে হয় মা এমন।
—চেয়ে থাকি অনিমিক্!

ধ্বংস—কেন মন্দ বলি
বৃদ্ধি—কেন ভালো।
আঁধার কেন চাই না, আমি
ভালবাসি—আলো।
উৎসব কিম্বা ক্রন্দন—কাম্য
বলোনা হে দার্শনিক্!
এই কি তবে বিধির বিধান,
জন্ম মৃত্যু উভয় সমান্।
সাদা, কালো, সকলি চাই;
—বৃথা চিন্তা মানসিক্!

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা।—বয়স্য, দেখো দেখি কেমন হ'লো!

পণ্ড।—দিন্! আমি পড়ি, আপনি দেখুন ঠিক্ হয়েছে কিনা!

রাজা।—"তাপও অপগত হয় নাই; তৃষ্ণাও কম হয় নাই; শরীরের ধূলিরাশিও ধৌত হয় নাই এবং কন্দও স্বচ্ছন্দে ভক্ষিত হয় নাই, ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, হস্তী কর প্রসারিত করিতে না করিতে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার এবং কোলাহল করিয়া উঠিল। সুধাকরের কলঙ্কাপবাদ তাঁহার নিজ দোষাশ্রিত নহে, সে দোষ বিধাতারই; কিন্তু সে কলঙ্কে চন্দ্রের কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি কি সেই অত্রি মুনির সন্তান নন্? মহাদেব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না? তিনি কি অন্ধকার নষ্ট করিতে পারেন না? এবং তিনি কি জগতের উপরিভাগে অবস্থান করেন না?

পশু। এইবার গা মাফিক্ হয়েছে !

রাজা।—উত্তর না হয় হ'লো। কিন্তু এই কলঙ্ক নিবারণের উপায় কি বল দেখি !

পশু।—"ভূরি-ভোজনম্"।

রাজা।—মন্দ বলোনি ! আমি মনে করেছি একটা প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ করি, আর সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সৎশূদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করি ! ব্রাহ্মণদের বেশ রীতিমত দক্ষিণার ব্যবস্থা করলেই আমার বোধ হয় সব চাপা পড়ে যাবে !

পশু।—সে আর বল্‌তে মহারাজ ! এমন "হয়"কে "নয়" করতে আর দুটা জাত পাবেন না।

রাজা।—তবে তাই হোক্।—আর, লক্ষ্মণকে আমার কাছে দিনকতক রেখেদি—কিম্বা আমি নিজেই দিনকতক গৌড়ে গিয়ে থাকি। আমার সামনে থাক্‌লে লক্ষ্মণ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। হ'তে পারে তার পিতৃভক্তির হ্রাস হয়ে থাক্‌বে, তবুও—পিতা ব'লেত একটু চক্ষু লজ্জা ক'র্‌বে !—এই কে আছিস্ রে !

[প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন।]

প্রহ।—অনুমতি করুন, ভৃত্য উপস্থিত।

রাজা—লক্ষ্মণের নিকট হ'তে যে পত্র নিয়ে এসেছে, তাকে একবার এখানে ডেকে দে।

প্রহ।—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(প্রহরীর প্রস্থান্ এবং দূতের প্রবেশ।)

দূত।—(অভিবাদন করিয়া) আজ্ঞা করুন্ মহারাজ!

রাজা।—দেখো, তুমি এই পত্রোত্তর নিয়ে লক্ষ্মণকে দেবে।—আর তাকে বোলো, যে আমি সস্ত্রীক্ গৌড়ে যাত্রা কর্‌ছি;—বিশেষ প্রয়োজন আছে;—লক্ষ্মণকে আর বধূমাতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে।

দূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ। এখন বিদায় দিন্।

রাজা।—আচ্ছা এসো! (অভিবাদন করিয়া প্রস্থান্)

পশু।—মহারাজ, আমিও তবে এখন আসি, অনেকক্ষণ হ'লো ব্রাহ্মণীর অদর্শনে আমার গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

রাজা।—গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে কি রকম?

পশু।—কিঞ্চিৎ বচন সুধা পান করবার ইচ্ছা হয়েছে।

রাজা।—আচ্ছা তবে যেতে পারো।　　(প্রস্থান।)

আমিও অন্তঃপুরে যাই। দেখি প্রেয়সী কি কর্‌ছেন!

(প্রস্থানোদ্যোগ।)

(রতনের প্রবেশ)

রত।—যাবেন না মহারাজ!—যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন, একটা কথা শুনে যান্;—আমার একটা উপায় করে যান্।

রাজা।—কে তুমি এসময়ে এখানে!

রত।—চিন্‌তে পার্‌বেন না মহরাজ! সেদিনের কথা কি মনে পড়ে?

রাজা।—কে রতন! কি বল্‌ছো, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

রত।—আপনি না বুঝ্‌তে পারুন; সকলেই প্রায় বুঝে এলো!

রাজা।—কি ব্যাপার!—খুলেই বলো না?

রত।—যে কার্য্য করেছেন মহারাজ!—খুলে বল্‌বার কি কিছু রেখেছেন্!

রাজা।—বেশী বিরক্ত করো না! প্রকাশ ক'রে বলতে হয় বলো—না হয় আমি চল্‌লেম।

রত।—আমার চেহারা দেখে কি বুঝ্‌তে পারছেন না!—আমি গর্ভবতী!

রাজা।—তা বেশত!

রত।—তা বেশত! আমি দুঃখিনী, আপনার দাসী;—পতিহীনা নারী আমি! আমি গর্ভবতী! তা বেশত! একথা বল্‌তে একটু সঙ্কুচিত হলেন না—আশ্চর্য্য!

রাজা।—আমি কি কর্‌বো বলো?

রত।—কেন মহারাজ?—এর জন্য আপনি কি লোকের কাছে, সমাজের কাছে, ধর্ম্মের কাছে দায়ি নন্!—এ গর্ভ কি আপনার দ্বারা উৎপাদিত হয় নি?

রাজা।—তুমি কি বল্‌ছো!

রত।—মহারাজ, কামান্ধ হয়ে—লোক লজ্জার মাথা খেয়ে—ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত ক'রে—যে কর্ম্ম করেছেন—তা' স্বীকার করুন! অস্বীকার কর্‌বেন না! আমার গর্ভস্থ পুত্র-কন্যা আপনার সিংহাসনের দাবী কর্‌বে না!—স্বীকার করুন, ধর্ম্মের অপলাপ কর্‌বেন না! দাসীপুত্র চিরকালই দাস হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু তার একটা উপায় আপনাকে কর্‌তে হবে! আর, তা যদি না করেন, তা' হলে আমি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, আপনার

কলঙ্ক-কাহিনী নিজ মুখে রাষ্ট্র কর্‌বো—আপনার উন্নত মস্তক নত কর্‌বো!—এখন দেখুন—আপনি কোন্‌টা চান্?

রাজা।—রতন, যা হবার হয়ে গেছে,—রাগ ক'রো না—আর এ বিষয় নিয়ে তুমি গোল ক'রো না! তোমার এবং তোমার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য, আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে যাবো, যা'তে তারা চিরকাল সুখে থাক্‌বে,—আর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হবেন্, ততদিন তোমার নাম অক্ষয় অমর হয়ে থাক্‌বে!

রত।—কিন্তু কি উপায় কর্‌বেন মহারাজ?

রাজা।—শোনো বলি,—একথা কারও কাছে প্রকাশ ক'রো না; আমার সভাপণ্ডিত চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌম আছেন—জানো বোধ হয়? আমার বিচার-সভায়,—যে সভায় আমি কৌলিন্য প্রদান ক'র্‌বো—সেখানে তুমি তাঁকে এ বিষয়ের অপরাধী ক'রে আমার নিকট বিচার প্রার্থনা কর্‌বে।—আর আমিও ইতিমধ্যে তাঁকে অর্থ দিয়ে এ বিষয় স্বীকার ক'র্‌তে বাধ্য ক'র্‌বো এবং তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়াব!—ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অর্থলোভে অনায়াসেই স্বীকৃত হ'বে।—আর তুমি যে বিধবা, একথা প্রকাশ ক'রো না। আমি তোমায় কুমারী বলেই ঘোষণা কর্‌বো।

রত। কিন্তু,—

রাজা।—"কিন্তু" আর কিছুই নাই। আমি এখন চললেম্। যেরূপ আদেশ করলেম্,—তা' পালন করতে যেন ভুলো না!

(রাজার প্রস্থান।)

রত।—তাইত কি করলেম! কেনই বা এ বিষয়ে স্বীকৃত হলেম!—

কেন রাজার মতে মত দিলেম!—একেত রাজা আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার উপর এক নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশে উদ্যত! আমিই যত অনিষ্টের মূল! হায়! সেই সময়—সেই অশুভ মুহূর্ত্তে—যে সময়, সতীর চির-আরাধ্য মাথার মণি—সতীত্ব রত্ন হারালেম—কেন—তখন আত্মহত্যা করলেম না? যা হবার হয়ে গেছে।—দেখি, রাজার কথামত কাজ ক'রে যদি আপাতঃ লোকলজ্জার হাত এড়াতে পারি।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—পশুপতির দালান; কাল—দ্বিপ্রহর।

পশুপতির প্রবেশ।

পশু।—মায়া, মায়া, ও মায়া! আঃ মলো যা! গেল কোথা! বলি মায়া—ঘরে আছ?

মায়া।—(বাহিরে আসিয়া) কে বাবাঠাকুর নাকি? এঃ ছিঃ ছিঃ! (জিহ্বাকর্ত্তন) এখনও কি নাম ধ'রে ডাক্‌বার সাধ গেলো না! ছিঃ ছিঃ! আমি মনে করেছিলুম, সার্ব্বভৌম ঠাকুর ডাক্‌ছেন।

পশু।—দেখো মায়া! তোমার নামটা বদ্‌লে ফেল?

মায়া।—কেন?

পশু।—বড় অসুবিধা!

মায়া।—কিসের অসুবিধা ?

পশু।—একটু আদর ক'রে ডাক্‌বার !

মায়া।—কি রকম ?

পশু।—এই দেখো না, যুবরাজ লক্ষ্মণসেন তাঁর স্ত্রী "রেণুকাকে" আদর ক'রে 'রেণু' বলে ডাকেন !—শুধু যুবরাজ কেন ?—সকলেই ত স্ত্রীর নামটিকে সোহাগ ক'রে "ছোট খাট" ক'রে ডেকে থাকেন ! কিন্তু—

মায়া।—কিন্তু আবার কি ?—তুমিও না হয় ডেকো !

পশু।—ইচ্ছা ত হয়—তোমার যে রকম নাম,—ছোট কর্‌তে হ'লে পাছে সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে !

মায়া।—আর রসিকত'য় কাজ নেই,—রাজবাড়ীর নূতন কিছু খবর্ আছে ?

পশু।—আছে বই কি ! শোনো তবে—কানে কানে বলি।

মায়া।—না, না, অমনিই বলো না !

পশু।—না, না, এ সব গোপনীয় কথা, কানে কানে বলাই ভাল !—সরেই এসো না !

মায়া।—না, না, আমার ভারি সুড় সুড়ি পায় !

পশু।—ভাল বিপদ্—সরে এসো !

মায়া।—তুমি অমনি বলো - তুমি কান্ মলে দেবে !

পশু।—দূর্-হ'কৃগে ছাই ! তোমার কান্ মল্‌তে যাব কেন ?

মায়া।—কান্ কামড়াবে না ?

পশু।—না গো না !—তোমার কিছু কামড়াব না—এসো !

মায়া।—না আমি যাব না—অমনি বল্‌তে হয় বলো !

পশু।—কেউ এখানে নাইত ?

মায়া।—না—কেউ নেই।

পশু।—তবে শোনো ঃ—

রাজা যে যজ্ঞ কর্‌বেন—তা'তে কতকগুলি সুবর্ণনির্ম্মিত গাভী, ব্রাহ্মণদের দান কর্‌বেন। সেই গাভীদের পেটের ভিতর আল্‌তা-গোলা জল থাক্‌বে। সসিদ্রা ঠাকুর সেই গাভী নিয়ে শ্রীবিন্দ পহিনীর দোকানে বেচ্‌তে যাবে; স্বর্ণ পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন ঐ বণিক্, গাভীর পেটের ভিতর অন্য কোন ধাতু আছে কিনা জান্‌বার জন্য, লৌহ-শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেবে—অমনি সে সেই সময় চীৎকার ক'রে বল্‌বে "যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত গাভী জীবন-দান পেয়েছিল, এই স্বর্ণবণিক্ সেই গাভী ছেদন করেছে"—এই বণিক্ গোহত্যাকারী!

মায়া।—মতলব সাংঘাতিক!

পশু।—শোনো আরও আছে!

মায়া।—আরও—

পশু।—আর—রূপ, নৃপঞ্জয়ের দোকানে ঐ রকমের আর একটী গরু গচ্ছিত রাখ্‌বে—পরে ঐ বণিক্ সেই গাভী অপহরণ করেছে ব'লে রাজসভায় তার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা ক'রবে।

মায়া।—দেখো দিকিন্—এত গুলো কথা কি কানে কানে বলা হতো!

(নেপথ্যে)—পশুপতি ঠাকুর বাড়ী আছেন ?

পশু।—কে হে ?—(মায়ার প্রতি) তুমি একটু ভিতরে যাও !—(প্রস্থান) এসো বাড়ীর ভিতর এসো !

(সসিদ্রা এবং ক্রপের প্রবেশ।)

কি মনে ক'রে ?

সসি।—এই বেণেদের মুণ্ডপাত করতে যাচ্ছি—আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে গেলুম।

পশু।—আচ্ছা সসিদ্রা, তোমরা, শ্রীবিন্দ আর নৃপঞ্জয়ের সর্ব্বনাশে কেন উদ্যত বল দেখি ? তারা কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করেছে ?

সসি।—অনিষ্ট বোলে অনিষ্ট ! পৈতৃক সোণার হরগৌরি-মূর্ত্তি ভেঙ্গে ব্রাহ্মণীর চন্দ্রহার গড়িয়ে দিলুম, একেবারে পাকা সোণা ছিল !—আবার কিছুদিন পরে বেচ্তে গেলুম সেই জিনিস্—বেটা বল্লে কি না শত্করা ৪০৲ টাকা কম্ হবে ! শ্রীবিন্দ বেটা পাকা চোর !

পশু।—তোমারও যা' হয়—ঐ রকমের একটা কিছু মতলব আছে ! কি বল হে ক্রপ্ ?

ক্রপ্।—আরে সে কথা কেন বলেন ! মেয়ের বে দেবো ব'লে ১০০৲ টাকা ধার করেছিলেম—ঐ নৃপঞ্জয়ের কাছে। বেটা বল্লে, টাকা পেছু চার পয়সা সুদ্ লাগ্বে ! তখন টাকার দরকার—আর অত খতিয়ে দেখলেম না—তাতেই রাজী হলেম ; ভাবলেম, চার পয়সা এমন কি বেশী ! তার পরের বছরে টাকা শুধ্তে গেলেম, হিসেব ক'রে বেটা বল্লে কিনা ৭৫৲ টাকা সুদ্ হয়েছে ! আমিত একবারে অবাক্ !—১০০৲ টাকার ৭৫৲

টাকা সুদ্! কি ক'রব, তাই দিয়ে চলে এলেম্। আর ঐ রকম বছর বছর দিয়েই আস্‌ছি—আসল্ কিন্তু শোধ হ'ল না! এইবার বেটাকে জব্দ ক'রব। বেটা আমার কাছে ভারি সুদ খেয়েছে!

পশু।—উত্তম পরামর্শ এটেছ!

সসি।—রাজার হুকুম্,—আমরা কি কর্‌ব!

পশু।—হাঁ, তোমরা কি কর্‌বে!

ক্রপ্।—চল্লুম এখন—অনেক বেলা হ'ল।

পশু।—গৌড়ে যাবে না?

সসি।—কবে?

পশু।—কেন?—রাজা যে সস্ত্রীক গৌড় যাত্রা কর্‌ছেন;—পথে 'মহাস্থানে' উগ্রমাধব এবং ভগবতী দর্শন ক'রে যাবেন!

ক্রপ্। ভাল!—ভগবান দর্শন কর্‌বেন—তার তুল্য কি আর কাজ আছে!

পশু।—এই যে শাস্ত্রজ্ঞান আছে দেখ্‌ছি!

ক্রপ্।—একটু আলোচনা করা গেছ্‌লো বই কি!

পশু।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, "আলো" কিছুই পেলে না—ঐ "চোনাই" তোমাদের ভাগ্যে লাভ হয়েছে!

উভয়ে।—এখন আসি—নমস্কার!

পশু।—এসো—নমস্কার!

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়; দৃশ্য—উগ্রমাধব শিব এবং ভগবতীর মন্দির ; কাল—প্রত্যূষ।

মোহান্ত ধর্ম্মগিরি এবং তাঁহার শিষ্য পুণ্ডরীক।

ধর্ম্ম।—দেখো বৎস পুণ্ডরীক! কাল রাত্রে আমি এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি।

পুণ্ড।—কি স্বপ্ন, প্রভু!

ধর্ম্ম।—বৎস, স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ হ'লে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনও শিউরে ওঠে! যেন ভগবান শঙ্কর আর ভগবতী শঙ্করী আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন,—"বৎস, ধর্ম্মগিরি এ রাজ্যে আর থাকিস্ না! সকলে মিলে বদরিকাশ্রমে চ'লে যা! আমরাও আর এখানে থাক্‌বো না। এরাজ্যে পাপ প্রবেশ করেছে। হিন্দুর রাজ্যও আর বেশী দিন থাক্‌বে না—শীঘ্রই মুসলমানের আগমন হ'বে;—অতএব তোরা আগে চ'লে যা! তোদের গুরু সিংহগিরির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌গে। এতদিন আমাদের পূজা করেছিস্—আমরাও সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোদের মঙ্গলের নিমিত্ত তোদের এস্থান ত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌ছি। বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হ'য়ে আবার আমাদের পূজায় রত হ!

পুণ্ড।—প্রভু! তবে কি হ'বে?—উপায় কি?

ধর্ম্ম।—কেন, উপায় ত ভগবান্ স্বয়ং বলে দিয়েছেন্। তার জন্য আর ভাবনা কি?

পুণ্ড।—অপরাধ নেবেন না প্রভু! আমার বোধ হয় ওটা আপনার মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য!

ধর্ম্ম।—বৎস, এতদিন আমার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা আসে নাই—আজ কি দেশ ছেড়ে যাবার মায়ায়, মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত ব'লে মনকে প্রবোধ দিতে হবে!

পুণ্ড।—ক্ষমা ক'রবেন তাপসশ্রেষ্ঠ! আমারই ভ্রম হয়েছিলো; আপনার দুর্ব্বলতা ত কখনও লক্ষ্য করি নাই!

ধর্ম্ম।—বৎস, দুর্ব্বলতা মানুষমাত্রেরই আছে, তবে বেশী আর কম্! আমার যে দুর্ব্বলতা হ'তে পারে না, তা' তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? কত মহা-মহা মুনি-ঋষিদের দুর্ব্বলতার কথা শুনা যায়, আর তাঁদেব তুলনায় আমি ত কীটাণুকীট!

পুণ্ড।—আপনার এই মহতী দীনতাই জগতের শিক্ষার বিষয়।

ধর্ম্ম।—বৎস, বৃথা চাটুবাক্য প্রয়োগ কোরো না;—আমি বরং তা'তে অসন্তুষ্ট হ'বো।

পুণ্ড।—গুরুদেব, আমার জ্ঞানে যতদূর আপনাকে বুঝ্‌তে পেরেছি, তদনুযায়ী সত্য বলেছি,—বৃথা চাটুবাক্য প্রয়োগ করা আমার উদ্দেশ্য নয়!

ধর্ম্ম।—তোমার মঙ্গল হোক্! বৎস, এখন যাও, ভগবান এবং ভগবতীর পূজার নিমিত্ত ফলপুষ্পাদি এবং হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠাদির আহরণ ক'রে আন। দেখো যেন বিলম্ব ক'রো না। পূজার সময় অতীত হ'লে দেবতা অপ্রসন্ন হ'তে পারেন।

পুণ্ড।—যথা আজ্ঞা প্রভু!

(পুণ্ডরীকের প্রস্থান ও একজন রক্ষীর প্রবেশ।)

রক্ষী।—মোহান্ত মহারাজ, প্রণাম হই! মহারাজ বল্লালসেন বিপুল আয়োজনের সহিত ভগবান এবং ভগবতীর চরণবন্দনা ক'র্‌তে আস্‌ছেন।

ধর্ম্ম।—তাঁকে অনুচরবর্গের সহিত সসম্ভ্রমে এখানে আনয়ন কর!

রক্ষী।—যে আজ্ঞা—মোহান্ত মহারাজ। (প্রস্থান।)

(রাজা এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ)

রাজা।—প্রণাম হই মোহান্তবর!

ধর্ম্ম।—কল্যাণ হোক্ রাজন্! আপনার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকুক্। —রাজন্! অগ্রে ভগবান এবং ভগবতীর চরণ বন্দনা ক'রে তার পর আমায় প্রণাম করা উচিত ছিল!

রাজা।—ভগবান যখন নিজেই ব্রাহ্মণকে বাড়িয়েছেন—তখন কেমন ক'রে আমি আপনার অবমাননা করি! আজিও শ্রীহরি ব্রাহ্মণের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করেন।

ধর্ম্ম।—মঙ্গল হ'ক্ আপনার। কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে অকস্মাৎ আগমন?

রাজা।—দেবদর্শনে কি কখনও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসা উচিত?— অনেক দিন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকে দেখি নি, তাই একবার তাকে দেখ্‌তে, সস্ত্রীক গমন কর্‌ছি—মধ্যপথে দেবতাদর্শন ক'রে নিজেকে চরিতার্থ এবং ধন্য কর্‌বার জন্য আপনার এই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত।

ধর্ম্ম।—'সস্ত্রীক' বল্‌লেন যে! কৈ রাণী-মাকে ত সঙ্গে দেখ্‌ছি না!

রাজা।—তিনি এ সমস্ত আড়ম্বর ভালবাসেন না; তিনি বলেন, যখন দেবতাদর্শন কর্‌তে যাব, তখন পদব্রজেই যাওয়া উচিত, আর বনফুল দিয়েই মার পূজা করা বিধেয়—তিনি হেঁটে আস্‌ছেন ব'লে একটু বিলম্ব হ'বে।

ধর্ম্ম।—আর, আপনি সহধর্ম্মিণীকে ফেলে, যানারোহণে কেমন ক'রে এলেন্?

রাজা।—আমি তাঁকে বলেছিলেম্ "আমিও তোমার সঙ্গে পদব্রজেই যা'ব।" তাতে তিনি উত্তর কর্‌লেন "তা হ'লে রাজার পদমর্য্যাদার একটা বিশেষ ত্রুটি এবং হানি হয়!"

ধর্ম্ম।—মহারাজ, ভগবানের স্থানে রাজাও নাই আর ভিখারীও নাই—সকলেই সমান।

রাজা।—তা নিশ্চয়! আমি—

ধর্ম্ম।—এখন তবে আসুন—দেবদর্শনে জন্মসার্থক করুন—নিজেকে ধন্য ব'লে মনে করুন।—ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করুন মহারাজ! (রাজার তথাকরণ।)

রাজা।—বলদেব! কৈ—আমার সব পূজার উপকরণ?

বল।—এই যে মহারাজ! (পূজার উপকরণ প্রদান।)

রাজা।—মোহান্ত ঠাকুর, এই সুবর্ণছত্র ভগবান্ শঙ্করের, আর এই বলয়, কেয়ূর প্রভৃতি মা ভগবতীর নিমিত্ত এনেছি। আজ্ঞা করুন, আমার কুলপুরোহিত বলদেব ঠাকুর এই সমস্ত দেবতাকে উৎসর্গ করুন।

ধর্ম্ম।—বেশ! আমার তা'তে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

রাজা।—পুরোহিত মহাশয়, আপনি তবে দেবতাকে সমস্ত পরিয়ে দিন্!

(বলদেবের তথাকরণ।)

বল।—দেখুন মহারাজ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে! কি মনোহারিণী মূর্ত্তি! (ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের প্রণামকরণ।)

রাজা।—প্রণাম হই মোহান্তবর! এখন আসি।

ধর্ম্ম।—জয়োঽস্তু!

(রাজার প্রস্থান।)

বল।—ধর্ম্মগিরি ঠাকুর! আমায় পূজোপহারের অংশ প্রদান করুন!

ধর্ম্ম।—পূজোপহারের দ্রব্য আমরা কাহাকেও প্রদান করি না।

বল।—কেন? আমি রাজ-পুরোহিত—আমারই প্রাপ্য!

ধর্ম্ম।—দেবতাকে যে সমস্ত অলঙ্কার-পত্র দেওয়া হয়েছে, তা দেবতারই থাক্‌বে—ওতে কেউ হস্তক্ষেপ কর্‌বে না—তবে কি প্রকারে তোমাকে ঐ সব জিনিসের অংশ দেবো!

বল।—ওসব বুজ্‌রুকি রেখে দাও না বাবা! দেবে কি না বলো!

ধর্ম্ম।—পাপিষ্ঠ! তোর যা মুখে আসে তাই বলিস্!

বল।—ভয় দেখালে হচ্ছে না বাবা, আমরাও চলে যা'ব—আর সেবা-দাসীকে ডেকে গহনাগুলি পরিয়ে দেবে!—সেটি হবে না বাবা! দিয়ে দাও—চলে যাই; মিছে কেন বকাবকি কর?

ধর্ম্ম।—দূর্ হ' আমার সম্মুখ হ'তে!

বল।—দিলেই চলে যাই বাবা!

ধর্ম্ম।—এখনই দূর হও, নতুবা—

বল।—তবে রে বেটা চোর! ভণ্ডামি কর্‌বার আর জায়গা পাস্‌নি—বেটা একেবারে ডাকু!

ধর্ম্ম।—তবে রে পাজি, আমায় চোর বলা! (চপেটাঘাত)—এই কে আছিস্‌ রে,—এই মূর্খ বামুনটাকে গলা টিপে এখান হ'তে দূর করে দে!

(একজন রক্ষীর প্রবেশ এবং তথাকরণ।)

বল।—ছেড়ে দাও বাবা—বল্‌ছি, ছেড়ে দাও! এখনই কাপড় ময়লা হয়ে যাবে—এখনি দেবতা-স্থান অপবিত্র করে ফেল্‌বো।

রক্ষী।—চল্‌ বেটা চল্‌ (ধাক্কা মারিয়া)

বল।—ছেড়ে দাও বাবা এখনও বল্‌ছি—এখনও—টিপে আছি।

ধর্ম্ম।—সহজে না যায় প্রহার কর!

(রক্ষীর তথাকরণ।)

বল।—কে আছ, আমায় রক্ষা ক'রো। মেরে ফেল্লে—ব্রাহ্মণ-হত্যা হ'লো!

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

(রাজাকে দেখিয়া রক্ষীর বেগে পলায়ন।)

রাজা।—পুরোহিত ঠাকুর! কি হয়েছে আপনার? কে আপনার অবমাননা করেছে?

বল।—শুধু অপমান নয়, প্রহার পর্য্যন্ত, মহারাজ!

রাজা।—প্রহার করেছে! আপনাকে প্রহার করেছে! আপনি আমার কুলপুরোহিত, তা কি সে জানে না! কে নিজপদে নিজে

কুঠারাঘাত ক'রতে ব্যস্ত হ'য়েছে! বলুন, আমি এর প্রতিশোধ এইদণ্ডেই প্রদান ক'র্‌বো।

বল।—এই দুষ্ট ধর্ম্মগিরি!

রাজা।—মোহান্ত ধর্ম্মগিরি!

বল। - হাঁ মহারাজ—ঐ ভণ্ড।

রাজা।—কেন?

বল।—কেন—আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না! ঐ দুষ্ট আপনার নিন্দা কর্‌ছিলো, কত কুৎসা কর্‌ছিলো, তাই বারণ করেছিলেম্ ব'লে —

রাজা।—মোহান্তবর, আপনি ব্রাহ্মণ, সত্যের আদর্শ; আশা করি, সত্য ব'ল্‌তে আপনি কুণ্ঠিত হ'বেন না!

ধর্ম্ম।—ব্রাহ্মণ কখনও মিথ্যা ব'লে না!

রাজা।—আপনি কি বলদেব ঠাকুরকে অবমানিত এবং প্রহার করেছেন?

ধর্ম্ম।—করেছি।

রাজা।—জানেন্ আপনি—আমার পুরোহিতের অবমাননা ক'রে কতদূর গর্হিত কার্য্য ক'রেছেন? আর কেনই বা আপনি তাঁকে প্রহার করেছেন?

ধর্ম্ম।—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে বাধ্য নই!

রাজা।—কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমি দেশের রাজা,—আর তুমি ব্রাহ্মণ বোলে—তোমার অপরাধের কৈফিয়ৎ আমায় দিতে বাধ্য নও! (সেনাপতির প্রতি) রুদ্রনাগ! এই মোহান্তকে বন্দী

কর, আর বিচারের নিমিত্ত যথাসময়ে রাজসভায় প্রেরণ কোরো!

রুদ্র।—যথা-আজ্ঞা মহারাজ! (ধর্ম্মগিরির প্রতি)

ব্রাহ্মণ! রাজাজ্ঞায় তুমি বন্দী—আমার সঙ্গে এসো!

রাজা।—সহজে না যায়, বন্ধন করে নিয়ে যাও!

রুদ্র।—এসো ঠাকুর ভালয় ভালয়—নইলে আমি বন্ধন ক'র্‌তে বাধ্য হ'বো।

ধর্ম্ম।—ভগবন্! এতশীঘ্র যে তোমার স্বপ্নাদেশ ফল্‌বে, তা' জান্‌তেম্ না! এসো সেনাপতি, আমায় বন্ধন করো! আমি এস্থান হ'তে এক পাও নড়বো না;—এস্থান ভগবানের আশ্রম—ইহার উপর রাজার কোন অধিকার নাই।

রাজা।—বন্ধন কর রুদ্রনাগ; কি হেতু বিলম্ব কর্‌ছো!

রুদ্র।—তবে ঠাকুর আমার কোন দোষ নাই। (বন্ধনোদ্যোগ।)

ধর্ম্ম।—ভগবন্ রক্ষা করুন!—রক্ষা করুন। রাজ-আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ অবমানিত হচ্ছে! ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের উপায়!—ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করবেন্!

(বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ।—সত্য বলেছেন্ ধর্ম্মগিরি! ধর্ম্মই আজ আপনাকে রক্ষা কর্‌বেন। (সেনাপতির প্রতি) রুদ্রনাগ! নিরস্ত হও! ব্রাহ্মণকে বন্ধন কর্‌তে তোমার বক্ষঃ কি একবারও স্পন্দিত হ'ল না—হাত দু'খানি কি খ'সে পড়্‌লো না!

রুদ্র।—কে তুমি দুঃসাহসিক,—রাজকার্য্যে বাধা দাও?

লক্ষ্মণ।—তোমার যম!

রুদ্র।—কে যুবরাজ!—ক্ষমা কর্‌বেন্।

রাজা।—কে—লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—হাঁ পিতা, আমি—আপনার আশ্রিত পুত্র। পিতা, জিজ্ঞাসা করি, আপনি না রাজা? আপনি না ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—ধর্ম্মের প্রতিপালক! ধর্ম্মাসনে ব'সে আপনি না শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন করেন! আপনারই সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড পাপের অভিনয় হয়ে যাচ্ছে, তা' আপনি কেমন ক'রে দেখ্‌ছেন!

রাজা।—পুত্র, এ আমারই আজ্ঞা।—

লক্ষ্মণ।—আপনার আজ্ঞা! আশ্চর্য্য!—পিতা আশ্চর্য্য!

রাজা।—বন্দী করো ধর্ম্মগিরিকে—আমার আজ্ঞা।

(লক্ষ্মণের প্রতি) তুমি এখানে কি জন্য?

লক্ষ্মণ।—পিতাকে অধর্ম্মের হস্ত হ'তে রক্ষা কর্‌তে।—রুদ্রনাগ! নিরস্ত্র হও, নতুবা এই তরবারি তোমার রক্তপান ক'র্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রবে না।

রাজা।—লক্ষ্মণ, জানো—কার্ সাম্‌নে তুমি কথা বল্‌ছো!

লক্ষ্মণ।—জানি,—মহারাজ বল্লালসেনের সাম্‌নে—আর আমার পিতার সাম্‌নে!

রাজা।—তুমি জানো, এই দুর্ব্বৃত্ত মোহান্ত আমার পুরোহিত বলদেবের অবমাননা ক'রেছে!

লক্ষ্মণ।—মিথ্যা কথা!

রাজা।—লক্ষ্মণ, সাবধান! পুত্র ব'লে এখনও তোমার এ ঔদ্ধত্য ক্ষমা করছি। জানো—বল্লাল কাকেও ক্ষমা করে না!

লক্ষ্মণ।—পিতা—

রাজা।—(সেনাপতির প্রতি) রুদ্রনাগ, শীঘ্র বন্দী করো ভণ্ড মোহান্তকে।

(সেনাপতির তথাকরণোদ্যোগ।)

লক্ষ্মণ।—রুদ্রনাগ, সাবধান্! জানো তুমি—আমি গৌড়ের শাসনকর্ত্তা, এই প্রদেশ আমার অধীনে। আমি রাজার নামে, রাজ-প্রতিনিধির স্বরূপে, এই ব্রাহ্মণের মুক্তিবিধান করলেম্! সাধ্য থাকে, আমার কার্য্যে বাধা প্রদান করো!

রাজা।—আর রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে আমার আজ্ঞায় লক্ষ্মণ বন্দী। —সেনাপতি, শীঘ্র লক্ষ্মণকে বন্দী করো!

লক্ষ্মণ।—যান্ মোহান্ত ঠাকুর, আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি। আপনার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করতে পারবে না। এ অধর্ম্ম রাজ্য হ'তে চলে যান! (ধর্ম্মগিরির প্রস্থান।) আসুন সেনাপতি, বন্দী করুন আমাকে!

রাজা।—ধর ধর্ম্মগিরিকে। (ধরিবার উদ্যোগ।)

লক্ষ্মণ।—চুপ করে দাঁড়াও—এক পা যদি অগ্রসর হও—তা'হ'লে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

রাজা।—যাও রুদ্রনাগ—ধর ধর্ম্মগিরিকে!

লক্ষ্মণ।—নিরস্ত হও স্পর্দ্ধিত কুক্কুর!

রাজা।—সেনাপতি, এই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মণকে বন্দী ক'রে কারাগারে প্রেরণ কর।

লক্ষ্মণ।—বাঁধতে হ'বে না পিতা—আমি আপনিই যাচ্ছি!

রাজা।—কোন কথা শুনো না। চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে!—বন্দী করো?

(সেনাপতির তথা-করণোদ্যোগ।)

পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মা।—নিরস্ত হও সেনাপতি! কে তুমি সুন্দর যুবক?—সেনাপতি, এই সুকোমল করে বন্ধন ক'রতে আপনার কি একটুও কষ্ট বোধ হ'ল না! কে তুমি সৌম্য, কি অপরাধ করেছো? বলো আমায়—বলো, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার উপকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হ'বো না।

লক্ষ্মণ।—দেবি! আমি পিতার অধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা প্রদান করেছি,—আমি রাজদ্রোহী। আর আপনিই বা কেমন ক'রে আমায় উদ্ধার করবেন্!—আমি রাজাজ্ঞায় বন্দী,—মহারাজ আপনার কথা শুনবেন কেন?

পদ্মা।—পিতার অধর্ম্মকার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌লে পুত্র রাজদ্রোহী হয়, ত্যাতো ভাল বুঝ্‌তে পারলেম্ না যুবক!

লক্ষ্মণ।—দেবি, আমার পিতাই এদেশের রাজা।

পদ্মা।—তোমার পিতা এদেশের রাজা!—তবে কি তুমিই যুবরাজ লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—হাঁ মা, আমারই নাম লক্ষ্মণ। অপরাধ নেবেন না মা,—আপনার পরিচয় কি জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি?

পদ্মা।—আমি তোমার পিতার কনিষ্ঠা মহিষী।

লক্ষ্মণ।—মা, ক্ষমা ক'রবেন, পূর্ব্বে আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই— আপনার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক'রতে পারি নি।

পদ্মা।—ক্ষমা তোমায় পূর্ব্বেই করেছি। আর নূতন ক'রে কি ক্ষমা ক'রবো লক্ষ্মণ! মহারাজ!—আমি অনুনয় করছি, আপনি লক্ষ্মণকে ক্ষমা করুন! পিতাপুত্রে বৈর শোভা পায় না;— আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, চন্দনকাষ্ঠে চন্দনকাষ্ঠে ঘর্ষণ ক'রে যে অগ্নি উৎপাদিত হয়, তাহারও দাহিকাশক্তি থাকে।

রাজা।—লক্ষ্মণ! আমি তোমায় ক্ষমা ক'রলেম্। দেখো—ভবিষ্যতে আর কখনও অবাধ্য হ'য়ো না।

লক্ষ্মণ।—পিতা, আমিও একার্য্যের নিমিত্ত একান্ত দুঃখিত;—আশীর্ব্বাদ করুন, পিতৃভক্তি যেন আমার অবিচলিত থাকে।

রাজা।—যাও বৎস প্রাসাদে,—আমরা সকলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ।—আপনাদের অভ্যর্থনার নিমিত্তই আমি গমন করছিলেম।— আমার সঙ্গে আসুন—সসম্ভ্রমে আপনাদের গৌড়ের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাই!

রাজা।—এসো রাণি!

পদ্মা।—আপনি লক্ষ্মণের সঙ্গে অগ্রসর হোন্। আমি দেবতার পূজা করে পরে যা'ব।

রাজা।—তবে চলো বৎস, আমরাই অগ্রে গমন করি। তোমার মা' পরে আসছেন।

(পদ্মাক্ষী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

পদ্মাক্ষী।—ভগবান্ শঙ্কর, ভগবতী অন্নপূর্ণা! এ আবার তোমাদের কি ছলনা? তোমাদের অর্চ্চনা ক'র্তে এসে এ আবার কি পরীক্ষায় পড়লেম্! জানিনা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ব কি না! লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, তোমার ঐ ভুবন-ভুলান-মোহনরূপমাধুরী নিয়ে কেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালে? ভগবন্! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! আর এ দুস্তর পরীক্ষায় ফেলবেন না! আ মরি, কি সুন্দর মূর্ত্তি! প্রথম যৌবনের বিকাশে যেন রূপরাশি ফুটে বেরুচ্ছে। কি কর্লেম! কেনই বা এ মন্দিরে এসেছিলেম্! তা না হ'লে আমার এদশা ত উপস্থিত হ'তো না। লক্ষ্মণের বন্ধন মুক্ত করে দিলেম বটে, কিন্তু আমি —এ কি বন্ধনে জড়িত হ'লেম! ওঃ! তাকে যে পাবার নয়! বিরুদ্ধ সম্পর্ক!—আমি মা,—আর সে সন্তান! কোন্ সম্পর্কে আমি তার মা! আমি তাকে গর্ভে ধরি নাই—শৈশবে স্তন্য দি নাই!—তবে আমি তার কিসের মা!—না আর না, একবার মাকে ডেকে নি! বনফুলের মালায় মাকে সাজিয়ে দি! (তথাকরণ) একি! দেবতার গলায় মালা দিতে গিয়ে, মনে হ'ল যেন লক্ষ্মণের গলায় মালা দিলেম্! (প্রণাম করণ) তাইত! দেবতা প্রণাম কর্তে গিয়ে,—যেন লক্ষ্মণের পা জড়িয়ে ধর্লেম! ছিঃ ছিঃ আমি কর্ছি কি! যাক্, আর ভাবতে পারিনি! একবার তবে মাকে মনস্থির করে ডাকি;—

মা বরদে, ক্ষেমঙ্করি, প্রসন্না হও! তোমাদের পূজা ক'রতে এসেছিলেম্—পূজা ক'রেই চলে যাই;—তোমাদের চরণে সমস্ত

প্রবৃত্তির বলি দিয়ে ঘরে ফিরে যাই! আমার হারান মন আমায় ফিরিয়ে দাও মা!

গীত।

এসেছে তনয়া, দীর্ণ হৃদয়ে
দিতে—অঞ্জলি তব চরণে;
চাহ মা অভয়া, করুণ-নেত্রে
ধন্য হব মা ভুবনে।
নাহি মা আমার পূজার কুসুম,—
সুগন্ধ দীপ্ গুগ্গুল্ ধূম্—
নাহি ধূপ, ধূনা, স্রক্, চন্দন;
আছে শুধু জল নয়নে।
আর পথে যেতে তুলেছি কেবল
বনফুল মাগো ভরিয়ে আঁচল,
তা দিয়ে মালিকা করেছি রচনা,
ডালা—সাজায়ে রেখেছি যতনে!
তবু আছে আশা, আছে মা সাহস,
ব্যর্থ হবে না ভক্ত মানস,
তনয়ার দান হোক্‌না ক্ষুদ্র,—
জননী হাস্য-বদনে
লবেন তুলিয়া আশীষ করিয়া,
কামনা পূরিবে জীবনে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড় ; দৃশ্য—কৌলিন্য-সভা ; কাল—প্রত্যূষ।

রাজা, মন্ত্রী, লক্ষ্মণসেন এবং পশুপতি।

রাজা।—মন্ত্রি! অদ্যকার এই সভায় সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিমন্ত্রিত কর্‌বার আদেশ দিয়েছিলেম—তা' বোধ হয় সম্যক্ প্রতিপালিত হ'য়েছে।

মন্ত্রী।—মহারাজের আদেশ অবহেলা, আমি জ্ঞানে বোধ হয় কখনও করি নাই!

রাজা।—না, তা বল্‌ছি না;—তবে ব্রাহ্মণদের আস্‌বার এত বিলম্বের কারণ কি?

পশু।—এটা আর বুঝ্‌লেন না মহারাজ! হয়ত 'শ্রাদ্ধের' মরসুম পড়েছে—সকলে ফলার মার্‌তে গেছেন!

রাজা।—মন্ত্রি, যতক্ষণ না তাঁরা সমাগত হচ্ছেন, ততক্ষণ অন্য কার্য্যের আলোচনা হ'ক।

মন্ত্রী।—অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজ ত উপস্থিত কিছু নাই বলেই মনে হচ্ছে; তবে যজ্ঞের কিরূপ আয়োজন এবং কার প্রতি কিরূপ কার্য্যের ভারার্পণ কর্‌বেন সেইটাই না হয় স্থির কর্‌তে অনুমতি করুন!

রাজা।—বেশ, সেই প্রস্তাবই উত্তম। দেখুন মন্ত্রি, আপনি—হরদাস, বিষ্ণুদাস, দুর্গাসিংহ, কিশোর, শ্যাম ও ভীমসেনকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন! তারা যথাক্রমে অন্নাদির সংগ্রহ, যজ্ঞস্থল পতাকাদ্বারা সজ্জিত, মহাত্মা রাজন্যবর্গের নিমিত্ত পটমণ্ডপ প্রস্তুত, পাক্ ও পরিবেশনের জন্য শত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত, অন্তঃপুর-যোষাদের যজ্ঞস্থল-দর্শনোপযোগী গৃহ প্রস্তুত কর্‌বার ভার গ্রহণ করুক! আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সৎশূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন এবং বেদ্‌বিদ ব্রাহ্মণগণের বাসোপযুক্ত গৃহসকল প্রস্তুত কর্‌বার আজ্ঞা আপনি প্রদান করুন! কুমার লক্ষ্মণ কোথায়?

লক্ষ্মণ।—(অভিবাদন করিয়া) এই যে পিতা, আমি এখানেই আছি।

রাজা।—লক্ষ্মণ, তুমি বিক্রমপুরে যাও; পিতৃব্য সুখসেন এবং কুমার ধ্রুবকে যজ্ঞদর্শনের নিমন্ত্রণ ক'রে এসো; আর তাঁদের ব'লে এসো—যেন তাঁদের অন্তঃপুরিকাগণও আগমন করেন।

লক্ষ্মণ।—যথা আজ্ঞা, পিতা,—প্রণাম হই!

রাজা।—এসো বৎস (আলিঙ্গন।)

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

দেখুন মন্ত্রি! আর এক কার্য্য কর্‌বেন:—ভক্ষ্যভোজ্যের অধিকারে ভীমসেনকে; দানকার্য্যে দানাচার্য্যকে; লক্ষ্মণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের এবং শ্যাম ও কিশোরকে সৎশূদ্রদিগের অভ্যর্থনা এবং অন্যান্য কার্য্য কর্‌বার জন্য নিযুক্ত কর্‌বেন!

পশু।—আর অন্তঃপুর-মহিলাগণের অভ্যর্থনায় আমাকে—

মন্ত্রী।—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(ইতিমধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

সকলে।—মহারাজ বল্লালসেনের জয় হোক্!

রাজা।—(আসন পরিত্যাগ করিয়া) আসুন, আসুন, আজ আমি ধন্য! আপনারা আসন পরিগ্রহ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন! আপনাদের সব কুশল ত;—এত বিলম্বের কারণ কি?

একজন ব্রা।—মহারাজ, আপনি বিজ্ঞ; আপনি সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, আমরা ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের যে সমস্ত নিত্যকর্ম্মের বিধান আছে, সে সমস্ত শেষ না ক'রে কেমন ক'রে আস্‌তে পারি!

রাজা।—উত্তম্! বসুন্ আপনারা!

(আর একদল ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণগণ।—মহারাজের জয় হ'ক! আপনার রাজশ্রী বর্দ্ধিত হ'ক!

রাজা।—আসুন, আসুন, আপনারা আসন্ গ্রহণ ক'রে এ দাসকে চরিতার্থ করুন! আপনাদের সব মঙ্গল ত—এত বিলম্বের কারণ কি?

ব্রা-গণ।—মহারাজ, সন্ধ্যাগায়ত্রী এবং অন্যান্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে বিলম্ব হয়েছে।

রাজা।—উত্তম! মন্ত্রি, বেলা প্রায় আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হলো, এখনও আর কেহ উপস্থিত হলেন্ না! এখন কি করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী।—একটু অপেক্ষা করুন, যদি কেহ উপস্থিত হ'ন!

(আর একদল ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রা-গণ।—মহারাজের লক্ষ্মী অচলা হ'ক! জয়শ্রী এবং রাজশ্রী আপনাকে বেষ্টন ক'রে থাকুন! আপনার কীর্ত্তিসকল আপনাকে চির-দিন জীবিত রাখুক্! যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে ভগবান কুশলে রাখুন!

রাজা।—আসুন, আসুন, আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য—আপনাদের পাদস্পর্শে আমার ভবন পবিত্র হলো!

পণ্ড।—দেখ্‌লেন মহারাজ! সকলেই 'ফলারে' গিয়েছিলেন!

রাজা।—পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলি। আজ এই প্রকাশ্য রাজসভায় আপনাদিগকে কৌলিন্য-মর্য্যাদায় বিভূষিত কর্‌বার জন্য আপনা-দিগকে নিমন্ত্রণ করেছি। যাঁরা একপ্রহরমধ্যে সভাস্থ হয়েছেন, তাঁরা অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থাৎ "বংশজ"; যাঁরা দেড় প্রহরের মধ্যে এসেছেন তাঁরা "শোত্রিয়"; আর যাঁরা আড়াই প্রহরের মধ্যে সভায় সমাগত হয়েছেন তাঁদিগকে "মুখ্য কুলীন" নির্দ্ধারিত কর্‌লাম। আমার মতে—যাঁদের নিত্য-ক্রিয়াদি সম্পন্ন কর্‌তে—যত বেশী সময় ব্যয় হয়েছে, তাঁরা তত অধিক তপোনিষ্ঠ এবং সদাচারী এবং তাঁরাই নবলক্ষণ-সংযুক্ত। আরও আজ হ'তে আপনাদের কুল—কন্যাগত নিরূপিত হলো। ইহাতে বোধ হয় আপনাদের কোন আপত্তি নাই?

পণ্ড।—আর যাঁরা মোটেই এ সভায় উপস্থিত হ'ন্ নাই, তারা আজ হ'তে "সুকুলীন" হ'ল। কেমন্ মহারাজ! তাই নয়? কেননা

তাদের যপ তপ আর শেষই হলো না—তাই আস্‌তেও পার্‌লেন না,—আর সেইজন্যই তারা ততোধিক তপোনিষ্ঠ!

রাজা।—বয়স্য চুপ্‌ করো!

ব্রা-গণ।—মহারাজ-দত্ত সম্মানে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হলেম।

রাজা।—আর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ! আপনাদেরও আমি মর্য্যাদা দিতে অভিলাষ করি!

(একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলিলেন)

বৈ-ব্রা।—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনারাই না কনোজীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান! আপনাদেরই না পূর্ব্বপুরুষের মন্ত্রপূত সলিলে শুষ্ক গজারি বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়েছিল! সেত আর বেশী দিনের কথা নয়। এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর আপনাদেরই পিতামহ-গণকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত বঙ্গে আনয়ন করেন;—ব্রাহ্মণগণ, সে আর কত দিনের কথা!—এই অল্প দিনে আপনাদের সমাজের এমন কি অধঃপতন হয়েছে যে, আপনাদের মধ্যে কুলপ্রথা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন! ধিক্ আপনাদিগকে! মহারাজ! আমরা কৌলিন্য-মর্য্যাদার ভিখারী নই,—আমরা তা চাই না—আমরা বিদায় হই; আপনার মঙ্গল হ'ক!

প্রস্থান।

রাজা।—মন্ত্রি, বুঝেছেন!—এঁরা সুবর্ণ-বণিক্‌দের পক্ষপাতী, তাই আমার প্রস্তাবিত সম্মানে উপেক্ষা প্রদর্শন কর্‌লেন!

মন্ত্রী।—মহারাজ—যেতে দিন্‌!—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বিষয় কি ক'র্‌বেন?

রাজা।—আমার মনে আছে আদিদেব! রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসভায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আহ্বান ক'র্‌লে পাছে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হ'ন্, সেজন্য তাঁদিগকে আজকের সভায় নিমন্ত্রণ কর্‌বার আপনি আদেশ পান নাই। তাঁদের এবং আমার সমাজের যথাযোগ্য মর্য্যাদা আমি পরে প্রদান কর্‌বো।

মন্ত্রী।—আর ক্ষত্রিয়বর্ণ—কায়স্থদিগের—

রাজা।—তাঁদের কেহই আজকের সভায় উপস্থিত নাই। আর তাঁদিগকে নিমন্ত্রণও করা হয় নাই। তবুও আমি তাঁদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্রকে কৌলিন্য দান্ করলেম্; এবং দে, দত্ত, সেন, সিংহ, পালিত, কর, গুহ ও দাস প্রভৃতিকে মধ্যমশ্রেণীর কায়স্থ ব'লে নিরূপিত কর্‌লেম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ৭২ ঘর কায়স্থ—কায়স্থদিগের মধ্যে অপ্রধান। তাঁদের কুল—পুত্রগত নির্দ্ধারিত হ'ল।

মন্ত্রী।—আর বৈশ্যদিগের ?

রাজা।—বৈশ্যেরা একেই ত অহঙ্কারী—ধনগর্ব্বিত; তাদের মধ্যে কুলপ্রথা প্রবর্ত্তিত কর্‌লে তাদের 'সাম্‌লানো' দায় হ'বে। তাদের বিষয়ে আমি কিছুই কর্‌বো না। (ব্রাহ্মণদিগের প্রতি) ব্রাহ্মণগণ! আজ আপনারা আসুন, আপনাদের অনুমতি-ক্রমে আমি সভাভঙ্গ করি (প্রণামকরণ।)

ব্রা-গণ।—মহারাজের জয় হ'ক।

প্রস্থান।

সভাপণ্ডিত চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌম এবং রতনের প্রবেশ।

রত।—মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন! আমার একটা অভিযোগ আছে।

পশু।—অভিযোগ আছে ত এখানে কেন? বিচার-সভায় যেয়ো—এখানে শুধু কৌলিন্য বিতরণ হচ্ছে! চাও ত আঁচল পাতো!

রাজা।—বয়স্য, এ বিচার-সভা না হলেও বিচারপ্রার্থীকে বিমুখ করা রাজার উচিত নয়!

পশু।—তবে নিন্ শীঘ্ গির ক'রে—হরিণ-নয়নের জয় সর্ব্বত্রই!

রাজা।—তুমি কি চাও?

পশু।—হাতীশালের হাতী—ঘোড়াশালের ঘোড়া!

রত।—আমি আপনার অন্তঃপুরচারিকা!

রাজা।—তা জানি—

রত।—আমি কুমারী!

রাজা।—তুমি কুমারী, সে কথা আমি জানি,—এখন কি চাও বল?

পশু।—এমন বুড়ো-কুমারী আমার বাপ্ দাদা কখনও দেখেনি!

রত।—আপনার সভাপণ্ডিত চন্দ্রশেখর সার্ব্বভৌম মহাশয় আমাতে অবৈধরূপে আসক্ত এবং আমি গর্ভবতী; এখন উনি—

পশু।—নাই বা নিলেন উনি, আর একটা দেখে শুনে নাও না বাপু!

রত।—আচ্ছা পশুপতি ঠাকুর এটা কি ভাল?

পশু।—হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে দরকার কি বাপু?—ভালমন্দ ব'লবেন রাজা;—আমি ও-সবের কি বুঝি!

রত।—কেন গো, তুমি ত ব্রাহ্মণের ছেলে, একটা বিধান দিতে পারোনা ?

পশু।—লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমটা যখন করেছিলে, তখন কি ব্রাহ্মণের ছেলের কাছে বিধান নিতে এসেছিলে ?

রাজা।—চুপ কর বয়স্য। পণ্ডিত মহাশয়—একথা কি সত্য ?

পণ্ডি।—সত্য।

রাজা।—তবে কি নিমিত্ত আপনি অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ ক'রে, তাকে পরিত্যাগ ক'রতে কৃতসংকল্প হয়েছেন ?

পণ্ডি।—মহারাজ, আমার সংসার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই।

পশু।—পণ্ডিত মশায়—প্রেম কর্‌বার পূর্ব্বে কথাটা তলিয়ে বোঝা উচিত ছিল !

রাজা।—তা হ'ক্! আপনি এখন এই রতনকে বিবাহ করতে সম্মত আছেন কিনা ?

পণ্ডি।—মহারাজ, পূর্ব্বেইত বলেছি—আমার সংসার-প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই।

রাজা।—বিক্রমপুরের মধ্যে, একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ আপনাকে প্রদান করলেম্। আর আজ হ'তে ঐ গ্রামের নাম হবে "রতনপুর"। আপনার পুত্রপৌত্রেরা যথাক্রমে উহা ভোগ কর্‌তে থাক্‌বে। কেমন,—এখন আপনি সম্মত কিনা ?

পণ্ডি।—মহারাজ, আমার সন্তান-সন্ততিরা কোন্ সমাজভুক্ত হবে ?

পশু।—এখন মুখ্যু বামুন ত দেখিনি! সে কথা মহারাজ কি জানেন্! পণ্ডিত সণ্ডিত লোক—'মনু' দেখুন না ? "মনুসংহিতা"—বুঝেছেন ?

রাজা।—আপনি ত এখন বিবাহ করুন, তার পর এ বিষয়ের বিবেচনা করা যাবে। বিধিপূর্ব্বক বিবাহ ক'র্‌তে ত আপনার কোন অমত নাই ?

পণ্ডি।—আর আমার কোন আপত্তি নাই।

পশু।—আপত্তি আবার কি ? অমন একটা জুট্‌লে ত হয়!—আমার যেমন পাথর-চাপা কপাল!

রাজা।—তবে আসুন—প্রণাম হই!

পণ্ডি।—কল্যাণ হ'ক্!

প্রস্থান।

রাজা।—মন্ত্রি, অনেক বেলা হয়েছে। অদ্যকার সভা ভঙ্গ হ'ক্।

মন্ত্রী।—যথা-আজ্ঞা মহারাজ।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড় ; দৃশ্য—বনপথ ; কাল—সন্ধ্যা।

মোহান্ত ধর্ম্মগিরি এবং শিষ্য পুণ্ডরীক।

ধর্ম্ম।—বৎস পুণ্ডরীক, এখনও পাপাত্মা বল্লালের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করি নাই!

পুণ্ড।—না প্রভু, এখনও অনেক পথ বাকী।

ধর্ম্ম।—বৎস, এত অপমান—এত লাঞ্ছনা নিয়ে ভীরু মেষ-শাবকের মত চ'লে যা'ব! আমি কি ব্রাহ্মণ নই? ব্রাহ্মণের উগ্রতেজ কলিতে কি এমনই হীনপ্রভ হয়েছে? কখনই নয়! আমিই প্রমাণ কোরবো যে, ব্রাহ্মণের ধমনীতে ব্রহ্মতেজ এখনও গলিত স্বর্ণের ন্যায় পূর্ণভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি চাই প্রতি-হিংসা, প্রতিশোধ, প্রতিকার।

পুণ্ড।—গুরুদেব ক্ষমা করবেন্। আপনাকে উপদেশ দি, সে স্পর্দ্ধা আমি রাখি না ;—তবে আপনাকে সান্ত্বনা দিবার অধিকার বোধ হয় আমার আছে!

ধর্ম্ম।—কি বল্‌বে বৎস, নিঃসঙ্কোচে বলো।

পুণ্ড।—যোগীবর, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই,—কালপূর্ণ না হ'লে কাহারও বিনাশসাধন সম্ভবপর নয়! ভগবানও তাকে বিনষ্ট কর্‌তে পারেন না। তবে আপনি কেন প্রতিহিংসানলে বৃথা জর্জ্জরিত হচ্ছেন?

ধৰ্ম্ম।—সব বুঝি বৎস, তবুও একজন উপলক্ষ চাই! বল্লালকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্য বোধ হয় আমিই আদিষ্ট হয়েছি—আমার দ্বারাই সে কার্য্য সংসাধিত হবে।

পুণ্ড।—প্রভু, অপরাধ নেবেন না;—যখন জগতে এসেছেন, তখন জগতের সুখ দুঃখ আপনাকে ভোগ কর্‌তে হ'বে। শুধু আপনাকে নয়, আমাকে—জগতের সকলকেই—পার্থিব হর্ষ-বিষাদকে সমভাবে আলিঙ্গন করতে হবে।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করেছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রকেও বন-গমন করতে হয়েছিল। তাঁদের তুলনায় আমরা কত ক্ষুদ্র! আপনি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠধৰ্ম্ম।

ধৰ্ম্ম।—তুমি বালক;—তাই তুমি একথা বলছো। ব্রাহ্মণ কি শুধু সত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বেন? ব্রাহ্মণ তিন্‌গুণেরই আধার। শুধু কি তন্ত্র মন্ত্র, জপ্ তপে, নিজের—দেশের এবং জগতের কল্যাণ সম্যক্ সাধিত হয়? ব্রাহ্মণ কর্ম্মের অবতার—কর্ম্মের আদর্শ! যদি প্রয়োজন হয়, তবে ব্রাহ্মণের বাহু সমর-প্রাঙ্গণে অসি-চর্ম্ম ধারণ ক'র্‌তে উল্লসিত হবে; ব্রাহ্মণের পদদ্বয় সমর-তাণ্ডবে নৃত্য ক'র্‌তে থাক্‌বে। কোশা-কুশীর পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ সময়ে শাণিত কৃপাণ গ্রহণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবেন না; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নানের পরিবর্ত্তে শব-শোণিতে অবগাহন ক'র্‌তে ব্রাহ্মণ আপনাকে ধন্য বোলে মনে ক'র্‌বেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হয়েও এক-বিংশবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন; আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপ কুরুক্ষেত্রে

ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন ; নিজের জন্য, দেশের জন্য,—জগতের জন্য, ব্রাহ্মণ চিত্তকে চিন্তান্বিত ক'র্‌বেন ; তাঁর হৃদয়কে ধ্যানে নিমগ্ন ক'রবেন। অমঙ্গলের অন্তরায় দূরীকরণে ব্রাহ্মণ সততই ব্যস্ত, নির্ভীক, নির্ম্মম, এবং নিষ্কাম। এই তাঁর কর্ম্মের নিদর্শন। আজ বল্লাল—দেশের কল্যাণের অন্তরায়, আর আমিও ব্রাহ্মণ—আমারই উচিত বল্লালকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। বৎস, তীব্রপ্রতিহিংসানলে আমি অহোরাত্র পুড়্‌ছি ; আমিও যত দিন না বল্লালকে সেইরূপ দগ্ধ কর্‌তে পারি, ততদিন আমার কিছুতেই শান্তি নাই। পুণ্ডরীক, আমায় এ বিষয়ে তুমি সাহায্য কর! আমার তপ্ত শোণিতকে শীতল কোরে দিও না! আমায় উত্তেজিত কর! উত্তেজিত কর!

পুণ্ড।— মোহান্তবর, আপনি কি মনে করেছেন যে, এত অল্পদিনে আমি সে অপমান—সে নিগ্রহ ভুলে গেছি! তা'নয়—প্রভু, কুপিত হ'বেন না!—এতক্ষণ পরীক্ষা কর্‌ছিলেম, আপনি বল্লালকে ক্ষমা করেছেন কি না। হয়ত তার ধার্ম্মিক পুত্র লক্ষ্মণের মুখ চেয়ে তাকে উপেক্ষা করেছেন। আরও দেখ্‌ছিলেম যে,—যে অনল বল্লাল প্রজ্বলিত করেছে, তা' সমান তীব্রতেজে আপনার হৃদয়ে জ্বল্‌ছে কি না? এক দিনের জন্য ভাব্‌বেন না গুরুদেব, আমি নিশ্চিন্ত আছি! আমি ইতিমধ্যে প্রতিশোধের উপায় অনেকটা স্থির কোরে ফেলেছি। মুসলমানরাজ জজ বায়াডুম্বার গুপ্তচরের সহিত সাক্ষাতে জেনেছি যে, তিনি বিক্রমপুর আক্রমণ করতে চান্। আমিও তাঁকে সংবাদ পাঠিয়েছি যে

এবিষয়ে আমরাই তাঁর প্রধান সহায় হবো। মুসলমান্ ব'লে ঘৃণা করবেন না। জগতে যার দ্বারা যতটুকু পাওয়া যা'বে, তাকে দিয়ে ততটুকু করিয়ে নিতে হ'বে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে হবে। আমরা বনফলমূলাহারী তপস্বী; আমাদের দ্বারা এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার অনিষ্ট-সাধন কতদূর সম্ভবপর? আমার বোধ হয় কিছুই নয়! চলুন, আমরা সেই মুসলমানরাজ জজ বায়াতুম্বার শরণাপন্ন হই। যেমন করেই হোক্ এ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া চাই-ই।

ধর্ম্ম।—বৎস পুণ্ডরীক, এ সংবাদে আমায় যে কতদূর উৎসাহিত কর্‌লে, তা আমি প্রকাশ কর্‌তে পারছি না। তুমিই আমার একমাত্র উপযুক্ত শিষ্য। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হ'ক!

পুণ্ড।—আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বল্লালের ছিন্নমুণ্ড এনে আপনার চরণে উপহার দিতে পারি। যে দিন তা পারবো, সে দিন জান্‌বো—আমার ব্রত উদযাপন—আমার যৎকিঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণা প্রদান করা হলো।

ধর্ম্ম।—বৎস, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবি হও।

পুণ্ড।—তাপসশ্রেষ্ঠ! পাপের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি,—এখন দেখ্‌তে হ'বে—এর শেষ কোথায়! যে পথ আমরা আশ্রয় করেছি, যদিও তা ঘৃণার্হ, তবুও আমাদের সেই পথই অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। কি করবো—উপায় নাই! স্বয়ং বিশ্বামিত্রও এই পথ অবলম্বন ক'রেছিলেন;—যখন তিনিও এই ঘৃণিত পথ অবলম্বন ক'রে বশিষ্ঠ মুনিকে ক্লেশ দিতে কুণ্ঠিত হ'ন্ নি,

তখন 'অন্যে পরে কা কথা ?' ব্রাহ্মণের প্রতি এ অপমান, এ লাঞ্ছনা—অসহনীয়, অমার্জ্জনীয়! বল্লাল দেখুক্ যে, এ কলিতে, এ দুর্দ্দিনেও ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সিংহগিরির কৃপায় যে বল্লাল আজ এত উচ্চে, আবার ব্রাহ্মণের রোষানলে সেই বল্লালই ধ্বংস প্রাপ্ত হ'বে। যে ব্রাহ্মণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-প্রদানে লোকের মঙ্গলসাধনে সক্ষম, সেই ব্রাহ্মণই আবার আহুতিদানে যে কোন লোকের অনিষ্টকামনা কর্তে পারেন ;—যে প্রদীপ নিজ হস্তে প্রজ্বলিত করা যায়, তাহাই আবার ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করা দুঃসাধ্য নয়!

ধর্ম্ম।—বৎস, সেদিনকার কথা মনে হ'লে আজও আমার ধমনীতে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হ'তে থাকে,—আমার শিরাসকল স্ফীত হ'য়ে উঠে,—আমার মস্তকের কেশ সমূহ দণ্ডায়মান হয়! প্রতিহিংসানলে আজও আমার হৃদয় ঠিক সেই রূপ দহ্যমান্। বৎস! বিলম্ব আর সহ্য হয় না। চল, তোমার মুসলমানরাজ জজ বায়াদুম্বার সভায় উপস্থিত হই। বল্লালের বিপুল ধন সম্পত্তি এবং তাঁহার রাজ্যাধিকারের কথা তাঁহাকে শোনাই, যাতে তাঁর লালসা প্রবল হয়ে উঠে। এরূপ অসহায়, বৃত্তিহীন, অধিকার-বিচ্যুত হ'য়ে আর বনে বনে, নগরে নগরে, ঘুরে বেড়াতে পারি না। সেই দুঃসহ অবমাননার পাশবিক উৎ-পীড়নের তীব্রদংশন আমি সহ্য ক'রতে একান্ত অসমর্থ। আমার হৃদয় কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। অনেক দিন হলো—আজও অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হল না। ভগবান উগ্রমাধব!

তোমার পূজা কি এত দিন বৃথা ক'রলেম ?—অথবা তোমারই বা কি দোষ ?—কলিতে যে সমস্ত দেবদেবীই নিদ্রিত! তা, না হ'লে পৃথিবী আজও এত পাপ বহন ক'রবেন কেন ? পুণ্ডরীক! দেখ—কে এক জন স্ত্রীলোক উন্মাদিনীর মত এদিকে ধেয়ে আস্‌ছে না! এসো বৎস, আমরা একটু অন্তরালে যাই।

প্রস্থান।

(রতনের প্রবেশ)

রত।—নারীর সতীত্ব—যা ছেলেখেলার জিনিস্ নয় – পবিত্র, স্বর্গীয়, তা—আমি হারিয়েছি; পরিবর্ত্তে পেয়েছি কি না একখানা গ্রাম। তার আবার নাম হ'বে "রতনপুর,"—কি ভয়ানক! এ তো দান নয়! এ যে অপমান! আমার কলঙ্ক-কাহিনী আরও বেশী ক'রে প্রদীপ্ত ক'রে রাখ্‌বে ঐ গ্রাম। ভবিষ্যতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'বেন—ঐ গ্রামের নামের সঙ্গে জড়ান থাক্‌বে—আমার কলঙ্কের কথা! কেন আমি স্বীকার কর্‌লেম ? নিজের সর্ব্বনাশ ত হয়েছেই! কেন এক নিরীহ ব্রাহ্মণকে আমার কলঙ্কের অংশী ক'রে নরকের পথে টেনে আনলেম্!

ধর্ম্মগিরির পুনঃপ্রবেশ।

ধর্ম্ম।—কে তুমি সতি!

রত।—কে আপনি তপস্বি, আমায় সতী বোলে সম্বোধন ক'র্‌ছেন সাবধান! ও বিশেষণে আমায় অলঙ্কৃত করবার আর কাহারও অধিকার নাই। আমায় সতী ব'লে অভিহিত ক'রে সতীর গৌরবকে আর নিজের জিহ্বাকে কলুষিত কর্‌বেন না। আমি

আর সতী নই—আমি এখন সামান্য, অস্পৃশ্য, নীচ, বেশ্যাতুল্য—

ধর্ম্ম।—কেন মা, তোমার মনে এ অনুশোচনা ?

রত।—কেন এ অনুশোচনা ! আপনি ফলমূলাহারী তপস্বী, আপনি এর বুঝবেন কি ! যদি জানতে চান—তবে যান—নরকের পুরীষ-সম বল্লালকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন ! আমি নিজমুখে নিজের চরিত্র-হীনতার বিষয় বিবৃত করতে পারবো না।

ধর্ম্ম।— আর বলতে হ'বে না, মা, সমস্তই বুঝতে পেরেছি।

রত।—ঠাকুর—

ধর্ম্ম।—ক্ষান্ত হও বৎসে ! মা ধরিত্রি, এত পাপও অবাধে সহ্য করছো !

রত।—যোগীবর, নিকটেই কি আপনার আশ্রম ?

ধর্ম্ম।—না বৎসে, আমিও তোমার মত দুরাত্মা বল্লাল কর্ত্তৃক অপদস্থ, অবমানিত এবং রাজ্য হ'তে বিতাড়িত। আমার পরিচয় এই গৌড়ে, বোধ হয়, কারুর নিকট অবিদিত নাই। আমার নাম ধর্ম্মগিরি, আমি উগ্রমাধব শিবের মোহান্ত !

রত।—প্রভু ! আপনার অবমাননার বিষয় সমস্তই অবগত আছি। আপনিও কি আমার মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ ?

ধর্ম্ম।—হা বৎসে, আশা করি তুমি এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ ?

রত।— যোগীবর ! প্রস্তুত কি বলছেন ! আমি ত নিজেই এর জন্য অগ্রসর হয়েছি। তবে— এর ভিতরে আপনি এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে, নতুবা আমি আর কাহারও সাহায্য প্রার্থনা

করতেম না। জানেন ঠাকুর—রমণী একাধারে কল্যাণী—আবার বিষধরী ফণিনীর অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; যে নদীর করুণায় জগতের মঙ্গল সংসাধিত হয়, সেই নদীই আবার প্রবল বন্যায় দেশকে প্লাবিত ক'রে সমস্ত নষ্ট করে; যে বায়ু জগতের প্রাণ, সেই বায়ুই আবার ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে; যে মেঘ বারিবর্ষণে ধরিত্রীকে শীতল করে, সেই মেঘেই অশনি লুক্কায়িত থাকে। আমি চাই প্রতিহিংসা;—আসুন—আপনি আমার সঙ্গে; কিরূপে বল্লালের বিনাশসাধন অল্পায়াস-সাধ্য হয়, তার পরামর্শ করি।

ধর্ম্ম।—তবে এসো মা, আজ প্রকৃতি-পুরুষের সমন্বয়ে বল্লালকে ধ্বংস ক'রে ফেলি। তুমি দামিনীর ভয়ঙ্করী প্রভায় বল্লালকে শিহরে তোলো, আর আমি বজ্রের মত দুরাত্মার মস্তকে পতিত হই;—তুমি শনির মত দুর্ব্বৃত্তের পিছু পিছু ফের, আর আমি রাহুর মত তাকে গ্রাস করে ফেলি;—তুমি সমুদ্রের ঘনঘোর গর্জ্জনে বল্লালকে শঙ্কিত কর, আর আমি বাড়বাগ্নির মত তার সিংহাসনখানাকে ঘিরে ফেলি!—এসো নরকের বিভীষিকা-সকল, এসো—আমাদের সহায় হও! এসো দানবী শক্তিসকল, সকলে মিলিত হ'য়ে আমাদের সাহায্য কর। দেখ্‌বে—বল্লালের সিংহাসনের উপর দিয়ে শৃগাল দৌড়ে যাচ্ছে, চন্দ্রাতপে চামচিকে, বাদুড় ঝুল্‌ছে, আর শুন্‌বে—তার সুবর্ণ-ছত্রের উপর পেচক বিকট চীৎকার কর্‌ছে। উঃ কি অপমান! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

রত।—তবে আসুন—আমরা বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হই। বল্লাল শীঘ্রই বিক্রমপুরের রাজধানীতে উপস্থিত হবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়; দৃশ্য—রাজপথ; কাল—অপরাহ্ণ।

শ্যাম এবং কিশোর।

কিশো।—রাজার যজ্ঞ ত এক প্রকার শেষ হ'ল। বাকী কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সৎশূদ্র এবং আত্মীয়-ভোজন। এখন বাড়ী যাবার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেল। অনেক দিন হ'ল দেশের কোন সংবাদই নাই।

শ্যাম।—এত ব্যস্ত কেন? একটু অপেক্ষা কর। আর একটা কাজ আছে, সেটা সেরে নি!

কিশো।—তোমার আর কাজের শেষ নাই! আবার এর মধ্যে কি কাজ এসে পোড়্‌লো!

শ্যাম।—আমরা যে ক্ষত্রিয়, সেটা এবার প্রমাণ ক'রে নেবো।

কিশো।—বাতুলতা! তোমার এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়!

শ্যাম।—পাগলামি কিসে দেখ্‌লে?

কিশো।—ব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ কোর্‌তে গেলে উপহাসাস্পদ্ হ'ন্, তেমনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টাও বাতুলতা!

শ্যাম।— কেন ?

কিশো।—আমরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ সে কথা কেহই অস্বীকার করেন না। অধিকন্তু, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ কোর্‌তে গেলে লোকে বুঝ্‌বে যে আমরা কোনকালে ক্ষত্রিয় ছিলেম না, কেবল গায়ের জোরে সেটা প্রমাণ কোর্‌তে চাই।

শ্যাম।—কিন্তু এখন যে আমরা শূদ্রভাবাপন্ন, সেটা কি ভেবেছো ?

কিশো।—তাতে হয়েছে কি ! সে ত কেবল পরশুরামের অত্যাচারে—সে কথা কে না জানে !

শ্যাম।—তা বটে ! তবে একবার রাজার মুখ দিয়ে বলিয়ে সেটা দৃঢ় ক'রে নেবো মনে কর্‌ছি।

কিশো।—কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছো,—না অমনি ?

শ্যাম—প্রমাণ আবার কি ! কেবল কথার "মার-প্যাঁচ"।

কিশো।—কথার "মার-প্যাঁচ"—কথাটা ভাল বুঝতে পার্‌লেম না !

শ্যাম।—শোন তবে ;—সকলেই জানেন মহারাজ আদিশূর বঙ্গে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন—আর তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থ এসেছিলেন—তাঁদের "সেবার্থে।"

কিশো।—তাতে কি হয়েছে !

শ্যাম।—আমরা এখন ব'লবো যে, পাঁচজন ব্রাহ্মণের "রক্ষার্থে"—"সেবার্থে" নয়—পাঁচজন ভৃত্য সঙ্গে এসেছিলো।

কিশো।—তাতে কি হ'ল ?

শ্যাম।—তাতে হ'ল এই যে, "রক্ষা" কার্য্য ত আর যার তার—ধর্ম্ম নয়

"রক্ষা"-কার্য্য সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম;—অতএব যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ক্ষত্রিয়;—আর আমরা তাঁদের বংশধর—আমরাও ক্ষত্রিয়।

কিশো।—তার চেয়ে বল না যে বঙ্গে পাঁচজন ক্ষত্রিয় এসেছিলেন আর তাঁদের 'রসুয়ে'বামুন হ'য় পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিল।

শ্যাম।—না হে তা হ'লে ইতিহাস লোপ করা হয়।

কিশো।—আচ্ছা না হয় ওটা খাট্‌লো না। কিন্তু তুমি যে বল্লে "পাঁচজন ব্রাহ্মণের 'রক্ষার্থে' পাঁচজন ভৃত্য এসেছিল"। এখন 'রক্ষা' এই বাক্যের 'মার-পাঁচে' নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রমাণ ক'র্‌তে চাও; কিন্তু ঐ 'ভৃত্য' শব্দটি এর সঙ্গে যে একেবারে অসঙ্গত হয়ে পড়্‌ছে!

শ্যাম।—না এ বিষয়ে তোমার মাথা একবারেই নাই! এটাও বুঝ্‌তে পার্‌লে না! এটাও ঐ রকম।

কিশো।—কি রকম!—একটু তরল ক'রে বুঝিয়ে দাও নাহে?

শ্যাম।—ঐ যে বল্‌লেম্ না—যে ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে—কি না ধর্ম্মের রক্ষার্থে। ব্রাহ্মণই ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—এটা শাস্ত্রবাক্য, তা বোধ হয় জানো? তখন সেই ধর্ম্মের রক্ষার্থে সকলেই ভৃত্য হ'তে পারেন,—তা ব্রাহ্মণই কি, ক্ষত্রিয়ই কি, আর বৈশ্যই বা কি!

কিশো।—তা যেন হ'ল; কিন্তু আমরা যে চিরকালই দাসত্ব ক'রে আস্‌ছি, তার কি! দাসত্ব ত আর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়!

শ্যাম।—কেন? এই ত তুমিই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বল্‌লে যে সেটা ভার্গবের

অমানুষিক অত্যাচারে! সে যা হ'ক তারও একটা কাটান-মন্ত্র ঠাউরেছি ভাবনা কি!

কিশো।—কি রকম্!

শ্যাম।—তা বল্‌লেই হ'বে যে বাংলায় ত আর ক্ষত্রিয় রাজা নাই—সেইজন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কিছু না থাকায়, আমরা এখন অসি-জীবি নয়—এখন আমরা মসিজীবি।

কিশো।—ওটাও কি তোমার কথার 'মার-প্যাঁচ'?

শ্যাম।—তা নাত কি!

কিশো।—তা হ'লে নিজেদেরই ঠক্‌তে হ'বে।

শ্যাম।—কিসে?

কিশো।—এই যারা—তুলো ধোনে—তারাও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করবে!

শ্যাম।—কেমন ক'রে?

কিশো।—তোমারই ঐ কথার 'মার-প্যাঁচে"।

শ্যাম।—কি রকম?

কিশো।—তারাও বল্‌বে যে, "দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকায় চর্ম্ম বর্ম্ম ছেড়ে এখন আমরা তুলো ধুন্‌তে আরম্ভ করেছি"।

শ্যাম।—ধুনুরির সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের সামঞ্জস্য কোথায়?

কিশো।—এইটুকু বুঝ্‌তে পারলে না হে! এই না ভারি "কালোয়াৎ!"

শ্যাম।—কি খুলেই বলনা ভাই?

কিশো।—ধুনুরিরা বল্‌বে যে, 'পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্ম ছিল যুদ্ধ—আর যুদ্ধের উপকরণ ছিল তীর, ধনু, ছিলা ইত্যাদি। এখন যুদ্ধ-"টুদ্ধ" না থাকায় তাই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে একটু কেটে ছেটে ধনুখান্‌কে

ধোন্‌বার যন্ত্র, বাণ্‌টাকে ধোনবার কাটি, ছিলাকে তাঁত, আর তূণ ত তুলোর বস্তা—কাঁধে চাপানই আছে—উপরন্তু "ধানুকি" এই কথাটি কালে "ধুনুরিতে" পরিণত হয়েছে। এখন্ বুঝ্‌লে—আমাদের চেয়ে এদের সামঞ্জস্য বেশী।

শ্যাম।—তাই ত হে তুমি যে ভাবিয়ে দিলে! আরো একটা অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করেছিলেম।

কিশো।—কি—বোলেই ফেল না।

শ্যাম।—বোল্‌বো কি,—তুমি যে একেবারে বসিয়ে দিলে, যাক্! শোন বলি; এই ধর বিশ্বা'মিত্র' ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন—আর কায়স্থের মধ্যেও 'মিত্র' পদবী রয়েছে,—অতএব কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

কিশো।—ভায়া, কায়স্থ—ক্ষত্রিয়, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ,—এর আর প্রমাণের আবশ্যক করে না;—তাই বল্‌ছি ভায়া, ও-সব বুজরুকি টুজ-রুকি সব ছেড়ে দাও; আর যদি না ছাড়—তবে বামুনদের মত তোমাদেরও ঠক্‌তে হ'বে।

শ্যাম।—কিসে?

কিশো।—ঐ ধুনুরিদের সঙ্গে পুত্রকন্যার আদান-প্রদান ক'রতে হ'বে।

শ্যাম।—আর বামুনদের মত কি বল্‌লে?

কিশো।—রাজা ত বামুনদের কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রদান ক'রলেন;—আর ক'র্‌লেন কিনা কন্যাগত কুল,—এতে ক'রে ভবিষ্যতে কি হ'বে তা জান?

শ্যাম।—কি হবে?

কিশো।—মেয়ে ত কুলীনেই সম্প্রদান ক'র্‌তে হ'বে ;—প্রথম প্রথম তত কিছু বোঝা যাবে না ;—কিছুকাল পরে যখন কুলীনকুমার দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠ্‌বে—তখন হয়ত এক গৃহস্থের চার পাঁচ কন্যাকেই এক বৃদ্ধ কুলীনের করে সম্প্রদান ক'র্‌তে হ'বে ;—আর যদি ঐ কন্যাদের অবিবাহিতা মাসী থাকে, তাকেও হয়-ত বাধ্য হয়ে তারই হাতে তুলে দিতে হ'বে ;—এখন বুঝ্‌লে, সম্পর্কটা কিরূপ হ'য়ে দাঁড়ালো !

শ্যাম।—তাতে আর হয়েছে কি ?

কিশো।—এই বলি শোন না ; হয়ত সেই কুলীনপুত্রই আরও এমন গোটা-পঞ্চাশেক্‌ বিয়ে ক'রে রেখেছেন। এত বিয়ে করেছেন যে তাঁর মনেই নাই যে, অমুকের বাড়ীতে তিনি নিজে বিয়ে করে-ছেন—কি পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন ! এখন বোঝ ভায়া, এত গুলি স্ত্রীর তিনি কি ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা করেন, একে ত—বৃদ্ধ !

শ্যাম।—ধর্ম্মই তাঁদের ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌বেন, আর যাঁদের ধর্ম্ম—তাঁরাই তা' রক্ষা ক'র্‌বেন।

কিশো।—তাই বল্‌ছিলেম ভায়া, "খালকেটে কুমীর ঘরে এনো না"। বামুনরা ষাঁড় পেতে কৌলিন্য গ্রহণ করেছেন,—পরে এর ফল ভুগ্‌বেন তাঁরাই। প্রমাণ ক'রে—গায়ের জোরে ক্ষত্রিয় হ'তে গেলে—পরে আমাদেরই ভুগ্‌তে হবে। সত্য—চিরকালই সত্য। যাহা সত্য—ধ্রুব, তার রোধ কর্‌বার ক্ষমতা কারো নাই। আমরা শূদ্রভাবাপন্ন,—তা হলেমই বা। এতেও ত আমাদের মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট আছে। বিশেষ এটা তুমি জেনে রেখো যে, যে জাতির

মধ্যে শতকরা ৫০জন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দানী লোকসকল বিদ্যমান—সে জাতি কথনও নিকৃষ্ট শূদ্রজাতি হ'তেই পারে না—একথা কেউ বিশ্বাস ক'রবে না।

শ্যাম।—যা বলেছো ভায়া, আর "বুজ্রুকি" "ভণ্ডামি"তে কাজ নাই। এখন চল—ঘরের ছেলে ঘরে যাবার চেষ্টা দেখিগে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—সুবর্ণগ্রাম ; দৃশ্য—সঙ্কোট দুর্গ—বল্লভানন্দের বাসভবন ; কাল—প্রত্যূষ।

বল্লভানন্দ।

(বল্লভানন্দ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গীতা পাঠ করিতেছেন।)

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

(কমলকুমারের প্রবেশ।)

কমল।—এই যে দাদা মহাশয়! কেমন আছেন? প্রণাম!

বল্লভ।—কে কমল! এসো দাদা এসো। বোসো ভাই। কেমন আছ দাদা? মা ভাল আছেন? বাবা ভাল আছেন?

কমল।—আপনার আশীর্ব্বাদে তাঁরা সকলেই কুশলে আছেন।

বল্লভ। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমাদের সুখী দেখে ম'র্তে পার্লেই আমার সুখ ; আমার আর কে আছে দাদা! কই,

মা ত আমায় দে'খ্‌তে এলো না! অনেক দিন হ'ল, মা অরুণাকে দেখিনি! হাঁ দাদা, মা কি আমায় আর মনেও করে না?

কমল।—না দাদা মহাশয়! মা প্রত্যহই আপনাকে স্মরণ করেন। তিনি নিজে আস্‌তে পারেন নি ব'লেই আপনার সংবাদ নেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। হাঁ দাদামশায়! আস্‌তে আস্‌তে পথে যা' শুন্‌লেম, সে সমস্ত কি সত্য?

বল্লভ।—কি শুনেছো ভাই?

কমল।—মহারাজ বল্লালসেন নাকি ছলনা ক'রে সমগ্র বণিক্‌জাতির পাতিত্যবিধান ক'রেছেন? আরও শুনলেম যে, রাজার যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত স্বর্ণগাভী ছেদন ও অপহরণ করার অপরাধে শ্রীবিন্দ আর নৃপঞ্জয়কে নৃচক্ষুর বিচারালয়ে দণ্ডিত হ'তে হয়েছে? আর এই কপটতাসাধনে সসিদ্রা এবং ক্রপ্‌ নামক কে দু'জন ব্রাহ্মণ নাকি সহায়তা ক'রেছেন্‌?

বল্লভ।—হাঁ দাদা, এই রকমই ত আমিও শুনেছি! কিন্তু আসল ব্যাপার জানবার জন্য গৌড়ে যাওয়ার একবার প্রয়োজন হয়েছে।

কমল।—যজ্ঞের নিমন্ত্রণ খেতে নাকি?

বল্লভ।—হাঁ তাও বটে; আর ভিতরের ব্যাপারটা কি, তাও জান্‌তে পারা যাবে।

কমল।—আচ্ছা দাদামশায়, একজনের অপরাধের জন্য—ব্যক্তিগত দোষের জন্য একটা সমগ্র জাতির পাতিত্যবিধান কোন্‌ শাস্ত্রসম্মত? একজনের অপরাধের জন্য, ভবিষ্যতে যত দিন

চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'বেন, ততদিনই সেই জাতি লোকচক্ষে হেয় হ'য়ে থাক্‌বে, এটাই বা কোন্ ন্যায়-যুক্তি-সঙ্গত? তার উপর অপরাধের কারণ ত সমস্তই কাল্পনিক! স্বর্ণগাভী কি কখনও জীবন প্রাপ্ত হয়! দাদামশায়, এ অপমান সহ্য ক'রে—কেমন ক'রেই বা আপনি এদেশে বাস ক'র্‌বেন? দাদামশায়, আপনাকে বল্‌তে পারি না, যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে আসেন, তবে মগধের রাজপ্রাসাদে বহুসম্মানের সহিত থাক্‌তে পারেন। আর আমরাও আপনার মত সহৃদয় বন্ধু এবং উপদেষ্টালাভে আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ ব'লে মনে ক'র্‌বো। অথবা, দাদামশায়! একবার মাত্র আজ্ঞা দিন, আপনার এক সঙ্কেতে, এক ইঙ্গিতে, একটিমাত্র কটাক্ষে মগধের পঞ্চসহস্র তীক্ষ্ণতরবারি সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হয়ে উঠুক্! দাদা-মশায়, আপনার এ অপমানের প্রতিশোধের জন্য—আপনার সমগ্র জাতির প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য—মগধের সমস্ত রাজশক্তি ব্যয়িত হ'লেও আমি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব'লে মনে ক'র্‌বো না। মগধের অবনতির অবস্থা হ'লেও এখনও আমার এক তূর্য্যধ্বনিতে পঞ্চ-সহস্র কেন,—পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যবল প্রবল বন্যার মত ধাবিত হ'য়ে—বিক্রমপুরের বিক্রম বিলুপ্ত ক'রে—পদ্মার অতলগর্ভে তাকে নিক্ষেপ ক'র্‌তে পারে। এখনও আমার পিতা মগধেশ্বর জীবিত! এখনও মগধের যুবরাজ কমলকুমার মরেনি! এখনও মগধের যশঃগৌরব অক্ষুণ্ণ!

বল্লভ।—দাদা, দাদা, কমল! উত্তেজিত হয়ো না, ঠাণ্ডা হও! কার্ বিরুদ্ধে তুমি অস্ত্রধারণ ক'র্তে উদ্যত? বল্লালের! কমল, বল্লাল কি আমার পর? বল্লাল আমার আপনার লোক; আমার বন্ধু, আমার দেশের লোক, আমার রাজা, আমার দেবতা, আমার পিতাস্বরূপ! কমল, আমরা হিন্দু—হিন্দু চিরকালই এই ভাবে তাঁদের রাজাকে দেখ্তে অভ্যস্ত! ভাই, আমি সমস্ত ত্যাগ ক'রতে পারি, আমার মানসম্ভ্রম সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি; কিন্তু আমার রাজাকে—আমার দেশকে ত্যাগ করতে পারি না। আর আমার যাওয়াতেই বা কি আসে যায়! আমার সমস্ত জাতি ত যেতে পার্বে না! না কমল, আমায় তুমি প্রলুব্ধ ক'রো না; ভাই, আমায় উত্তেজিত করো না; আমি রাজদ্রোহী হতে পারবো না।

কমল।—তা হ'লে কি অত্যাচার-প্রপীড়িত হ'য়ে এই খানেই থাক্বেন?

বল্লভ।—কি করবো ভাই, রাজা যে পিতার তুল্য। পিতা যদি পুত্রের অপরাধের জন্য পুত্রকে তাড়না করেন, তা হ'লে কি পুত্রের উচিত পিতাকে ত্যাগ করা?

কমল।—কিন্তু এ অপরাধ যে কাল্পনিক!

বল্লভ।—অপরাধ কাল্পনিক কি প্রকৃত, সে বিচারে পুত্রের কোন অধিকার নাই।

কমল।—আর—আপনি যে সমস্ত সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন,—আপনার গৃহে যে কেহ জলগ্রহণ ক'র্বে না।

বল্লভ।—কমল, তা'তেও আমার আনন্দ কিছু কম হ'বে না। যখন শুন্বো

আমার বন্ধু বল্লাল, আমার রাজা, আমার গৃহে সকলকে জল-গ্রহণে নিষেধ করেছেন, আর সমস্ত প্রজারা অবনতমস্তকে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌ছে—তখন আমার বুক্ দশহাত হয়ে উঠ্‌বে—আমার ভেবেও সুখ হ'বে যে, সপ্ত-সমাজের নেতা মহারাজ বল্লালসেন কেমন কোরে সমাজকে শাসনে রাখ্‌তে হয়—তা জানেন।

কমল।—দাদা মহাশয়, আপনার এ ঔদার্য্য আপনাতেই শোভা পায়! ধন্য আপনি—আর ধন্য বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন, আর ধন্য সেই রাজা, যার প্রজারা সকলেই এরূপ রাজভক্ত!

বল্লভ।—কমল, এসো ভাই বাড়ীর ভিতর? অনেকক্ষণ হ'ল এসেছো, মুখে হাতে একটু জল দেবে এসো! তোমার ঠাণ্‌দির সঙ্গে দেখা ক'রবে না?

কমল।—চলুন। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়; দৃশ্য—প্রমোদ-কক্ষ; কাল—রাত্রি।

নর্ত্তকীগণ আসীন।

রাজা এবং পশুপতির প্রবেশ।

রাজা।—বয়স্য! কই তোমার নর্ত্তকীগণ? এমন জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি—এ সময় একটু আমোদ করা যেতো!

পশু।—একেই বলে "বাঁশ-বনে ডোম কাণা"! আপনার সামনে এমন সব

টকৃটকে ধব্‌ধবে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, আর আপনি অন্ধ ভ্রমরের মত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

রাজা।—তাইত সখা, আমি একবারেই ওদিকে চাইনি !

নর্ত্তকীগণ—(সসম্ভ্রমে উঠিয়া) মহারাজ, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি ; আপনার জয় হোক্‌ !

পশু।—জয় ত বাবা, চিরকালই মেয়ে মানুষেরই হ'য়ে আস্‌ছে ! আমাদের মহারাজ কি স্ত্রীলিঙ্গ, যে তাঁর জয় হবে ?

রাজা।—সখা, এখন পরিহাস রাখো। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা এখন একটু স্ফূর্ত্তি কর, একখানা সুন্দর রকমের গান গাও আর একটু কাওয়ালী ধরণের নাচো।

পশু।—দেখো বাবা, যেন নাম-সংকীর্ত্তন ক'রে বোসোনা !

নৃত্য গীত।

এসো জোছনা-ছানিত বরণে :
এসো মদালসময়ী অতীতের স্মৃতি মোহন মানস-গগনে।
তব দৃপ্ত মধুর রঙ্গ, শত মলয়-মারুত সঙ্গ,
কত সলাজ চাহনি চাঁদিনী নিশার আবেগ-শিথিল অঙ্গ ;
এসো নব বাসরের অভিনব সাধ—
জড়িত জীবনে মরণে।
এসো 'বলি বলি বলি না বলা আমার'
নিশিথিনী-সুখ-শয়নে।

রাজা।—সুন্দর ! অতি সুন্দর—

পশু।—তা' আর বল্‌তে ! এখন তোমরা এসো !

(নর্ত্তকীগণের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ।—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজ, রাজবল্লভ ভীমসেন আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।

রাজা।—তাঁকে এখানেই আস্‌তে বলো! আর দেখ, যদি আর কেহ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন ত বাধা দিও না! যাও—

প্রহ।—যে আজ্ঞা প্রভু।

প্রস্থান।

(ভীমসেনের প্রবেশ এবং অভিবাদন)

রাজা।—কি সংবাদ ভীমসেন?

ভীম।—(করযোড়ে) দেব, যজ্ঞে আহুত সকল সম্প্রদায়ই ভোজন কোরে পরিতৃপ্ত হয়েছে, কেবল সুবর্ণবণিকেরা অভুক্ত অবস্থায় দর্প-সহকারে প্রস্থান ক'রেছে।

রাজা।—কারণ?

ভীম।—দাম্ভিক, দুরাত্মা, বণিক্‌গণ কুলগর্ব্বে দুরাকাঙ্ক্ষায় প'ড়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একপংক্তিতে ব'সে ভোজন ক'র্‌তে চেয়েছিল! তাদের ভোজন-স্থান শূদ্রশূন্য থাকাতেও আপনারে অবমাননা ক'রে প্রস্থান করেছে। দুরাত্মা বল্লভ বণিকগণের নেতা। মগধের পালেরা তাকে স্বপক্ষে নিয়েছে! মগধেশ্বর তার জামাতা, তাই সে আপনার সহিত বিরোধ ক'রতে চায়!

রাজা।—আমার অবমাননা!—বল্লভানন্দ! জালে পড়েছো! প্রদীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে—আমার প্রতি এ অবমাননা তোমার পক্ষেও তাই জান্‌বে!

আমি এই প্রতিজ্ঞা করলেম যে, "দুরাত্মা বণিকগণকে যদি শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারি, যদি বল্লভকে দণ্ড দিতে না পারি, তবে গোব্রাহ্মণ-বধে যে পাতক উৎপন্ন হয়, আমার যেন তাই হয়! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশের নিমিত্ত ভীমসেন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ ব'লে জান্‌বে। আজ হ'তে এরা শূদ্র। আজ হ'তে বণিক্‌দের যজ্ঞসূত্র-ধারণ ব্যর্থ। এর পর যে সকল ব্রাহ্মণ এদের যাজন, অধ্যাপন, এবং দান-প্রতিগ্রহ ক'র্‌বেন, তাঁরা ব্রহ্মতেজে জাজ্জ্বল্যমান হ'লেও পতিত হবেন,—কদাচ এর অন্যথা হবে না।" যাও ভীমসেন! তুমি এই রাজাজ্ঞা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘোষণা ক'রে দাও।

ভীম।—মহারাজের যথা অনুমতি।

(অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।)

শ্যাম এবং কিশোরের প্রবেশ।

উভয়ে।—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজ, আমাদের কিছু বল্‌বার আছে।

রাজা।—পরে শুন্‌বো সে সব। উপস্থিত তোমরা আমার রাজ্যের সমস্ত বণিক্‌দের যজ্ঞসূত্র ত্যাগ্ ক'র্‌তে বাধ্য ক'র্‌বে। আর যারা তা' ক'র্‌তে অস্বীকার ক'র্‌বে, তাদের বল্‌বে—"যদি কেহ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ না কর, তা হলে তোমরা রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত হবে"। যাও—অগ্রে বল্লভানন্দের যজ্ঞসূত্র বিনষ্ট কর—বিশেষ পুরস্কার পাবে।

উভয়ে।—মহারাজ!

রাজা।—আবার কি চাও? যাও—আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর!

উভয়ে।—আমরা অক্ষম।

রাজা।—কি?

শ্যাম।—আমরা অক্ষম। আমরা সব ক'র্‌তে পারি, কিন্তু যা' অন্যায়,—যা' ধর্ম্ম-বিগর্হিত, তা' সম্পন্ন ক'র্‌তে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি সম্ভবপর হয়, সমগ্র বঙ্গদেশকে পদ্মার অতলসলিলে নিক্ষেপ কোর্‌তে পারি, কিন্তু বল্লভানন্দের অবমাননা কোরতে আমরা একান্ত অক্ষম। মহারাজ, ব্রহ্মপুত্রনদের গতিরোধ যদি আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হয়, আমরা তা'তেও প্রস্তুত; কিন্তু বিপন্নের আশ্রয়, আর্ত্তের সান্ত্বনা, দরিদ্রের পিতা—বল্লভানন্দের লাঞ্ছনা আমাদের দ্বারা কখনই সম্পাদিত হবে না। মহারাজ, ক্ষমা করবেন; আর যা' আজ্ঞা কোরবেন, আমরা অবনতমস্তকে প্রতিপালন কোরবো; কিন্তু কাহারও যজ্ঞসূত্র নষ্ট কোর্‌তে আমাদের স্পর্দ্ধা হয় না। আজ বণিকেরা আপনার অপ্রীতি-ভাজন হয়েছেন, তাই তাঁদের যজ্ঞসূত্র-বিচ্যুত কর্‌বার আদেশ দিচ্ছেন; কাল হয়ত ব্রাহ্মণেরা আপনার অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত হবেন,—আর হয়ত তাঁদেরও উপবীত পরিত্যাগ করাবার ভার আমাদেরই উপর ন্যস্ত কোর্‌বেন। মহারাজ, ক্ষমা কোর্‌বেন, আমরা এ বিষয়ে একেবারে অক্ষম।

রাজা।—চুপ কর্ স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! আমার সামনে আমার শত্রুর গুণ-কীর্ত্তন! জানিস্—আমার আজ্ঞা অবহেলার কি দণ্ড?

উভয়ে। —আমরা অপরাধী,—কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ, —শাস্তি দিন, প্রস্তুত আছি!

রাজা।—দূর হ আমার সম্মুখ হ'তে। আজ হ'তে সপ্তাহের মধ্যে আমার রাজ্যের সীমা যদি পরিত্যাগ না করিস্, তবে আমার আদেশে তোদের প্রাণদণ্ড হবে—নিশ্চয় জানিস্—বিশ্বাস-ঘাতক!

উভয়ে।—আপনার মঙ্গল হোক্। (প্রস্থান।)

(বেগে বল্লভানন্দের প্রবেশ)

বল্লভ।—ধন্য তোমরা কায়স্থবালক! ধন্য তোমাদের উদার অন্তঃকরণ। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এত নিষ্ঠুর হবেন না,—অকারণে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত ক'রবেন না। আমি নিজেই উপবীত ত্যাগ ক'র্তে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি রাজা, আপনার ক্ষমতা অপরিমেয়, আপনি সব কোর্তে পারেন। কিন্তু যা' সত্য—তা' চিরকালই সত্য! সত্যের অপলাপ কর্বার ক্ষমতা আপনার নাই। সুবর্ণ-বণিকেরা সত্যই নিরপরাধী। আর যদি আমি একমাত্র আপনার বিদ্বেষের কারণ হ'য়ে থাকি, তবে আমার উপবীত গ্রহণ করুন—আমায় সমাজচ্যুত করুন—আমায় ব্রাত্য করুন; আমার কল্পিত অপরাধের নিমিত্ত কেন নিরপরাধ বণিক্‌জাতির উপর অত্যাচার করেন? যদি আমার উপবীতে আপনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে, আর তাতেই যদি আপনার তুষ্টি হয়, তবে এই নিন্ (উপবীত ছিন্নকরণ)—বন্ধুত্বের প্রীতি-উপহার!

রাজা।—সাবধান বল্লভানন্দ! প্রহরি!

(বেগে রতনের ও পরে কতিপয় রক্ষীর প্রবেশ)

রতন।—বল্লাল, চিনতে পার্‌ছো! আমি রতন, তোমাকে অভিশাপ দিতে এসেছি। বল্লাল, আমার সতীত্ব—রমণী-জীবনের যা' শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌, তা' হরণ ক'রে—নিরীহ ব্রাহ্মণের জাতিনাশ ক'রে যে পাপ অর্জ্জন করেছো, তারই ফলে, আজ তুমি যে সিংহাসনে বোসে আছ, সেই সিংহাসনের উপর দিয়ে একদিন শৃগাল কুকুর দৌড়ে যাবে—তার চিহ্নমাত্রও থাকবে না। আরো জেনো বল্লাল, তোমারই পাপে তুমিই বঙ্গের একরূপ শেষ হিন্দুরাজা, তুমি তোমার এবং তোমার রাজবংশের ধ্বংস এনেছো। আজ যে ভারত, যে বঙ্গদেশ শ্রুতিসুখকর পবিত্রসামগানে মুখরিত, তোমারি পাপে, রাজা, তোমারই পাপে সেই সোণার বঙ্গদেশ একদিন গোরক্তে প্লাবিত হবে!

(বেগে প্রস্থান।)

রাজা।—ধিক্‌ তোমাদিগকে প্রহরীগণ! তোমরা কি সকলে এতই অপদার্থ যে, একটা উন্মাদিনীকে ধর্‌তে পারলে না! আমি না হয় আজ্ঞা দি নাই! তোমরা কি সকলে কাষ্ঠপুত্তলিকা? কোথায় নগররক্ষক সুষেণ?

সুষে।—মহারাজ, ভৃত্য উপস্থিত।

রাজা।—বন্দী কর—বল্লভানন্দকে নিয়ে যাও কারাগারে। রাজবিদ্রোহী, —সমস্ত বণিক্‌-সমাজকে উত্তেজিত ক'রেছে এই পাপিষ্ঠ। যাও—

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ।—নিরস্ত হও নগররক্ষক! (রাজার প্রতি) পিতা!

রাজা।—কি চাও লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—পিতা, আমি আজ বল্লভানন্দের প্রতিভূ হ'তে এসেছি। আজ্ঞা দিন্—বল্লভানন্দকে মুক্তি দিতে। যখন প্রয়োজন হবে, আমি এঁকে রাজসভায় নিয়ে আস্‌বো।

রাজা।—লক্ষ্মণ! আমি তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি না।

লক্ষ্মণ।—পিতা, পিতা, ক্ষমা কোর্‌বেন; আজও আমার পিতৃভক্তি অচল—অটল;—আজও আমার স্থিরবিশ্বাস—"পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ।"

রাজা।—লক্ষ্মণ, এই কি তোমার পিতৃভক্তি? এ যে পিতৃ-অবমাননা!

লক্ষ্মণ।—এ পিতৃ-অবমাননা নয় পিতা! এ অধর্ম্মের প্রতিকার—অত্যাচারের প্রতি-বিধান,—ন্যায়ের মর্য্যাদা-সংস্থাপন।

রাজা।—যাও বল্লভ, তোমায় একবারে মুক্তি দিলেম।

লক্ষ্মণ।—ধন্য মহারাজ—ধন্য পিতা।

বল্লভ।—আমিও বলি মহারাজ—আপনি ধন্য!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বদরিকাশ্রম ; দৃশ্য—তপোবন ; কাল—প্রভাত

ভট্টপাদ সিংহগিরি এবং তাঁহার জনৈক শিষ্য।

গীত।

ধন্য তোমার মহিমা অপার
ধন্য জগতস্বামি,
ধন্য এ ধরা এত মনোহরা
শুধু চেয়ে থাকি আমি।

তুমি দিয়েছ প্রণয় মানব-হৃদয়ে,
দিয়েছ শান্তি মানব-আলয়ে ;
চন্দ্র সূর্য্য বরণ করে—
তোমারে দিবসযামী।

গাহিছে বিহগ ললিত ছন্দে—
উচ্চ কণ্ঠে তোমারে বন্দে,
ফুটিছে কুসুম—গন্ধে গন্ধে
পবন মৃদুলগামী।

বহিছে গঙ্গা—বহিছে যমুনা,
সিন্ধু, কাবেরী, বহিছে বরুণা ;—
তোমারি প্রেমের গলিত করুণা
ধরাতে এসেছে নামি'।

ভূধর সাগর বিশাল কায়া,
মোহন প্রকৃতি—তোমারি ছায়া ;—
তোমারি স্বরূপ তোমারি মায়া,
আবার, তোমারি আশীষ-কামী।

শিষ্য।—গুরুদেব! সুন্দর প্রভাত-কিরণ আজ যেন তপোবনের তরু-শাখাগুলিকে সোণার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে!

সিংহ।—বৎস, চিরকালই এইরূপ হয়ে আস্‌ছে; আজ কিছু ইহা নূতন নয়।

শিষ্য।—কিন্তু প্রভু, আজ যেন প্রাকৃতিক শোভা বেশী রকমের আনন্দপ্রদ ব'লে বোধ হচ্ছে!

সিংহ।—বৎস, মনুষ্য নিজের মানসিক অবস্থাভেদে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের তারতম্য বিবেচনা করে,—নতুবা প্রকৃতি চিরদিনই সৌন্দর্য্যময়ী।

শিষ্য।—গুরো, এই প্রভাতকিরণ তপোবনকে বিকশিত ক'রে তুলেছে! আবার মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত ক'রবেন, আবার সায়াহ্নে শান্ত কমনীয় ভাবে অস্তাচল-শিখর অবলম্বন ক'র্‌বেন। ভগবানের কি সুন্দর নিয়ম!

সিংহ।—বৎস, মনুষ্য-জীবনও ঠিক্ এইরূপ;—বালক শৈশবে কেমন কোমল, হাস্যময়; যৌবনে প্রদীপ্ত, তেজোময়; আবার বার্দ্ধক্যে

শান্তভাব অবলম্বন করে। প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সন্ধ্যা আসে! উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত নাট্যশালা আবার উৎসবান্তে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; পৌর্ণমাসী যামিনীর পর ঘনতমসাবৃত রজনীর আগমন অবশ্যম্ভাবী!

শিষ্য।—তাত, এ সমস্ত দেখে শুনে মানুষ কেমন নিজের উন্মত্ততায় অন্ধ হ'য়ে থাকে!

সিংহ।—সত্য বলেছো বৎস! দেখ, মহারাজ বল্লালসেন আমার প্রিয়শিষ্য হয়েও—নিজের ঐশ্বর্য্যে মত্ত হ'য়ে—রাজ্যে অনেক অনাচার আনয়ন করেছে। এত উপদেশ—এত শাস্ত্রব্যাখ্যা—সমস্তই কি বিফলে গেল,—সবই কি ভেসে যাবে? হায়, বল্লাল! তোমার উপর ক্রোধ হয় না,—তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখ হয়।

শিষ্য।—গুরুদেব, চপলতা ক্ষমা ক'র্বেন,—শিক্ষা, শাস্ত্রোপদেশ যা'ই বলুন না কেন, উপযুক্ত পাত্রে এবং প্রকৃত সময়ে প্রদান না ক'র্লে আশানুরূপ ফল উৎপাদন করে না;—দেখুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে অনেক সময় অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং মহামতি পার্থও সাধ্যমত তৎসমুদয় প্রতিপালন ক'রেছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনের প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়েছিল—কুরুক্ষেত্র-রণ-প্রাঙ্গণে—যখন ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন এবং সকল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম গীতা শ্রবণ করিয়েছিলেন। তাই বল্‌ছিলেম যে, সময় এবং পাত্রের উপর উপদেশের ফলাফল নির্ভর করে।

সিংহ।—যথার্থ অনুমান করেছো বৎস, আমার বোধ হয় বল্লালকে

উপদেশ দিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হয়েছে। এইবার আমি স্বয়ং গিয়ে, তাকে পাপ পথ হ'তে ফিরাতে চেষ্টা কোর্‌বো। প্রিয়শিষ্য পশুপতিকে বল্লালের সমস্ত কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখতে প্রেরণ করেছি। শুনেছি, আমার জন্যই সে সামান্য চাটুকার সেজে রাজার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়!

শিষ্য।—ভগবন্, মহারাজ বল্লাল সেন এমন কি অন্যায় করেছেন যে, আপনার তথায় উপস্থিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন?

সিংহ।—বৎস, বল্লাল অনেক কুকর্ম্ম করেছে; আমি যোগবলে সমস্তই জান্‌তে পেরেছি।

শিষ্য।—গুরুদেব,—তা হ'লে আপনার সেখানে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন—অনুমতি করুন, আমরাও আপনার অনুগমন করি।

সিংহ।—বৎস, বাংলাদেশ ত নিকটে নয়! কোথায় বদরিকাশ্রম, আর কোথায় সুদূর গৌড়! কেন তোমরা অনর্থক কষ্ট ভোগ কোরবে? আর তা হ'লে কেই বা আশ্রমের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন কোরবে? প্রায় ছয়মাসকাল অতিবাহিত হ'বে—কেবল বঙ্গদেশে উপস্থিত হ'তে!

শিষ্য।—প্রভু, আমরা সকলেই গমন কর্‌তে অভিলাষী নই, কেবল মাত্র দু' এক জন:—পথে আপনার কষ্ট হবার সম্ভাবনা?

সিংহ।—বৎস, আমরা তপস্বী,—আমাদের আবার ক্লেশ কিসের? কষ্ট-স্বীকার করাই ত আমাদের ব্রত।

শিষ্য।—তবে আপনার আদেশই শিরোধার্য্য;—আমরা আশ্রমেই থাকবো। কবে যাত্রা কোরবেন স্থির কোরেছেন?

সিংহ।—আগামী পূর্ণিমা নিশীথে।

শিষ্য।—ভগবন্, রাজা বল্লালের সৎকর্ম্ম কি কিছুই নাই ?

সিংহ।—বৎস, দোষ-গুণ মনুষ্যমাত্রেরই আছে, তবে অধিক আর অল্প। যদি মানুষ সর্ব্বদোষের কিম্বা সর্ব্বগুণের আকর হ'তো, তা হ'লে পর্য্যায়ক্রমে পিশাচ বা দেবতা ব'লে অভিহিত হতো। যিনি যত সাধুচিত কর্ম্ম করেন, তাঁর আত্মা তত শীঘ্র মুক্ত হয়; আর যিনি যত শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য করেন, তাঁর আত্মা তত বেশীবার এই শোক-দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসারে এসে নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগ করে।

শিষ্য।—গুরুদেব, তা হ'লে বল্লালের কীর্ত্তির কথা দু'-একটা উল্লেখ করুন ?

সিংহ।—বল্লাল সেনবংশীয় একজন প্রতাপশালী রাজা। মহতী প্রভুতা-সম্পন্ন হ'লেও বল্লাল প্রজ্ঞা ও বিবেচনাশূন্য নয়। বল্লাল কখনও ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করে নাই। যথেচ্ছাচারী ও উদ্ধতপ্রভাব হ'য়েও বল্লাল অনুগত-বৎসল। বল্লাল দানে দ্বিতীয় কর্ণসম। "দান সাগর" নামক একখানি গ্রন্থ বল্লাল রচনা করেছে। গৌড়ে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকট একটি মঠ প্রস্তুত ক'রে প্রকৃত অর্হৎদিগের বড়ই উপকারসাধন ক'রেছে, আর সেই মঠের ব্যয়ভার সংকুলানের নিমিত্ত যথেষ্ট ভূমিদান করেছে, এবং বিধিপূর্ব্বক সেই মঠ আমার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে।

শিষ্য।—আর কি কিছুই নাই ?

সিংহ।—আর এক সুজলা দীর্ঘিকা বল্লালের কীর্ত্তি ঘোষণা ক'রছে।

শিষ্য।—প্রভু, এই কি শেষ?

সিংহ।—হাঁ বৎস, চল—এখন কার্য্যান্তরে গমন করি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়; দৃশ্য—লক্ষ্মণের কক্ষ; কাল—সন্ধ্যা।

লক্ষ্মণ।—আজ মনটা বড় খারাপ্ ব'লে বোধ হচ্ছে, কিছু যেন ভাল লাগ্‌ছে না। ভাল না লাগ্‌বার ত কারণ কিছুই দেখ্‌ছি না! কি জানি, কেন বাম আঁখি বা স্পন্দিত হ'চ্ছে! কোন অশুভ হবে কি? যাক্, ও সব কিছুই নয়—মনের দুর্ব্বলতা মাত্র। না, আর ও বিষয় নিয়ে ভাব্‌বো না। কি মধুর সন্ধ্যা! কবিদের পক্ষে এ সময় বড়ই সুন্দর। আমার সেই অর্দ্ধাবশিষ্ট কবিতাটি এ সময় শেষ ক'রে ফেলি। এখনি হয়ত রেণুকা উপস্থিত হ'বে, আর আমার কবিতা টবিতা সব উড়ে যাবে—কিছুই লেখা হবে না। যা' লিখি তা' তার কিছুই পছন্দ হয় না, একটা না একটা খুঁৎ ধ'রবেই ধ'রবে। তা এক রকম ভাল, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাটা ঘরে ব'সেই হ'য়ে যায়। এমন কবিতা-ময়ী যার স্ত্রী, তার পক্ষে এই পৃথিবী কত সুখের, আর এমন স্ত্রী যার নাই তার সংসার শ্মশানতুল্য—সে দুর্ভাগ্য। ধন্য ভগবন্! তুমি এমন রত্নে আমায় ধনী কোরেছো! এইবার কবিতাটা শেষ কোরে ফেলি।

(লক্ষ্মণ কবিতা লিখিতে বসিলেন—অপর দিক্ দিয়া পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।)

পদ্মাক্ষী।—(জনান্তিকে) কোন্ অজানা-টানে এখানে এসে প'ড়লেম্! এ যে লক্ষ্মণের—আমার প্রিয়তমের কক্ষ! কই, কোথায় আমার প্রাণাধিক্? কাউকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না! ঐ যে প্রিয়তম অনন্যমনে কি লিখছেন। কি সুন্দর! না, যাই,—এখনি হয়ত রেণুকা এসে উপস্থিত হ'বে আর সমস্তই প্রকাশ হয়ে প'ড়বে। আমার শয়ন-কক্ষে লক্ষ্মণকে ডেকে পাঠাই। সেখানে নিভৃতে আমার মনের রুদ্ধ আবেগ উন্মুক্ত কোরবো। কই, যেতে ত ইচ্ছা হচ্ছে না? না না—থাকা হ'বে না—এই যাই! প্রিয়তম, প্রাণের লক্ষ্মণ আমার, তুমি কত সুন্দর! তুমি তেমনি নিষ্ঠুর কি না, আজ তার প্রমাণ নেবো।

প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—কে যেন একজন চ'লে গেল না! স্ত্রীলোকের মত ব'লে বোধ—

(রেণুকার প্রবেশ।)

ওঃ রেণুকা—তুমি!

রেণু।—আজ্ঞে আমি ব'লেই ত বোধ হচ্ছে। কেন, অপর কেউ হ'লে খুব বেশী খুসী হতে নাকি? পুরুষ এমনি নিষ্ঠুরই বটে! আমি কিনা তোমায় খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি, আর তুমি কিনা নিশ্চিন্ত মনে ব'সে আছ!

লক্ষ্মণ।—তুমি আমায় খুঁজছিলে! কেন, আমি ত তোমারই ঘরে ব'সে আছি।

রেণু।—তাইত বলি, একাটী চুপটি করে ব'সে হচ্ছে কি! হাতে একটু ছেঁড়া কাগজ আর কলমটিও রয়েছে!

লক্ষ্মণ।—না রেণুকা, তুমি রাগ কোরো না,—একটা কবিতার আধখানা হয়েছিল, আর তুমিও এখানে ছিলে না—তাই একা ব'সে ব'সে কি ক'রবো—কবিতাটাই শেষ ক'রে—

রেণু।—কবিতা শেষ করার চেয়ে আমায় শেষ ক'রে ফেল না—আপদ চুকে যাক!

লক্ষ্মণ।—তোমায় শেষ ক'রলে যে আমার আর কবিতাই বেরুবে না।

রেণু।—তাই ত বলছিলেম্, আমিও যেতেম আর সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও যেতো। এমন সতীন নিয়ে ঘর করার চেয়ে মরা ভাল।

লক্ষ্মণ।—সতীন্ আবার কোথা হ'তে এলো!

রেণু।—কেন তোমার ঐ—কবিতা!

লক্ষ্মণ।—তবু ভাল—বাঁচলেম!

রেণু।—কি লিখ্‌ছিলে? বল দেখি একটু শুনি।

লক্ষ্মণ।—না, তোমায় আর কবিতা শোনাব না—তুমি এখনি দোষ ধ'রবে। তাতে আবার আমার মনে হয়, কবিতাটায় একটু আধটু দোষ আছে।

রেণু।—দোষ ধ'রতেই ত আমি চাই। নিরপেক্ষভাবে তোমার কবিতার সমালোচনা ক'রতে চাই। তোমায় ভালবাসি অতএব তোমার কবিতা ভাল হয়েছে, তোমার লেখার কোন দোষ হ'তে পারে না,—এ কথা আমি ব'লতে পারবো না।

এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। এখন তোমার কবিতা পড়, যদি দোষ শুধ্‌রিয়ে দিতে পারি!

লক্ষ্মণ।—তুমি কবিতার দোষ শুধ্‌রিয়ে দিতে পার্‌বে!

রেণু।—আমার হাতে কবিতা-লেখকই প্রায় শুধ্‌রে এলো—তা কবিতা!

লক্ষ্মণ।—কি রকম?

রেণু।—যখন আমায় বিবাহ ক'রে আন্‌লে, তখন তুমি ত একবারে কবিতায় উন্মাদ!

লক্ষ্মণ।—এখন তবে কি?

রেণু।—এখন তবু অনেকটা ধাতে এসেছো। পড়—কবিতা পড়! বাজে কথা ছেড়ে দাও!

লক্ষ্মণ।—তবে একান্তই শুন্‌বে—ছাড়বে না?

রেণু।—ছাড়া-ছাড়ি নেই—বল!

লক্ষ্মণ।—তবে শোন! (কবিতা-পাঠ)

তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে, এসো জড়াইয়া থাকি,
উঠুক ঝঞ্ঝা, বহুক বাত্যা, বজ্র যাউক হাঁকি;
দুঃখ, দৈন্য, শোক, ক্রন্দন আমাদের ঘিরি র'ক,
বিশ্বের যত বিলাপ বেদন আমাদের হ'ক হ'ক!

বৃষ্টির জলে, বন্যার জলে, ভেসে যাক্ ধরাখান,
নিবিড় জলদ রাখুক রোধিয়া সূর্য্যের উত্থান!
পাখীগুলো সব হউক নীরব, বন্ধ করুক গান,
পুষ্পের মাঝে রুদ্ধ গন্ধ নীরবে ত্যজুক প্রাণ!

আমাদের দীন ক্ষুদ্র কুটীর হয়ে যাক ধূলিসাৎ,
হা হা ক'রে বায়ু গর্জ্জিয়া যাক্ হউক করকাপাত ;
কক্ষের দীপ নিবিয়া যাইবে, বক্ষ উঠিবে নাচি,
তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে—
আরো আরো কাছাকাছি !

রেণু।—(বাধা দিয়া) এ কবিতা কার উদ্দেশে লেখা হয়েছে প্রিয়তম !

লক্ষ্মণ।—রেণুকা, তুমি ভিন্ন জগতে আর আমার আছে কে ?

রেণু।—কেন ?—তোমার পিতা আছেন,—তোমার বিমাতারা আছেন, —তোমার ভবিষ্য-রাজ্য আছে,—আর সবার উপর আছে তোমার ঐ কবিতা।

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে, তুমিই আমার কবিতার উৎস,—তুমিই আমার একাধারে পিতা, মাতা, রাজ্য, সিংহাসন—সমস্তই। রমণী জননী—রমণী জগৎ প্রসব করেন। আবার রমণী হ'তেই জগৎ জীবিত থাকে ;—রমণীর বক্ষক্ষীরে মানবের পুষ্টি ; —শৈশবে রমণীই মা,—যৌবনে রমণীই বনিতা,—আবার বার্দ্ধক্যে রমণী—দুহিতার ন্যায় সেবাপরায়ণা—এক কথায়,— রমণীই সব।

রেণু।—বাঃ ঠাকুর-মশায়—বেশ বক্তৃতা দিয়েছেন। এখন বুঝিয়ে দিন্ দেখি, কবিতাটার দোষ কোথা ?—আমিত কিছু দেখ্তে পেলেম না ! আমার ত মনে হয় কবিতাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছে।

লক্ষ্মণ।—তুমি আমায় ভালবাস, সেই জন্য আমার যা' কিছু সবই সুন্দর দেখ।

রেণু।—মাপ্ করবেন মশায়, আমি পূর্ব্বেই বোলে রেখেছি যে, ওটা আমার দ্বারা হবে না। এখন দোষটা দেখিয়ে দেবে কি ?

লক্ষ্মণ। কবিতাটী কিন্তু আমারও বেশ লেগেছে ; কিন্তু ঐ কথাটা কেমন কেমন ব'লে বোধ হচ্ছে!

রেণু—কোন্ কথাটা—বোলেই ফেলুন না।

লক্ষ্মণ।—ঐ"বৃষ্টির জলে।"

রেণু।—তা'তে হয়েছি কি ?

লক্ষ্মণ—"বৃষ্টি" বোল্লেই যখন "জল" আপনা আপনি বোঝায়, তখন আর "বৃষ্টির জল" বল্বার আবশ্যক কি? ও কথাটা বদ্লাব মনে করছি!

রেণু।—আচ্ছা আর একবার পড়—শুনি।

লক্ষ্মণ—(পুনঃ পাঠ।)

রেণু।—খবরদার, বদলাতে পা'বে না। আমার হুকুম্, আমি না এলে কবিতাটা একবারে মাটি হয়ে যেতো!

লক্ষ্মণ।—না প্রিয়ে, তুমি বোঝনা। লোকে—

রেণু।—ওঃ, তুমি সমালোচকদিগের ভয় কোরছো ?

লক্ষ্মণ।—হাঁ, তা একটু করি বৈকি!

রেণু।—তুমি জান—লেখকের চেয়ে সমালোচকদিগের স্থান কত নীচে ; তাঁরা লিখ্তে পারেন না বোলেই সমালোচক হ'য়ে বসেন।

লক্ষ্মণ।—রেণু, তুমি ভুল বল্‌ছো;—সমালোচক না থাক্‌লে লেখকের উৎকর্ষ লাভ করা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌তো।

রেণু।—হাঁ, সে কথা মানি বটে;—সমালোচক যদি সমালোচক হ'ন।—আর যদি নিন্দুক হ'ন, তবে তাঁর সমালোচনায় কি ফল? আজ-কাল ত দেখতে পাই, একটা কবিতায়—একটা প্রবন্ধে যদি কিছু একটু আধটু দোষ থাকে,—উৎসাহ দেওয়া চুলোয় যাক্—সমালোচক মহাশয়েরা দয়া ক'রে লেখকের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত টানেন্!

লক্ষ্মণ।—আমি সে রকম সমালোচকদের কথা বল্‌ছি না—

রেণু।—আবার সমালোচক কেন বল?—নিন্দুক বলনা।

লক্ষ্মণ।—রেণুকা, তুমি বোঝ না!

রেণু।—আমি বুঝি বা না বুঝি তুমি কিন্তু বেশী পোড়ো না,—যা' মনে আস্‌বে তাই লিখে যাবে—কারুর কথায় কর্ণপাত ক'রবে না—এতে যে যাই বলুন।

লক্ষ্মণ।—তোমার সবই উদ্ভট দেখ্‌ছি!—না পোড়লে আবার লেখা যায়!

রেণু।—কেবল তর্ক কোরবে!—যা বলি শোন না, পড়্‌লে শুন্‌লে আর এক কলমও লিখতে পারবে না। দেখোনা—যত বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেরাই সাহিত্য-জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে গিয়েছে!

লক্ষ্মণ। এ পরিহাস দেখ্‌ছি মন্দ নয়। আচ্ছা, তুমি এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পার?

রেণু।—কত চাও?

লক্ষ্মণ।—দু' একটাই বল না।

রেণু।—এই ধর "কালিদাস"; সেকি লেখা পড়া জান্‌তো? কে না জানে, কালিদাস যে ডালে বোস্‌তো সেই ডালই কাটতো? দেখ দেখি, কত-বড় কবি হয়ে গেছে!

লক্ষ্মণ। সে যে সরস্বতীর কৃপায়।

রেণু।—ঐত—তোমাদের দোষ কিছুতেই স্বীকার কোরতে চাও না। যদি কেউ একটা ভাল লিখে ফেল্‌লে, অমনি বল্‌বে সে সরস্বতীর কৃপায়।

লক্ষ্মণ।—আচ্ছা, আর কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ কোরতে পার? একটা আধটা বিরল দৃষ্টান্তে ত কোন একটা বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত হতে পারে না।

রেণু।—বিরলদৃষ্টান্ত কেন? ও রকম অনেক আছে। এই ধরনা,—অত-বড় রামায়ণ গ্রন্থ প্রণয়ন কোরলে কে? সেই ডাকাতের সর্দার রত্নাকর ত! সে ত' আর দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে বিদ্যা শিক্ষা কোরতে যায় নি!

লক্ষ্মণ।—আচ্ছা, এবিষয়ে আমি তোমার নিকট পরাস্ত; কিন্তু বেদব্যাস ত মহাভারত লিখেছেন; তুমি কি বলতে চাও যে, তিনিও ওঁদের মত কিছুই জানতেন না?

রেণু।—ওঃ বাবা!—তিনি যে আবার ওদের চেয়ে এক্‌কাটি সরেশ! ওরা তবু হয় ত কিছু না কিছু জান্‌তো; কিন্তু ঐ মৎস্যগন্ধানন্দন যে একেবারে ওদের বাবা! তিনি যে আবার লিখ্‌তেও জান্‌তেন না।

লক্ষ্মণ। কি রকম?

রেণু।—তা' হলে মশাই, লেখ্‌বার জন্য ডাকলেন কিনা গণেশকে! উনি অনর্গল মুখে যা আসে ব'লে যেতে লাগলেন, আর আমাদের হাতীমুখো ঠাকুরটি লিখে যেতে আরম্ভ ক'রলেন। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, পরাশর-তনয় লিখ্‌তে মোটেই জান্‌তেন না; আর যদিও একটু-আধটু জান্‌তেন, পাছে বানান ভুল হয়, সেই ভয়েই আগে হ'তে সাবধান হয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ।—প্রিয়ে, এটা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর কটাক্ষ নাকি?

রেণু।—প্রিয়তম! তুমি ভিন্ন কটাক্ষ করবার আমার আর কে আছে? তুমি আমার জাগরণে চিন্তা, সুপ্তিতে স্বপ্ন, জীবনে ধর্ম্ম, মরণে মোক্ষ।

(একজন দাসীর প্রবেশ।)

দাসী।—(অভিবাদন করিয়া) যুবরাজ!

লক্ষ্মণ।—কে তুমি এখানে অসময়ে উপস্থিত? কি চাও?

দাসী।—যুবরাজ, অপরাধ নেবেন না। আপনার আদেশ না নিয়েই আপনার কক্ষে প্রবেশ ক'রেছি—দাসীর ত্রুটী মার্জ্জনা কোরবেন। আপনাকে ছোটরাণী মা ডাকছেন—শীঘ্র আসুন। তিনি এখনই আপনার দর্শনপ্রার্থনা করেন।

লক্ষ্মণ।—এখনই! রাত্রে ছোট মা কেন আমায় ডাকছেন?

দাসী।—প্রভু, আমি দাসীমাত্র।

লক্ষ্মণ।—আচ্ছা, যাও—বলগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

(দাসীর প্রস্থান।)

রেণু।—একটা কথা বল্‌বো—রাগ কোরবে না ?

লক্ষ্মণ।—তোমার কথায় কবে রাগ কোরেছি রেণুকা !

রেণু।—না না—সেই সাহসেই ত বলতে চাই।

লক্ষ্মণ।—কি,—বল—প্রিয়ে !

রেণু। দেখো, আমি তোমায় বাধা দিতে পারি না—যখন ছোট-মা ডাক্‌ছেন। কিন্তু মন যেন বল্‌ছে, তুমি যেওনা—কোন অনিষ্ট হবে। আমার মন অত্যন্ত আশঙ্কিত হ'চ্ছে,—তুমি যেওনা—অন্ততঃ আজ রাত্রে। কাল প্রত্যুষে না হয়—

লক্ষ্মণ।—সেকি ! রেণুকা, তুমি কি বোল্‌ছো। মা বিশেষ প্রয়োজনে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, আর তুমি বোলছো আমি যাবো না। যদি কোন বিপদই উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে কাল প্রত্যুষে গিয়ে কি ফল হবে! আর একথা পিতা শুন্‌লেই বা কি মনে ক'রবেন ? তিনি নিশ্চয় ভাব্‌বেন যে, আমি একটা অপদার্থ, কাপুরুষ, স্ত্রৈণ্য—রমণীর ভুজবল্লীপাশে বদ্ধ হ'য়ে—তার মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে—মাতৃ-আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছি। রেণুকা, তুমি না আমার আদর্শ স্ত্রী !

রেণু।—(অপ্রতিভ হইয়া) ক্ষমা কর, আমি না বুঝে তোমায় বাধা দিয়েছি। আমি অত-শত বুঝিনা। তোমারই অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেম্।

লক্ষ্মণ।—মা ডাক্‌ছেন পুত্রকে—এতে অনিষ্ট আশঙ্কা করা নেহাৎ ছেলে-মানুষি !

রেণু।—তাই হবে ; এটা হয়ত আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু—

লক্ষ্মণ।—আবার 'কিন্তু' কি প্রিয়ে?

রেণু।—না, ও কিছু নয়! যাবে—তবে যাও, কিন্তু শীঘ্র এসো—

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

পুরুষের কঠিন কর্ত্তব্যের নিকট রমণীর স্বর্গীয় ভালবাসা খর্ব্ব হ'য়ে যায়!　　(রেণুকার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়; দৃশ্য—পদ্মাক্ষীর কক্ষ; কাল—রাত্রি

পদ্মাক্ষী।

পদ্মা।—আর যে চেপে রাখ্‌তে পারি না, প্রাণ যে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো! কি কুক্ষণেই তোমায় ভগবতীর মন্দিরে দেখেছিলেম লক্ষ্মণ! কি কুক্ষণেই আমার জন্য সেই কালরাত্রি প্রভাত হয়েছিলো! আর কি কুক্ষণেই তুমি তোমার ঐ ভুবন-ভুলানো রমণী-মোহনরূপ নিয়ে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালে! তুমি কি আমার হবে না?

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ।—মা, আমায় কি ডেকেছেন?

পদ্মা।—কে লক্ষ্মণ! হাঁ প্রিয়, এসো—আমার পাশে বোসো।

লক্ষ্মণ।—এই আমি এখানে বস্‌ছি (নিম্নে উপবেশন)

পদ্মা।—কেন—কেন—তুমি আমার পাশে বোসো। এতে দোষ কি?

লক্ষ্মণ।—মা, পিতামাতার পদতলেই সন্তানের স্থান,—একাসনে বস্‌বার আমার অধিকার নাই।

পদ্মা। -লক্ষ্মণ, তুমি কি আমায় পর ভাবো ?

লক্ষ্মণ।—সে কি মা, আমি কি কোন অপরাধ কর্‌লেম ?

পদ্মা।—অপরাধ! শত অপরাধ ক'রলেও আমি তোমায় ক্ষমা কোরবো। লক্ষ্মণ, আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণের অধিক ভালবাসি! যে দিন প্রথম তোমায় দেখেছি, সে দিন হ'তে তোমায় আমার ক'রে নিয়েছি। তুমি ভিন্ন জগতে আমার যে ভাল বাসবার আর কেহ নাই—লক্ষ্মণ! তবে কেন—

লক্ষ্মণ।—মা, মা, ক্ষমা করবেন, পুত্রের অপরাধ জননী চিরকালই ক্ষমা ক'রে থাকেন। আমার ধারণা ছিল যে, বিমাতা কখনও সপত্নীপুত্রকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে পারে না। আজ আমার সে ধারণা দূর হ'ল। (সচকিতে) একি মা! আপনার চোখ ছল্‌ ছল্‌ কোরছে—আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার মনে কি কোনরূপ কষ্ট দিলেম।

পদ্মা।—কষ্ট! তুমি কেন কষ্ট দেবে লক্ষ্মণ! কষ্ট—আমার চির-সহচরী।

লক্ষ্মণ।—কেন, কেন, আপনি আমার পিতার প্রিয়তমা মহিষী—আমার মা, আপনার কিসের কষ্ট—বলুন ?

পদ্মা।—লক্ষ্মণ, সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস ক'রলে কি মনের কালি দূর হয়? দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন ক'রলে কি কণ্টকে পদতল ক্ষতবিক্ষত হতে নাই! বল, লক্ষ্মণ, অঙ্গে মণি-মাণিক্য রত্নালঙ্কার ধারণ ক'রলে কি হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে গুপ্তবহ্নি বাস করে

না? কুল, শীল, মান, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কি মানুষের তাবৎ দুঃখ অপনোদন ক'রতে সক্ষম হয়?

লক্ষ্মণ।—মা, বুঝতে পারলেম না—আপনার দুঃখের কারণ কি।

পদ্মা।—সেই জন্যই তোমায় আজ ডেকেছি,—আজ হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেখাব—আমার দুঃখের কারণ কি! লক্ষ্মণ—প্রতিজ্ঞা কর, আমায় স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, আমার দুঃখ দূর ক'রবে!

(লক্ষ্মণের হস্তধারণ।)

লক্ষ্মণ।—মা, পুত্রের কর্ত্তব্যই—পিতামাতার কষ্টের কারণ দূরীভূত করা—তাঁ'দিগকে সুখী করা,—এর জন্য প্রতিজ্ঞার কি প্রয়োজন! মা, বলুন আপনার কষ্টের কারণ কি?—

পদ্মা।—বোলবো,—লক্ষ্মণ, দূর ক'রবে? ক'রতে পারবে?

(হস্তত্যাগ।)

লক্ষ্মণ।—সাধ্যমত ত্রুটি হবে না, মা।

পদ্মা।—আমার কষ্টের কারণ লক্ষ্মণ—তুমি।

লক্ষ্মণ।—(সাশ্চর্য্যে) আমি!

পদ্মা—হাঁ প্রিয়তম তুমি!—তুমি যে অনল এ হৃদয়-জতুগৃহে প্রজ্বলিত করেছো, তা, নির্ব্বাপিত কোরতে তুমিই একমাত্র সক্ষম! চঞ্চল-বাসনা-উর্ম্মি-বিক্ষুব্ধ আমার যৌবন-বারিধির উচ্ছ্বসিত বারিরাশি কোন্ অগস্ত্য পান কোরবে?—সে তুমি! তুমি আমার ইহকালের আশা—পরকালের পুণ্য—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব—তুমি আমার প্রাণেশ্বর—

লক্ষ্মণ।—মা, মা, আপনি কি বোলছেন্? আমি যে আপনার পুত্র লক্ষ্মণ! চিন্‌তে পারছেন না! আপনার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই বিকৃত হয়েছে, নতুবা এ প্রলাপোক্তি কেন? মা, মা, আপনার এই হীন-সম্বোধনে কলুষিত কর্‌বেন না জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুটী পবিত্র সম্বন্ধ—জননী আর সন্তান।

পদ্মা।—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, আমার প্রাণের লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ।—মা, মা, আপনি যে আমার মা—

পদ্মা।—না না—আমি তোমার প্রিয়তমা—

লক্ষ্মণ।—দূর হও নিলর্জ্জে!—ভগবন্! জগদীশ্বর! আমায় রক্ষা করুন! ধর্ম্ম আজ আমায় এ অধর্ম্ম হ'তে রক্ষা করুন। ওঃ আমি কি পাপিষ্ঠ—আমায় এই অপবিত্র, কলুষিত প্রস্তাব শুন্‌তে হোলো। কর্ণ, বধির হও! চক্ষু, এ দৃশ্য আর দেখো না— (বেগে প্রস্থান করিতে করিতে) পিতা! পিতা! একবার এসে দেখুন, কি বিষলতা এনে আপনার হৃদয়-উদ্যানে রোপণ ক'রেছেন। কি ভয়ঙ্করী কালসাপিনী আপনার প্রাসাদকক্ষের বিবরে বাস্ ক'রছে।　　　(প্রস্থান।)

পদ্মা।—কি! এত অপমান! এত লাঞ্ছনা—অসহনীয়—অমার্জ্জনীয়! এস মূর্ত্তিমতি প্রতিহিংসা, তোমার বিভীষিকাময়ী তমসায় আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করো! আকাশ হ'তে উল্কা নেমে এসো, বজ্র নেমে এসো, প্রবল ঝঞ্ঝা বাত্যা এসে আমার হৃদয়কে আলোড়িত করো! এস দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, আমার প্রতিহিংসাসাধনে সহায়তা করো! এসো নরকের অসুর

সকল, আমার স্কন্ধে চাপো—রমণীসুলভ কোমলতা কিছুদিনের জন্য আমার হৃদয় হ'তে অবসর গ্রহণ করো। আমি চাই প্র—তি—শো—ধ——প্র—তি—হিং—সা!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা।—প্রিয়ে—প্রিয়ে, আমি এসেছি। এখনও তুমি আমার জন্য বসে আছ! একি, তুমি কাঁদচো! কেন—কেন—তোমার কি হয়েছে বল'। কেহ কি তোমার অবমাননা করেছে?

পদ্মা।—মহারাজ, প্রাণেশ্বর, বসুন্—আমার পাশে বসুন! আপনি বৃথা চিন্তিত হবেন না—আমার অবমাননা কেহই করেনি।

রাজা।—এমন ভাব ত তোমার পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করি নাই। বলো—আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

পদ্মা।—প্রাণাধিক, ও সব কিছুই নয়।

রাজা।—নিশ্চয় কিছু হয়ে থাক্‌বে, নতুবা তুমি এখনও কাঁদ্‌ছো কেন?

পদ্মা।—(নিরুত্তর।)

রাজা।—বোল্‌বে না—বোল্‌বে না! কে স্বইচ্ছায় সর্প-বিবরে হস্ত প্রদান কোরেছে! মহিষি, বলো তোমার অসুখের কারণ কি? তোমার জন্য আমি সাগরে ঝাঁপ দেবো। আমার অনুরাগে যদি তোমার কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস থাকে, অঙ্গীকার ক'রছি—তোমার তুষ্টির নিমিত্ত—যদি প্রয়োজন হয়—প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না।

পদ্মা।—মহারাজ! আর আমায় 'মহিষী' বলে সম্বোধন ক'রবেন না। আমি সামান্যা বারবিলাসিনী মাত্র—সকলেরই উপভোগের নিমিত্ত

সৃষ্ট হয়েছি। যার ইচ্ছা হয় আসুন—এই ফুল্ল-কমলিনীর মধু পান কোরে যান্। মন্ত্রীর ইচ্ছা হয় আস্‌তে পারেন—সেনাপতির ইচ্ছা হয় তিনি ও আসুন, আর যুবরাজ লক্ষ্মণ—তার কথাই নাই—সে ত ঘরের ছেলে!

রাজা।—রাণি, রাণি, তুমি বার-বিলাসিনী! একথা বোলে কে তোমার অবমাননা করেছে? শীঘ্র বলো এখনই তাঁর রক্তদর্শন কোরবো!

পদ্মা।—জীবিতবল্লভ, যদি আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য কোর্‌তে চান্, তবে আমায় পিত্রালয়ে প্রেরণ করুন! কষ্টকর জীবনযাপনে আমি অভ্যস্তা। আমি অভাগিনী, বনে বনে ভ্রমণ করতেম্! আমি আপনার হতভাগিনী দাসীমাত্র—আমায় ভুলে যান্! আমায় পরিত্যাগ কোরে সুখে রাজ্যভোগ করুন! প্রিয়তম, আমার নিমিত্ত দেশ-বিদেশে আপনার কলঙ্ক রটেছে। পূর্ব্বে আমি বনবালিকা ছিলাম, রাজা, রাজকুমার, রাজ-সভাসদ্ এবং প্রজাদের চরিত্র ও ব্যবহার কিছুই বুঝতেম্ না। এখন আমার সে জ্ঞান বেশ হয়েছে; জানিনা, এখানে থাক্‌লে হয়ত আরও কত অপকৃষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমায় বাধ্য হ'য়ে দেখতে হবে। আমার ধনরত্নের প্রয়োজন কি? আমি ধবলেশ্বরীতে ডুবে মর্‌বো! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌তে চাই না! (রাজাকে বক্ষে টানিয়া) প্রাণাধিক, তবে জন্মের মত বিদায় দিন্!

রাজা।—প্রিয়ে, তুমিই আমার জীবন, আমার তপস্যা, আমার রাজ-

ধর্ম্ম—আমার রাজশ্রী। আমি ভিক্ষা চাচ্চি—আমায় তোমার প্রাণের কথা বলো।

পদ্মা।—মহারাজ, প্রিয়তম, যা শুনতে চাচ্ছেন, সে কথা বলবার নয়; আর বোল্লেও সে কথা কেহই বিশ্বাস কোর্‌বে না,—তবু না বোল্লেও নয়। প্রিয়তম, আশ্চর্য্য হবেন না, আপনার প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণ আমার অবমাননা কোরেছে।

রাজা।—কে—কে লক্ষ্মণ?—প্রিয়ে, তাও কি সম্ভব!

পদ্মা।—তাই ত বল্‌ছিলেম্ মহারাজ, একথা কেহই বিশ্বাস কোর্‌বে না—আপনিও নয়।

রাজা।—না মহিষি, আমি তোমায় অবিশ্বাস কোরছি না; আমি বোল্‌ছি যে, লক্ষ্মণ কি তোমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ কোর্‌তে সাহস কোর্‌বে।

পদ্মা।—প্রিয়তম, অঙ্গে হস্তক্ষেপ কি বোল্‌ছেন! সে ত ভাল কথা। সে যে আমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কোর্‌তে উদ্যত হয়েছিলো। সে আমায় চায়। আজ ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম রক্ষা কোরেছেন।

রাজা।—কি বোল্‌লে রাণি! তোমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ! দুর্ব্বৃত্তের এতদূর স্পর্দ্ধা, এতদূর তার সাহস!—এই কে আছিস্!

(একজন দাসীর প্রবেশ।)

দাসী।—(অভিবাদন করিয়া) কি আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা।—যাও, এখনি ভীমসেনের নিকট। তাঁকে আমার নাম ক'রে বল'গে, যেন তিনি আজ রাত্রেই মন্ত্রীর নিকট গিয়ে তাঁকে

কল্য প্রত্যুষে একটী পূর্ণসভার সমাবেশ কোর্‌তে আদেশ দেন।—একটা ভয়ানক গর্হিত কার্য্যের বিচার হবে।

(অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।)

পদ্মা।—কি কোল্লেন মহারাজ! আমার জন্য—সামান্যা রমণীর জন্য—কেন পুত্রঘাতী হবেন? আপনার একমাত্র পুত্র—বংশলোপ কোর্‌বেন না!

রাজা।—রাণি, ঠিক্ মনে করে দিয়েছো। হয় ত লক্ষ্মণের প্রাণদণ্ডাদেশ দিতেম না। কিন্তু জগৎ জানুক্ যে, ন্যায়-বিচারের নিকট পুত্রে আর প্রজায় কিছুই বিভিন্নতা নাই। কাল প্রত্যুষেই সেনবংশ নির্ব্বংশ হবে। কিসের পুত্র সে আমার! মহিষি, পুত্র আমার কখনও ছিল না,—যে পুত্র মাতার প্রতি পাশব অত্যাচারে প্রবৃত্ত হ'তে একটু সঙ্কুচিত হয় না সে আবার পুত্র?—সে কুলাঙ্গার—সে ছাগাধম!

পদ্মা।—মহারাজ, শয়নাগারে চলুন—একটু ঠাণ্ডা হবেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড় ; দৃশ্য—বিচার-সভা ; কাল—প্রত্যূষ।

মন্ত্রী ও সভাসদগণ ।

প্রথম স-স।—মন্ত্রীমহাশয়, আজ হঠাৎ অসময়ে সভা আহ্বানের হেতু কি ?

মন্ত্রী।—হেতু কি, তা আমি জানি না। মহারাজ এ বিষয়ের কিছুই আমায় অবগত করান্ নি। তবে যখন ভীমসেন গতরাত্রে আমায় সভা-আহ্বানের আদেশ জানালেন, তখন তাঁর মুখে শুনলেম যে, মহারাজ কি জন্য কার প্রতি কুপিত হয়েছেন।

২য় স-স।—হাঁ—যে কর্ম্মচারী আমার নিকট আপনার আদেশ-পত্র নিয়ে গিছলো, সেও বোল্লে যে, অদ্যকার সভায় একটা ভয়ানক গর্হিত অপরাধের বিচার হবে। আশ্চর্য্য! এ বিষয়ে কেহই কিছু জানেন না—কিছুই বোঝা গেল না। আবার কি মণিপুরের বিরুদ্ধে অভিযান আবশ্যক হয়েছে, না কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে ?

মন্ত্রী।—না মহাশয়, আমি যতদুর জানি, তাতে উপস্থিত কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই ; আর কোন বহিঃশত্রুও দেশ আক্রমণ করে নাই।

প্রথম স-স।—তবে ব্যাপারটা কি !

মন্ত্রী।—পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমিও আপনাদের মত এ বিষয়ে অন্ধকারেই আছি। ঐ রাজা আস্ছেন—এখনি সকল বিষয় অবগত হওয়া যাবে।

(রাজার প্রবেশ।)

বন্দীগণ।—গৌড়েশ্বরের লক্ষ্মী অচলা হোক্। মহারাজ বল্লাল-সেন চিরকাল সুখে রাজ্য করুন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে যত্নবান হোন্। তাঁর কীর্ত্তিসকল তাঁকে চিরদিন জীবিত রাখুক্। তাঁর বংশগৌরব এবং প্রবল পরাক্রম চিরকালই সমভাবে অক্ষুন্ন থাক্। যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে ভগবান্ কুশলে রাখুন!

(বন্দীগণের প্রস্থান।)

সভাসদ্গণ।—জয় বঙ্গাধিপতির জয়, জয় মহারাজ বল্লালসেনের জয়।

রাজা।—মন্ত্রি, কই অপরাধী কোথায়!

মন্ত্রী।—ক্ষমা কোরবেন রাজন্! কে অপরাধী এবং অপরাধই বা কি, আমি ত কিছুই জানি না।

(বন্দীভাবে লক্ষ্মণকে আনয়ন।)

সভাসদ্গণ।—জয় যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের জয়!

রাজা।—সভাসদগণ! এ কি আপনারা সকলে সমস্বরে অপরাধীর জয়ঘোষণা কোরছেন—এ যে রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ—সম্যক্ ব্যতিক্রম্!

মন্ত্রী।—ক্ষমা কোরবেন মহারাজ, অপরাধী কে? সভাসদেরা ত আমাদের প্রিয় যুবরাজের জয়-উচ্চারণ কোরেছেন।

রাজা।—অপরাধী কে? এখনও কি আপনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—অপরাধী কে? অপরাধী এই কুলাঙ্গার লক্ষ্মণ,—আর তার অপরাধ কি, সে কথা বল্বার আগে আপনারা শপথ করুন যে,

'জননী' শব্দ উচ্চারণ করিস্ নি—তোর জিহ্বা পুড়ে যাবে—কণ্ঠ রুদ্ধ হবে।

লক্ষ্মণ।—কেন পিতা!

রাজা।—আবার কেন? জিজ্ঞাসা কর্ তোর নিজের বিবেককে—সে তার উত্তর দেবে। যে তোকে নিজ জননী অপেক্ষা স্নেহ কোরতো, তার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলি! ধিক্ তোরে কুলাঙ্গার!

লক্ষ্মণ।—পিতা, আপনি পিতা, রাজা, আপনার সমক্ষে বল্‌ছি, সভাসদ্-গণের সমক্ষে বল্‌ছি, ধর্ম্ম-সিংহাসনের সমক্ষে বল্‌ছি, আর ঈশ্বরের নামে বল্‌ছি—আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ,—আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না;—আমার স্বর্গগতা জননীকে যে চক্ষে দেখতেম, ঠিক্ সেই চক্ষেই আপনার সমস্ত মহিষীদিগকে দেখি—পিতা, দেখুন—আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন—পিতার স্নেহময় চক্ষু দিয়ে নয়—রাজার চক্ষু দিয়ে—বিচারকের চক্ষু দিয়ে—আমার হৃদয়ের সরলতা কি আমার মুখে প্রকটিত হচ্ছে না?

রাজা।—পাপিষ্ঠ, এখনও মিথ্যা কথা!

লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণ মিথ্যা বল্‌তে জানে না।

রাজা।—তবে কি মহিষী মিথ্যা বোল্‌বে? না, কখনই নয়! বরং আমি বিশ্বাস কোরবো যে, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হচ্ছেন—ভারতের দক্ষিণে হিমালয় অবস্থিত—বঙ্গোপসাগর শুষ্ক হয়ে গেছে, তবুও সরলা রমণীর কথা কখনও কিছুতেই অবিশ্বাস কোরবো না। এখনও বোল্‌ছি—দোষ স্বীকার কর্?

লক্ষ্মণ।—কি স্বীকার কোরবো?—আমি যে কিছুই জানি না!

রাজা।—কিছুই জানিস্ না! কি নিমিত্ত কালরাত্রে পদ্মাক্ষীর কক্ষে প্রবেশ করেছিলি পাপিষ্ঠ!

লক্ষ্মণ।—ছোট মা ডেকে ছিলেন।

রাজা।—হ'তে পারে ডেকে ছিলেন; কিন্তু তুই কি কোন কলুষিত প্রস্তাব করিস্ নাই?

লক্ষ্মণ।—ক্ষমা কোরবেন পিতা, সে ঘটনার একবর্ণও আমার মুখ হ'তে নির্গত হবে না;—অপরাধী মনে করেন, করুন্ এবং বলুন—আমার প্রতি কি বিচারাদেশ—আমি অবনত-মস্তকে তা নিতে প্রস্তুত।

রাজা।—এই বিচারের ফল—তোর মৃত্যুদণ্ড।

লক্ষ্মণ।—মৃত্যুর ভয় আমি করি না—তবে চিরকালের জন্য আপনার চক্ষে—প্রজাদের চক্ষে—বন্ধু-মণ্ডলীর চক্ষে—সমস্ত জগতের চক্ষে ঘৃণ্য হ'য়ে রইলেম, এই দুঃখ! আরও বেশী দুঃখ এই যে, ভবিষ্য ইতিহাস চিরকাল আমার এই কাল্পনিক কলঙ্ক-কাহিনী বিবৃত কোরবে!—এ মরণে সুখ নাই।

রাজা।—নিয়ে যাও এই নরাধমকে! আজ হ'তে সেনবংশ নির্ব্বংশ হলো।

(বেগে রেণুকার প্রবেশ।)

রেণু।—দাঁড়াও—একটু অপেক্ষা কর—

রাজা।—কে এ নারী!

রেণু।—চিন্‌তে পারবেন না মহারাজ! পিতা, আমাকেও ঐ সঙ্গে হত্যা

কোরতে আদেশ দিন ;—পুত্রহত্যা করছেন,—বধূহত্যায় নিরস্ত কেন ?

রাজা।—কেন মা, তুমি এ প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়েছ। তুমি যে কুলবধূ!

রেণু।—কেন এসেছি মহারাজ! আপনি বুঝবেন না,—এসেছি প্রাণের দায়ে! পিতা, স্বামীই নারীর প্রাণ। আজ আমি প্রাণহীনা। প্রাণহীনাকে কুলধর্ম্ম কি শেখাচ্ছেন মহারাজ! ভর্ত্তাই নারীর ধর্ম্ম, স্বামীই নারীর আশ্রয়। আজ আমি আশ্রয়বিহীনা। আশ্রয়-বিহীনার স্থান কোথায় হবে পিতা! আশ্রয়-বিহীনার স্থান অরণ্যে। নিরাশ্রয়ার আবার কুলধর্ম্ম কি—আর লোক লজ্জাই বা কি ? আজ আমার দুর্দ্দিন,—দুর্দ্দিনে সকলেই পথে বাহির হয়। যখন প্রবল শত্রু এসে রাজপুরী লুণ্ঠন করে, তখন নারীসুলভ লজ্জা কোথা থাকে! যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বন্যা এসে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে, তখন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্রিত হয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় ; তখন রমণীর রমণীয় লজ্জা কোথায় থাকে ? আজ আমারও প্রাণের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। আজ আপনি আমার সর্ব্বস্ব—জীবনের সাররত্ন—হৃদয়ের বৈদূর্য্যমণি—প্রণয়ের হেমহার হরণ কোরেছেন,—আজ যে আমি পথের ভিখারিণী পিতা!

সভাসদ্‌গণ।—ধিক্ মহারাজ আপনার বিচারে।

মন্ত্রী।—আর শত ধিক্ রমণীর রূপ-লালসায়!

রাজা।—কি বিদ্রোহ—বিদ্রোহ!

মন্ত্রী।—বিদ্রোহ নয় মহারাজ, বিদ্রোহী হ'তে আমরা চাই না ;—আমরা চাই সুশাসন—চাই সুবিচার।

রাজা।—তুমি কি চাও মা ?

রেণু।—আমায় হত্যা করতে আদেশ করুন !

রাজা।—কি অপরাধে ?

রেণু।—আমার স্বামীর অপরাধে।

রাজা।—তা হ'তে পারে না ; অন্য কিছু বল !

রেণু।—আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা।

রাজা।—তবে তাই হোক্—কিন্তু –

রেণু।—কিন্তু কি পিতা –

রাজা।—চির-নির্ব্বাসন।

মন্ত্রী।—মহারাজ !

রাজা।—মন্ত্রি, আমি আর শুন্‌তে চাই না। "প্রাণদণ্ড" হ'তে "নির্ব্বাসন" !- আবার—

মন্ত্রী।—মহারাজ ! আমার নিজের কিছু বল্‌বার আছে।

রাজা।—কি বলুন !

মন্ত্রী।—আমি রাজকার্য্য হতে অবসর চাই।

রাজা।—কেন ?

মন্ত্রী।—বৃদ্ধ হয়েছি মহারাজ !

রাজা।—উত্তম, কিন্তু আমি সুবিচার করেছি।

সভাসদ্‌গণ।—আমরাও ৺কাশীবাস প্রার্থনা করি।

রাজা।—স্বচ্ছন্দে—যখন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকে ত্যাগ কোরতে পেরেছি,

মন্ত্রীকে বিদায় দিয়েছি—তখন আপনারাও যেতে পারেন—কিন্তু জান্‌বেন আমি ধর্ম্মবিচার কোরেছি।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গৌড়, দৃশ্য—লক্ষ্মণের বহিঃপ্রাঙ্গণ, কাল—অপরাহ্ণ।

রেণুকা ও লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—রেণুকা—প্রিয়তমে! আজ যে কলঙ্কের ডালি মস্তকে ধারণ কোরে মাতৃভূমির নিকট চিরতরে বিদায় গ্রহণ কোর্‌ছি, সে যে আর কিছুতেই অপনোদিত হবার নয়;—অন্যের কথা দূরে থাক্—আমি যে তোমারও নিকট মুখ দেখাতে সঙ্কুচিত হচ্ছি!

রেণু।—কিসের সঙ্কোচ নাথ! এ অলীক নিন্দা হ'তে তুমি অনেক দূরে—এ কলঙ্ক হ'তে তুমি অনেক ঊর্দ্ধে,—এ মিথ্যা অপবাদে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। জগতের চক্ষে তুমি যেমনই ঘৃণিত হও না কেন, ঈশ্বরের চক্ষে তুমি ঠিক্ পূর্ব্বের মতই নিষ্কলঙ্ক দেবচরিত্র আছ। কেন এত বিমর্ষ হচ্ছো প্রিয়তম? কিসের লজ্জা, কিসের কলঙ্ক? রাজ্য হ'তে বিতাড়িত হয়েছো বলে কি ম্লান হচ্চ? তোমার মলিনতা দূরে নিক্ষেপ কর। হৃদয়কে দৃঢ় কর। তোমার দেবোপম আদর্শচরিত্র নিয়ে—তুমি যেখানে উপস্থিত হবে, সেইখানেই আবার স্বর্গরাজ্যের

প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানেও চাঁদ উঠ্‌বে, সূর্য্য আলো দেবে, ধনধান্যে ধরিত্রী পূর্ণ হবে, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হবে, নদী কলতানে নিভৃত বনভূমিকে মুখরিত করে বয়ে যাবে। তবে কিসের অভাব আমাদের! পিতা তোমায় নির্ব্বাসিত কোরেছেন, কিন্তু জগতপিতার করুণা হ'তে তোমায় বঞ্চিত করে কে? নাথ, তুমি নির্ব্বাসিত হও নাই—মহারাজ বল্লালসেন নির্ব্বাসিত হয়েছেন—সমগ্র বঙ্গভূমি নির্ব্বাসিত হয়েছে! তুমি এ রাজ্য ত্যাগ কোরলে এখানে থাকৃবে কে? থাকৃবে কেবল একটা বিরাট হাহাকার, আর পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য!

লক্ষ্মণ।—রেণুকা, সব বুঝি; তবুও মনে হয়, কত উর্দ্ধে ছিলেম, আর আজ কত নিম্নে পতিত হয়েছি!

রেণু।—যুবরাজ—

লক্ষ্মণ।—না না প্রিয়ে! ও সম্বোধন নয়—ও সম্বোধনে আমায় অভিহিত কর্‌বার আর কারও অধিকার নাই।

রেণু।—আর কারও না থাকে—আমার আছে, এ ছার বঙ্গের যুবরাজ না হ'তে পার—আমার হৃদয় রাজ্য হ'তে তোমায় বিচ্যুত করে কে?

লক্ষ্মণ।—রেণুকা, প্রিয়তমে, একমাত্র তুমিই আমার শোকে সান্ত্বনা।

রেণু।—চল নাথ, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই—এ পাপ রাজ্য যত শীঘ্র পারি পরিত্যাগ করি।

লক্ষ্মণ।—হা মাতঃ বঙ্গভূমি! শৈশবে তোমার স্নেহময় কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়েছি; আশা ছিল, তোমারই কোমল অঙ্কে

চিরবিশ্রাম গ্রহণ কোর্‌বো—তা হলো কৈ মা? আমি কি দুর্ভাগ্য—আজ মাতৃ-অঙ্ক হ'তে বিচ্যুত হলেম! অথবা অনুপযুক্ত সন্তান বোলেই মা কোল হতে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। রেণুকা, চল, তবে—আমার বিদায়ের উদ্যোগ কোরে দেবে। আমি আজই মাতৃভূমির চরণে বিদায় গ্রহণ কোর্‌বো।

রেণু।—(সাশ্চর্য্যে) সে কি নাথ! তবে কি তুমি একা যাবে? আমায় কার হাতে তুলে দিয়ে যাবে? প্রিয়তম, নিষ্ঠুর হয়োনা!

লক্ষ্মণ।—রেণুকা, কোথায় যাব, তার স্থিরতা কিছুই নাই। পথে কত কষ্ট, কত বিপদের সম্ভাবনা; তা কি তুমি সহ্য কোর্‌তে পার্‌বে? তাই মনে করেছি, তোমায় তোমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একাই যাবো।

রেণু।—পিত্রালয় কেন প্রভু, যমালয় কি অনেক দূর?

লক্ষ্মণ।—ছিঃ রেণুকা!

রেণু।—আজ দিন পেয়ে তুমিও আমার প্রতি প্রতিকূল হ'লে! নাথ, তুমি কি জাননা—স্বামীই একমাত্র রমণীর দেবতা,—আর স্ত্রীই স্বামীর সহধর্ম্মিণী—শয্যাসঙ্গিনী নয়! তবে আমার প্রতি কেন এ নির্ম্মম আদেশ? তোমার সুখেই আমার সুখ;—আর তোমার দুঃখের যদি সমভাগিনী না হই, তবে আমি তোমার কিসের সহধর্ম্মিণী? সে ত শুধু সুখের সাথী নয়,—সে যে কষ্টেরও সহচরী। তুমি যেখানে যাবে, আমি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবো। তুমি বনে যাও, আমিও বনবালা সাজ্‌বো;—আর তুমি রাজা হও, আমিও রাজরাণী হবো,—এই ত নারীর

কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের উপরেও একটা জিনিস আছে, সে ভালবাসার টান্—অলক্ষ্য আকর্ষণ। প্রিয়তম, আজ ত এ নূতন নয়,—সীতাদেবী অসহ্য যাতনা কষ্ট ভোগ করেও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়েছিলেন, দময়ন্তীও হাস্‌তে হাস্‌তে নলের পশ্চাদ্‌গামিনী হয়েছিলেন; বিশ্বামিত্রের ছলনায় শৈব্যাও মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সহগমন করেছিলেন—স্বামীর জন্য দাস্যবৃত্তিও অবলম্বন করেছিলেন। তবে তাঁদের তুলনায় আমি অতি সামান্য। তা'হলেও নারীধর্ম্ম সকলেরই সমান।

লক্ষ্মণ।—জীবিতেশ্বরি, মানময়ি আমার! না জেনে তোমার প্রাণে কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা কর প্রেয়সি, তোমার এই অযোগ্য স্বামীকে—রেণুকা—প্রিয়তমে!

রেণু।—কেন প্রিয়তম!

লক্ষ্মণ।—তুমি আমার কে?

রেণু।—দাসীমাত্র।

লক্ষ্মণ।—না প্রিয়ে, তুমি আমার তৃষ্ণায় শীতল বারি,—দর্শনে তৃপ্তি,—চিন্তায় সুখ;—আমার কিসের অভাব?

রেণু।—সত্যই আমাদের কিসের অভাব নাথ! ঊর্দ্ধে ঐ নীলাকাশ, নিম্নে এই শ্যামলা পৃথ্বী, সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্রমণ্ডলী, কত নদী, কত নির্ঝরিণী, কত শৈলমালা আমাদের নয়নপথে পতিত হবে! তারা আমাদিগকে আহ্বান কোরবে। বনের ফল, নদীর জল আমাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কোরবে। আমরা যেখানে যাব, সেইখানেই সুখের নন্দনকানন সৃজন

ক'রবো—সেইখানেই রাজা-রাণী হয়ে বোসবো। আমরা চাইনা—এই কোলাহলময় লোকালয়—এই হিংসাদ্বেষ-পরিপূরিত জনপদ।

(পুরোস্ত্রী এবং নাগরিকগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

পু।— যুবরাজ, ধর আজ, পূজা-উপহার,
স্ত্রী।— পূজি চন্দন পুষ্পে চরণ তোমার।
পু।— বঙ্গ আজি হে শূন্য বক্ষে,
স্ত্রী।— বঙ্গ-রমণী সিক্ত চক্ষে,
সকলে।— প্রকৃতি মলিন নীরব দুঃখে
বিদায় তোমারে দিতেছে কুমার।
পু।— ছিলে যুবরাজ, আমাদের মাঝ
রেখেছিনু কত যতনে,
স্ত্রী।— আজ্, বিরহ-ব্যথায় প্রাণ কাঁদে হায়
হারাইনু তোমা রতনে।
সকলে।— মনে রেখো প্রভু—মনে রেখো তবু,
তব পদে আজ্ শেষ নমস্কার।

(লক্ষ্মণ এবং রেণুকার প্রতি-নমস্কার ও সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—ধবলেশ্বরীর তীর; কাল—রাত্রি।

পদ্মা।—উঃ কি ভয়ানক দুর্যোগ! ভাব্‌তে ভাব্‌তে এ কোথায় এসে পড়্‌লুম! এ যে ধবলেশ্বরীর তীরভূমি! রাজা বিক্রমপুরে ফিরে এসেছেন, তা' ত আমার কিছুই মনে পড়ে না! তবে কি আমি পাগল হয়েছি! না, তাই বা কেমন ক'রে হতে পারে;—এইত বেশ চিন্‌তে পার্‌ছি। কি ঘোর অন্ধকার! নগরের নয়নানন্দকর দৃশ্য অন্ধকারের বুকে লুকিয়েছে; পথে অন্ধকার—তরুশীর্ষে অন্ধকার—নদীর জলের উপর অন্ধকার!—আকাশের ত' কথাই নাই! এর উপর রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন;—ঘন ঘন বিদ্যুৎ প্রকাশ; এ সব অন্ধকার আমার যেন তত বেশী বলে' বোধ হচ্ছে না—যেন কিছুই নয়।—এরও তবু একটা শেষ আছে!—কিন্তু যে ঘন-ঘোর-তমসা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছে তার বুঝি আর শেষ নাই! লক্ষ্মণ,—আমার প্রাণের লক্ষ্মণ, আজ্ তুমি কোথা?—সে বল্লে না—কিছুতেই আমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ ক'র্‌লে না;—নিজে কলঙ্কের বোঝা মাথা পেতে নিলে—নিজ অঙ্গে কালিমা মেখে

দেশ হ'তে চ'লে গেল, তবুও বল্লে না! অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি মহৎ—সে প্রাণ। উঃ কি করেছি! সে কথা ভাব্‌তেও হৃদয় কেঁপে ওঠে! আমিই না হয় পিশাচী—কালসর্পী, তীব্র প্রবৃত্তির তাড়নায় ফণা বিস্তার ক'রে তাকে দংশন ক'রেছিলুম; কিন্তু তুই না রাজা!—তুই না তার জন্মদাতা পিতা!—তুই না ধর্ম্মাসনে ব'সে ন্যায়বিচার ক'রেছিলি? ধিক্ তোরে—ধিক্ তোর রাজধর্ম্মে—আর শত ধিক্ তোর ন্যায়বিচারে! উঃ কি বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছি! তার চেয়ে এ প্রাণ—এ কলুষিত প্রাণ বিসর্জ্জন করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ! আমি ম'রব—ডুবে ম'রব! আর পারিনে!—লক্ষ্মণ, আমায় ক্ষমা কর। মা হয়ে পুত্রের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি—ক্ষমা ক'র্‌বিনে? লক্ষ্মণ,—আমার প্রাণের লক্ষ্মণ, একবার আয়—একবার আমায় মা ব'লে ডাক্! আমি সব ভুলে যাই। আমি রাজ্য, ধন, কিছুরই প্রার্থী নই,—আমি কিছুই চাই না,—আমি শুধু চাই তোমার মত পুত্রের মা হ'তে! কই, লক্ষ্মণ ত ক্ষমা ক'র্‌তে এলো না,—এত ডাক্‌লুম, কই সাড়া ত দিলে না! মা, ধবলেশ্বরি, একদিন তোর এই মনোরম সৈকতভূমিতে কত স্বপ্নরাজ্যের রচনা ক'রে,—দুর্বৃত্ত লম্পট রাজার গলায় মালা দিয়েছিলেম,—তার বিষময় ফল হাতে হাতেই পেয়েছি! আর না মা,—তোর স্নেহময় কোলে মানুষ হয়েছি, আবার তোরই শান্তিময় কোলে এখন ঘুমুতে যাই! (পতনোদ্যোগ)

(সিংহগিরির প্রবেশ।)

কে কে? লক্ষ্মণ! তবে কি এই হতভাগিনী পদ্মাক্ষীকে মনে পড়েছে? মা ব'লে ক্ষমা ক'র্‌তে এসেছ? লক্ষ্মণ, প্রিয় পুত্র আমার——

সিংহ।—(অনুচ্চস্বরে) কে এ রমণী! এ কি উন্মাদিনী! (প্রকাশ্যে) মা, তুমি কে?

পদ্মা।—কেন পুত্র, আমায় কি চিন্‌তে পা'র্‌ছ'না? আমি যে তোমার ছোট মা!

সিংহ।—মা, একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি, তুমি যাকে খুঁজ্‌ছ, আমি তোমার সে পুত্র নই!—কিন্তু মা, আমাকেও তোমার পুত্র ব'লে মনে ক'রো।

পদ্মা।—(সচকিতে) কে আপনি?—আপনি তপস্বী! কেন ঋষিবর আমার এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ ক'র্‌লেন? আমি যে মা হয়ে পুত্র কোলে ক'রে ছিলুম। তবে কেন এ মোহ ভেঙে দিলেন?

সিংহ।—মা, তুমি কে? পরিচয় প্রদানে কি কোন বাধা আছে?

পদ্মা।—কিছুনা—তবে আপনার পরিচয় না জান্‌লে কেমন ক'রে—কোন্ বিশ্বাসে আমার পরিচয় প্রকাশ করি।

সিংহ।—আমি বনফলমূলাহারী তপস্বী,—আমার নাম সিংহগিরি—আমি মহারাজ বল্লালসেনের গুরু।

পদ্মা—আর আমি সেই পাপিষ্ঠের কনিষ্ঠা মহিষী।

সিংহ।—বল্লালের কনিষ্ঠা রাণী! তবে কেন মা ধবলেশ্বরীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছিলে?—তোমার কিসের দুঃখ?

পদ্মা।—আমার কিসের দুঃখ! গুরুদেব, শুন্‌বেন্? তবে শুনুন আমার কলঙ্ক-কাহিনী;—আমি নীচজাতীয়া চর্ম্মকার-তনয়া—আমার রূপে মোহিত হ'য়ে রাজা আমায় বিবাহ করেন। তার পর একদিন তাঁর যুবাপুত্র লক্ষ্মণের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, তার প্রণয় ভিক্ষা করি; কিন্তু রাজপুত্র আমায় মাতৃ-সম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করে। উপেক্ষিতা হয়ে আমি ভুজঙ্গিনীর মত লক্ষ্মণকে দংশন করি। এখন নিজের বিষের জ্বালায় নিজে পুড়ে ক্ষার হচ্চি। পাপিষ্ঠ রাজা আমার মিথ্যা প্ররোচনায় পুত্রের নির্ব্বাসন-আজ্ঞা দিলেন—সেই অনুতাপে এখন আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমার অন্তিমে সদ্গতি হয়! আমি আর এ কলঙ্কিত জীবন বহন ক'র্‌তে অক্ষম—আমি ধবলেশ্বরীতে ডুবে ম'রব'! (পদধূলি গ্রহণ)

সিংহ।—উঠ বৎসে, এতক্ষণে সব বুঝ্‌তে পারলেম! প্রথম যখন গৌড়ে উপস্থিত হয়ে শুন্‌লেম যে, লক্ষ্মণ দেশত্যাগ ক'রেছে, তখন কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। আবার লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পরই রাজা বিক্রমপুরে ফিরে এসেছে—তখনও কিছু বুঝতে পারিনি!—এখন আমার সম্মুখ হ'তে একটা অন্ধকারের যবনিকা স'রে গেল! বল্লাল, তোমার পাপের চতুষ্পাদ পূর্ণ হয়েছে! মা, কেন তুমি আত্মবিসর্জ্জনে সংকল্প ক'রেছ? আত্মবিনাশ যে মহাপাপ!

পদ্মা।—গুরুদেব, আমার পাপের আর বাকী কি? আমা' অপেক্ষ অধিকতর পাতকিনী আর কে আছে? স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর

বিশ্বাস হারিয়েছি,—মা হ'য়ে পুত্রের প্রণয় ভিক্ষা ক'রেছি— তার চেয়ে বেশী পাপ আর কি হ'তে পারে প্রভু? তার চেয়ে কি আত্মহত্যা বেশী পাপের কার্য্য? তাপসশ্রেষ্ঠ, অনুগ্রহ ক'রে আপনার শিষ্যকে বল্‌বেন যে, তার স্বৈরিণী স্ত্রী পদ্মাক্ষী ধবলেশ্বরীতে ডুবে মরেছে। মা—ধবলেশ্বরি, তোমার পাপিয়সী দুশ্চরিত্রা তনয়াকে কোলে স্থান দাও মা! (পতন)

সিংহ।—তাইত! একি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম! আমি বিমুগ্ধ হয়ে এই নারীর কথা শুন্‌ছিলেম—আর অনুকম্পায় আমার পাষাণ হৃদয়ও গ'লে অশ্রু হয়ে পড়্‌ছিল! যখন চমক ভাঙ্‌লো, তখন সব শেষ! একটু অবকাশ ও পেলেম না। ভগবন্! এ নারী-হত্যারূপ মহাপাতকের অংশও কি আমার গ্রহণ ক'র্‌তে হবে? তবে যাও মা, আমার আজন্ম-অর্জ্জিত-তপস্যার ফলে তোমার সর্ব্বগ্লানি ধৌত হয়ে যাক্! (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—রাজার কক্ষ; কাল—প্রভাত।

রাজা ও পশুপতি।

রাজা।—কাল সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কেটেছে—প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা হাহাকার গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে—কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা!

পশু।—মহারাজ, ও সব কিছুই নয়, একটু স্ফূর্ত্তি করুন—সব সেরে যাবে।

রাজা।—তবে—তাই হ'ক্! নর্ত্তকীদের ডেকে পাঠাও!

(পশুপতির সঙ্কেতে তথাকরণ।)

পশু।—তবে আজ্ সকাল থেকেই লেগে যান!

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও অভিবাদন।)

পশু।—দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে কেন বাবা, জুড়ে দাও!

নৃত্যগীত।

যৌবন-উছলিত-সুকুমার-অঙ্গে—
হান' সখা ফুলশর নিঠুর ভ্রুভঙ্গে!
রাখি' তোমা হৃদি'পরে—বাঁধি বাহু-বেষ্টনে
বিরহ উঠুক্ বাজি মিলনের সঙ্গে!
চুম্বয়ি নয়ন, অধরে অধরে—
আলু থালু কেশবাস উথলিত রঙ্গে;—
শিথিল দেহলতা মৃদু মৃদু ঘর্ম্মে
বহুক্ বাসনা গলি' অশ্রুতরঙ্গে।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।)

রাজা।—সখা, আমি কি এটা অন্যায় কর্‌লেম?

পশু।—কোন্‌টা মহারাজ?

রাজা।—কেন?—তুমি কি জাননা?

পশু।—আপনার ন্যায়ের কাজ অনেক কি না—তাই ঠিক্ ঠাওরাতে পারছি না—কোনটা!

রাজা।—লক্ষ্মণের বিসর্জ্জন কি ন্যায়-বিগর্হিত-কার্য্য হয়েছে? লোকে কি কিছু বোল্‌ছে?

পশু।—লোকে যাই বলুক্—আমি ত বল্‌ছি আপনি ধর্ম্ম-বিচার করেছেন!

রাজা।—কেন, কেন! সখা, তুমি কি লক্ষ্মণের নির্ব্বাসনে দুঃখিত?

পশু।—সম্পূর্ণ!—শুধু আমি কেন—রাজ্যশুদ্ধ সকলেই মর্ম্মাহত—সকলেই বোল্‌ছে—

রাজা।—সকলে কি বোল্‌ছে?

পশু।—যে, আমাদের মহারাজ রাণীর একটা মিথ্যা প্ররোচনায় নিজ পুত্রকে নির্ব্বাসন দিলেন। আরও বল্‌ছে যে, যখন আপনি যুবরাজের নির্ব্বাসনাজ্ঞা উচ্চারণ করেন, তখন আপনার বিচার-তুণ্ডে দুষ্ট-সরস্বতী চেপেছিল!

রাজা।—সখা, তুমি আমায় কি মনে কর?

পশু!—একজন কাপুরুষ—স্ত্রৈণ—

রাজা।—ব্রাহ্মণ, সাবধান—

পশু!—কিসের জন্য মহারাজ, এতদিন অযথা চাটুবাক্যে আপনার মনোরঞ্জন করে এসেছি, কিন্তু আর প্রবৃত্তি হয় না—একটা ঘৃণা এসেছে। আপনাকে আমি ঘৃণা করি—অন্তরের সহিত ঘৃণা করি!—

রাজা।—ব্রাহ্মণ, এখন' ব্রাহ্মণ ব'লে তোমার মর্য্যাদা রেখেছি—বন্ধু ব'লে আজ তোমায় ক্ষমা ক'রলেম।

পশু।—আমি আপনার করুণার ভিখারী নই।

(সিংহগিরির প্রবেশ।)

রাজা।—(সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) একি! গুরদেব! প্রভু, আজ আমি ধন্য! আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত'? এতদিন পরে কি মনে ক'রে ভগবন্?

(পশুপতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং উঠিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

সিংহ।—তোমাকে তোমার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে—বল্লাল!

রাজা।—এমন কি পাপ করেছি তাপসশ্রেষ্ঠ?

সিংহ।—শুন্‌বে বল্লাল, তবে শোন—অপ্রিয় সত্য গুলো!

রাজা।—অনুগ্রহ ক'রে বলুন?

সিংহ।—প্রথমতঃ তুমি নীচ-জাতীয়া ডোম্ এবং চর্ম্মকারকন্যার পাণি-গ্রহণ ক'রে তোমার নিজের এবং সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন ক'রেছ।

রাজা।—শাস্ত্রে আছে প্রভু!

সিংহ।—দ্বিতীয়তঃ সচ্চরিত্র নিরপরাধ লক্ষ্মণের নির্ব্বাসনে অঙ্গে যে কালিমা লেপন ক'রেছ, তা' আর কিছুতেই ধৌত হবার নয়।

রাজা।—গুরুদেব, সে কুপুত্র। সে আমার কনিষ্ঠা মহিষীর প্রণয়প্রার্থী হয়েছিল।

সিংহ।—মিথ্যা কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যা! বল্লাল, তুমি কি এ সংবাদও রাখ না যে, তোমার কনিষ্ঠা মহিষী পদ্মাক্ষী ধবলেশ্বরীতে ডুবে মরেছে!

রাজা।—ডুবে মরেছে! গুরুদেব—

সিংহ।—স্থির হও!—আর মর্‌বার সময় আমাকে তার সমস্ত কুৎসিত

কাহিনী বিবৃত করে' গিয়েছে; লক্ষ্মণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ—তোমারই প্রিয়তমা কনিষ্ঠা মহিষী যুবরাজের রূপযৌবনে মুগ্ধা হ'য়ে—উচ্ছৃঙ্খলা প্রবৃত্তির গতিরোধ ক'রতে না পেরে—লক্ষ্মণের প্রেম ভিক্ষা করেছিল।—

রাজা।—গুরুদেব এ কি শুন্‌ছি!

সিংহ।—ধ্রুব সত্য! শোন—ধর্ম্মভীরু যুবরাজ সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে পদ্মাক্ষীকে মাতৃসম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করে! সে উপেক্ষিতা হয়ে এই সর্ব্বনাশ সাধন করেছে! যুবরাজ নিষ্কলঙ্ক! সে বিমাতার ঘৃণ্য চরিত্রের বিষয় গোপন রেখে—নিজে কলঙ্কিত হয়ে—দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছে;—তুমি রমণীর রূপ-মহিমায় মুগ্ধ হয়ে—পিশাচীর মিথ্যা কথায় নিজপুত্রকে দেশ হ'তে বিতাড়িত করেছ?

রাজা।—গুরুদেব, রক্ষা করুন! বুক্ ফেটে যায়!

সিংহ।—প্রকৃতিস্থ হও বল্লাল! আরো শোন—

তৃতীয়তঃ, তুমি এক নীচজাতীয়া রমণীর অবৈধ উপায়ে গর্ভ উৎপাদন ক'রে—নিজের দুশ্চরিত্রের বিষয় গুপ্ত রেখে—এক নিরপরাধ ব্রাহ্মণের অঙ্গে তোমার কলঙ্ককালিমা লেপন ক'রেছ—ব্রাহ্মণের কুলগৌরবের মূলে চিরদিনের মত কুঠারাঘাত ক'রেছ!

রাজা।—ক্ষান্ত হ'ন্! প্রভু আর না—

সিংহ।—শোন—চতুর্থতঃ রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ—রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বণিক্‌জাতিকে লাঞ্ছিত ক'রে রাজ্যে যে ক্ষতি আনয়ন ক'রেছ,

তা' আর সহজে পূরণ হবে না। তুমি কি জাননা, যে রাজ্যে বণিক্ নাই, সে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কখনই সম্ভবপর নয়। এমন কোন রাজ্য দেখাতে পার, যেখানে বণিক্ নাই অথচ সে রাজ্য উন্নতিশীল? বোধ হয় পার না! বণিক্‌ই রাজ্যের লক্ষ্মী—সেই বণিক্‌দের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশ্রীও তোমাকে ত্যাগ করেছে।

রাজা।—প্রভু, ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হয়েছে।

সিংহ।—আর বেশী বলব'না। তোমার যখন অনুতাপ উপস্থিত হয়েছে, তখন প্রায়শ্চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে। শোন শেষ কথা;—তোমার প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বানিষ্টকারিণী এই কৌলীন্য-প্রথা ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ-সমাজের অশেষবিধ অমঙ্গল সংসাধন ক'রবে! বল্লাল, জননীর অপরাধের বিচারক হওয়া যদি পুত্রের অনুচিত হয়, পিতার শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা যদি পুত্রমুখ হ'তে নির্গত হওয়া উচিত না হয়, এবং দেবতার দোষাদোষ-সমালোচনা যদি মনুষ্যের অকর্ত্তব্য ব'লে স্থিরীকৃত হয়, তবে তুমি অম্বষ্ঠ-জাতীয় রাজা—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলের দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক যে শ্রেণীবদ্ধ ক'রেছ, তা' কর্ত্তব্য ব'লে কখনই প্রতিপন্ন হবে না। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মতে যাঁরা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—যাঁরা ধর্ম্মাগারের রক্ষক—তাঁদের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা কি তুমি?—সে বিচারের ভার সমাজের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। সমাজের দোষ-সংশোধন—সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণেরই কার্য্য? সমাজে আবার মনু জন্মগ্রহণ করুন—আবার মনুসংহিতা রচিত হ'ক্—আবার নূতন সংস্কারক আবির্ভূত হ'ন্,

তখন যদি সংস্কারক ব্যবস্থাকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ-বর্ণের শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক বোধ করেন লোকে তা' অবশ্য শিরোধার্য্য ক'রবে। বল্লাল, হলেই বা তুমি হিন্দু রাজা! সমাজ সম্বন্ধে তোমার এতাদৃশ স্পর্দ্ধা অসহনীয়!

রাজা।—গুরুদেব, আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না।

সিংহ।—হ'তে পারে বল্লাল, তোমার অভিপ্রায় মন্দ ছিল না; হ'তে পারে ব্রাহ্মণের শ্রেণীবদ্ধ হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ হয়েছিল;—হ'তে পারে রাজাজ্ঞা ভিন্ন তা' সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা ছিল না!—যতই হ'ক না কেন, ভবিষ্যতে তোমার কৌলিন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপন-কার্য্য যে ভয়ানক কুফল উৎপাদন কর্‌বে তা' নিরাকরণ কর্‌বার ক্ষমতা—তোমার নাই!—তোমাতে দূরদর্শিতার একান্ত অভাব! তুমি স্বয়ং সঙ্করজাতীয় হ'য়ে—হয়ত বোঝ না যে ব্রহ্মকল্পিত বর্ণাভিমান কত বলবান! হয়ত তুমি ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌বে না যে, ব্রাহ্মণের গগনস্পর্শী বর্ণাভিমানের সীমা কোথায় শেষ হয়েছে।—তাই তুমি এই কুলপ্রথা সংস্থাপন ক'রেছ।

রাজা।—গুরুদেব ক্ষমা করুন্, ক্ষান্ত হন্! (পদতলে পতন)

সিংহ।—উঠ বৎস, যা' হবার হয়েছে!—তার আর কোন উপায় নাই।

রাজা।—(উঠিয়া) গুরো, আজ যেন আমার চোখ হ'তে একটা মোহ-আবরণ স'রে গেল। এতদিন যেন কি একটা অমানুষী প্রভাব আমার উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রেছিল কিন্তু সৌভাগ্যগুণে আপনার পবিত্র সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভ ক'রে

আমি আজ আবার আমাকে নূতন ক'রে চিন্‌তে পারলেম। আজ যেন আমি আর সে বল্লাল নই—সম্পূর্ণ নূতন!—আজ হ'তে জগতের ভবিষ্য ইতিহাস আমাকে দ্বিতীয় বল্লাল ব'লে অভিহিত ক'রবে। গুরুদেব, এখন আদেশ করুন, আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করি।

সিংহ।—বৎস, এখনও সে সময় আসেনি! যখন সময় হবে তখন আমিই তোমাকে বানপ্রস্থ গ্রহণে উপদেশ প্রদান ক'রব। (পশুপতির প্রতি) বৎস পশুপতি, তোমায় রাজার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পাঠিয়েছিলেম—তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে, এখন আর এখানে থাকবার্ আবশ্যক নাই—তুমি আশ্রমে চল।

পশু।—তবে ব্রাহ্মণীকে নিয়ে আসি।

রাজা।—সখা, সখা, তুমি কি তবে গুরুদেবের প্রেরিত হ'য়ে—

পশু।—হাঁ মহারাজ, আমি গুরুদেবের আদেশেই এখানে এসেছিলেম। এখন বিদায় দিন—আমি আসি!

রাজা।—আজ ভগবান সিংহগিরির কৃপায় নবজীবন লাভ ক'রে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী দুঃখ হচ্চে যে, তুমি বন্ধু, আজ বিদায় গ্রহণ ক'রছ। আমি না জেনে তোমাকে কতদিন কত রূঢ়কথা বলেছি—তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি—তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি—আজ যাবার সময় তুমি কি সে সব ক্ষমা ক'রে যাবে না? তোমার আশু-বিচ্ছেদে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে—একটা মর্ম্মন্তুদ কাতরতা আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন পাকিয়ে পাকিয়ে

উঠ্‌ছে। বন্ধুবর, (পশুপতির হস্তধারণ করিয়া) আমার মতিভ্রম হয়েছিল—আমার বুদ্ধির দোষে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকে হারিয়েছি—আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সভাসদ্‌গণের উপদেশ হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আর আজ তুমিও চলে যাবে! বল বন্ধু, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রবে? আমার কোন অপরাধ গ্রহণ ক'রবে না? আমি কি নিয়ে আজ বঙ্গের সিংহাসনে—(অশ্রু-বিসর্জ্জন)

পশু।—বন্ধুবর, রাজা, প্রতিপালক, মহারাজ বল্লালসেন, কেন বৃথা অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চেন? কেন এই আত্মগ্লানি! যা' হবার তা' হয়ে গেছে—মানুষমাত্রেরই ভুল হয়—আর বৃহদ্ব্যাপারে ত্রুটি অপরিহার্য্য! তবে কেন পূর্ব্বকথা স্মরণ ক'রে হৃদয়কে এরূপ ব্যাকুল ক'রে তুল্‌ছেন্! ভেবেছিনু, বিদায়ের পূর্ব্বে আমিই আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রব,—আমি আপনার নিকট কত অপরাধী—আমিই আপনাকে পরিহাসচ্ছলে কত কথা বলেছি। আপনি আমাকে বয়স্য ভাবে দেখ্‌তেন আর আমিও আপনার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রেরিত হয়েছিলেম্ এবং সেই জন্যই সময়ে সময়ে আপনার রাজোচিত মর্য্যাদা-প্রদর্শনে কার্পণ্য করেছি—আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।

সিংহ।—বৎস পশুপতি, তৎপর হও! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাকে এখনই কোন এক গুরুতর কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যেতে হবে এবং তোমাকেও আমার অনুগমন করতে হবে। (রাজার প্রতি) বৎস, এখন তবে আমরা আসি—সময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে। কায়মনোবাক্যে আশার্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে

তোমার মতি অচলা হক্। (রাজা সিংহগিরিকে প্রণাম করিলেন এবং সিংহগিরি রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন।)

রাজা।—(পশুপতিকে আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে) তবে—এস' বন্ধু—

পশু।—এই বাচাল ব্রাহ্মণকে যেন মাঝে মাঝে স্মরণ কর্‌তে ভুলবেন্ না। (পশুপতির রাজাকে প্রত্যালিঙ্গন।)

(রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ও সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা।—মহারাজের জয় হ'ক্!

রাজা।—সেনাপতি, আপনার এ আকস্মিক আগমনের কারণ কি ?

সেনা।—বিক্রমপুর অবরুদ্ধ।

রাজা।—বিক্রমপুর অবরুদ্ধ ! কে অবরোধ করেছে !

সেনা।—মহারাজ, বিচলিত হবেন না। সব প্রকাশ করে ব'ল্‌ছি।

রাজা।—শীঘ্র—বলুন।

সেনা।—সেই যে, মোহান্ত ধর্ম্মগিরি—

রাজা।—হাঁ তাঁর কি হয়েছে ?

সেনা।—তাঁকে রাজ্য হ'তে অবমানিত ক'রে—

রাজা।—আমার মনে আছে, আপনি বলে যান্?

সেনা।—সেই ক্ষোভে, সেই আক্রোশে তিনি আজ মুসলমানরাজ অজ্ বায়াজুম্বার সহিত ষড়যন্ত্র করে'—বিক্রমপুর অবরুদ্ধ করিয়েছেন।

রাজা —বায়াজুম্বা কেন স্বীকৃত হলেন ?

সেনা।—তাঁকে আপনার ঐশ্বর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়ে—প্রলুব্ধ ক'রে—উত্তেজিত করেছেন।

রাজা।—সেনাপতি, আপনি কি এ সংবাদ পূর্ব্বে পান্‌নি ?

সেনা।—আমি পূর্ব্বেই এ সংবাদ পেয়ে সসিদ্রা আর ক্রুপ্‌কে গুপ্তচরবেশে পাঠিয়েছিলেম ; কিন্তু তারা এ পর্য্যন্ত ফির্‌লো না।

রাজা।—হয়ত তারা শত্রুহস্তে নিহত হয়েছে—তাদের ছদ্মবেশ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যাক্‌—আপনি শত্রুসংখ্যা কত অনুমান করেন ?

সেনা।— শত্রুসৈন্য সংখ্যায় এত অধিক যে, তারা পিপীলিকার মত সমস্ত নগরী বেষ্টন করেছে।

রাজা।—এখন উপায় ?

সেনা।—যুদ্ধ করা।

রাজা।—তবে প্রস্তুত হন্‌ ;—আমি কাল প্রত্যুষেই যুদ্ধযাত্রা ক'রব।

সেনা।—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(রাণীদের প্রবেশ)

চণ্ডে।—মহারাজ, আবার কিসের যুদ্ধ ?

রাজা।—এক মুসলমান রাজা বিক্রমপুর অবরোধ করেছে ;—তাই এ যুদ্ধের আয়োজন প্রিয়ে ?

চণ্ডে।—সেকি মহারাজ ! এসময়ে যুদ্ধ আপনার পক্ষে একান্ত অনুচিত।

রাজা।—তা, বুঝি মহিষি ; কিন্তু দেশ রক্ষা ক'রবে কে ? নগরী অবরুদ্ধ— রাজধানী অবরুদ্ধ হ'তে কতক্ষণ !

চণ্ডে।—কেন সেনাপতি ত' আছেন !

সকলে।—ভগ্নি, এবিষয়ে মহারাজকে বাধা দিস্‌নে !

রাজা।—তবুও আমায় যেতে হ'বে।

চণ্ডে।—তবে কি—কালই যাত্রা ক'রবেন ?

রাজা।—কালই।

চণ্ডে।—মহারাজ—

রাজা।—কেন মহিষি ?

চণ্ডে।—কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনার এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয় হ'ক্! কিন্তু—

রাজা।—কিন্তু কি রাণি ?

চণ্ডে।—না মহারাজ—ও কিছু নয়—

রাজা।—বল' মহিষি ?

চণ্ডে।—যুদ্ধে জয় পরাজয়—উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর না করুন, যদি আপনার পরাজয় হয় তবে আমাদের সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত কোন্ উপায় অবলম্বন কোর্‌বো ?

রাজা।—তার জন্য তোমরা ভেবোনা। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দুটী শিক্ষিত পারাবত নিয়ে যাচ্ছি। সম্বাদবাহকের ন্যায় ঐ পক্ষীদ্বয় অন্তঃপুরে ফিরে এলে তোমরা জান্‌বে—আমাদের এ যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে এবং আমি নিহত হয়েছি।

সকলে।—ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

রাজা।—তখন বিজয়ী শত্রুহস্ত হ'তে সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত আমার আজ্ঞায় ভৃত্যেরা তোমাদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত ক'রে দেবে—তোমরা সেই প্রজ্বলিত চিতায় আত্মসমর্পণ ক'রে আশু-বিপদ হতে উদ্ধার পাবে।

চণ্ডে।—স্বামিন্, ঈশ্বরের নিকট আমাদের হৃদয়ের এই প্রার্থনা যেন আপনি এ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ফিরে আসেন। রামচন্দ্র যেমন

রাবণকে নিহত করেছিলেন, আপনিও যেন সেইরূপ বায়াডুম্বাকে নিহত করেন। বাসব যেমন নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন, আপনিও যেন তদ্রূপ ক্ষিপ্রহস্তে বায়াডুম্বার মস্তক ছেদন করেন এবং জয়শ্রী যেন আপনাকে বরমাল্য-হস্তে বরণ করেন।

রাজা।—চলো প্রিয়ে, ক্রমে বেলা অধিক হ'ল—

সকলে।—চলুন্—স্নানাহারের সময় উপস্থিত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—সৈন্যশিবির-সংলগ্ন মস্‌জিদ্; কাল—প্রত্যূষ।

রাজা এবং সেনাপতি।

রাজা।—তা' হ'লে সেনাপতি, কি উপায় স্থির কোর্‌লেন?

সেনা।—উপায়ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না মহারাজ! এই বিপুল সৈন্যবলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌লেই আমরা পরাজিত হবো তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা।—তবে কি ক'র্‌বেন?

সেনা।—আমি মনে করেছি—কৌশলে কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌বো!—সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের আশা সুদূর-পরাহত।

রাজা।—তা' হলে——

সেনা।—কুটনীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

রাজা।—তা'তে অধর্ম্ম হবে সেনাপতি!

সেনা।—কিসের অধর্ম্ম মহারাজ?—মাতৃভূমির রক্ষার নিমিত্ত যদি একটু কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করার নাম 'অধর্ম্ম' হয় তবে সে অধর্ম্মকে সাদরে আলিঙ্গন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। যে কোন উপায়েই হ'ক্ দেশকে রক্ষা করা চাই।

রাজা।—কিন্তু—

সেনা।—এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নাই মহারাজ।

রাজা।—চির-গৌরবান্বিত আর্য্য-যুদ্ধ-পদ্ধতি হ'তে ভ্রষ্ট হ'লে লোক-নিন্দা অনিবার্য্য—সেটা কি ভেবেছেন সেনাপতি?

সেনা।—আর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে—শত্রুর পদঃরজে মস্তক শোভিত ক'রলেও লোকনিন্দা অনিবার্য্য—সেটা কি ভেবেছেন মহারাজ?

রাজা—তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য?

সেনা।—মুসলমানেরা যখন আমাদের অতর্কিত অবস্থায় রাজধানী আক্রমণ করেছে, তখন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই ঋষিপ্রোক্ত বাক্যের সম্যক্ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—আপনার মনোভাব সম্পূর্ণ অনুভব ক'র্‌তে পারলেম না।

সেনা।—এখনিই মুসলমানরাজ জজ বায়াদুম্বাকে আক্রমণ ক'রবো।

রাজা।—এই বল্‌ছেন কৌশলে জয়লাভ ক'র্‌বেন আবার বল্‌ছেন এখনিই আক্রমণ ক'র্‌বেন!

সেনা।—মহারাজ, আমি মুসলমানসৈন্য আক্রমণের কথা বল্‌চি না—কেবলমাত্র বায়াদুম্বাকে আক্রমণ ক'র্‌বো—এই বল্‌ছিলাম।

রাজা।—তা' কিরূপে সম্ভবপর?

সেনা।—আমারই আপনাকে বল্‌তে ভুল হয়েছিল। এখনি যবনরাজ

উপাসনার নিমিত্ত মস্‌জিদে আগমন ক'র্‌বেন—আর আমরাও গোপনে তাঁর অনুসরণ কর্‌ব,'—যখন তিনি নমাজে প্রবৃত্ত হবেন—ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁকে পশ্চাদ্দিক্ হ'তে নিহত ক'র্‌ব'।

রাজা।—হত্যা ক'র্‌বেন! ঈশ্বর-উপাসনায় নিরত ভক্তকে অমানুষিক উপায়ে হত্যা ক'র্‌বেন! এ যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য সেনাপতি! আমি রাজা হয়ে কেমন করে' এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত, বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য অনুমোদন ক'র্‌ব'? আমা' হতে এ কার্য্য হবেনা—আমায় অব্যাহতি দিন্।

সেনা।—মহারাজ, আপনি রাজা—ধর্ম্মের প্রতিপালক, একবার মাতৃভূমির মুখপানে চেয়ে দেখুন—একবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

রাজা।—সেনাপতি, অসন্তুষ্ট হবেন না—এ যুদ্ধ একান্ত ন্যায়-ধর্ম্ম-বহির্ভূত। আমি হিন্দুর বীরধর্ম্মমহিমা কিছুতেই হীনপ্রভ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই।

সেনা।—তা' জানি মহারাজ!

রাজা।—তবে কেন সেনাপতি?—

সেনা।—এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ ক'র্‌লে ভবিষ্যতে আর কোন' উপায়ই থাক্‌বে না। আজ্ যদি এ যুদ্ধে পরাস্ত হই তা'হলে বলুন দেখি, আমাদের কি দুর্দ্দশা হবে? মহারাজ, আজ্ যদি মুসলমানেরা বিজয়ী হয়ে আপনার পুরী লুণ্ঠন করে—তখন কি

আপনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন? আজ্ যদি শত্রুরা আপনার পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি আপনারই সমক্ষে পদাঘাতে চূর্ণ করে—আপনি কি তখন জড়-পিণ্ডবৎ নির্ব্বাক্ নিশ্চল হয়ে থাক্‌বেন? আজ্ যদি বিপক্ষেরা আপনার বৃদ্ধা জননীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁকে আপনারই গৃহ হ'তে আপনারই সাক্ষাতে বহির্গত করে দেয়—তখন কি আপনার ধমনীতে শীতল শোণিত প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে? আর যদি আততায়ীরা আপনার যুবতী ভগ্নীর প্রতি কুদৃষ্টি করে—তখন কি আপনি সজ্জিত কাষ্ঠপুত্তলিকার মত তাদের নয়নের শোভা বর্দ্ধন ক'র্‌বেন? আজ্ যদি বিধর্ম্মীরা আপনারই সম্মুখে আপনার যুবতী ভার্য্যার প্রতি পাশব অত্যাচারে তাঁর সতীত্ব হরণ করে, তখন কি আপনি 'ধর্ম্মের জয়' ঘোষণা করে' উন্নত মস্তকে, স্ফীতবক্ষে, সেই দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌বেন? মহারাজ, এত' একটা বিরল দৃষ্টান্ত দেখালেম!—এরূপ দৃশ্য বঙ্গের প্রতিগৃহে, প্রত্যেক পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অভিনীত হয়ে যাবে—তখন এ বিপদের নিরাকরণ ক'র্‌বার ক্ষমতা আপনার কি আমার—কারুরই থাক্‌বে না। তাই বল্‌ছি মহারাজ, সময় থাক্‌তে কার্য্যে অবহেলা ক'র্‌লে ভবিষ্যতে তার বিষময় ফল আমাদেরই ভুগ্‌তে হবে—শুধু আমাদের কেন—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলীকে—সমস্ত বাঙ্গালী জাতীকে চির-দাসত্ব ভোগ ক'র্‌তে হবে। আমাদের এখনকার একটু দোষে—একটু অবহেলায়—চিরকালের নিমিত্ত

তাদের পরাধীন জীবন বহন ক'রতে হবে,—তখন কি তারা আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রবে মহারাজ ?

রাজা।—সেনাপতি, তা, বুঝি—কিন্তু যাতে একটু অধর্ম্ম আছে—একটু অধর্ম্মের ছায়া আছে—সে কার্য্য আর আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে না—

সেনা।—ক্ষমা ক'রবেন রাজন্, আমাদের অদ্যকার কার্য্যের উপর সমগ্র বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি নির্ভর ক'রছে। বাংলার স্বাধীনতা বা পরাধীনতা আজকের কর্ম্মফলের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে যাবে। আসুন, যদি আপনার কিছু মাত্র মাতৃভূমির প্রতি, জননীর প্রতি, ভার্য্যার প্রতি, পুত্রকন্যাদের প্রতি, মমতা থাকে, তবে আর বিলম্ব করবেন না—বৃথা কালক্ষেপ ক'রবেন না।

রাজা।—রাজা হয়ে, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হবে!—সেনাপতি, হত্যার সহায়তা আমি কিছুতেই ক'রব না—

সেনা।—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে—কেন অবিবেচকের মত কথা বলছেন ? আপনি কি ভুলে গেছেন ইন্দ্রজিতবধের নিমিত্ত সৌমিত্র কোন্ উপায় অবলম্বন করেছিলেন ? কর্ণবধের নিমিত্ত যাদবপতি অর্জ্জুনকে কোন্ উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে ছিলেন ? আর কোন্ উপায়েই বা ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেছিলেন ? নিজগুরু দ্রোণাচার্য্যের নিধনের নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন্ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ?

রাজা।—এ সমস্ত উপায়ই নিন্দনীয়।—

সেনা।—স্বীকার করি মহারাজ, কিন্তু এরূপ না ক'র্‌লে সতী-সাধ্বী সীতা-দেবীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হ'ত না—আর ভারতসমরে পাণ্ডুপুত্রেরাও জয়ী হ'তেন না! তা, হ'লে ভারতের নিয়তি-চক্র আজ্ উল্টো-দিকে ফির্‌ত;—আপনিও রাজা হতেন না আর আমিও সেনাপতিত্ব পেতেম না।

রাজা।—সেনাপতি, আপনার এ কুট-তর্ক দূরে নিক্ষেপ করুন—আমি চাই সম্মুখ-সমর—ধর্ম্ম-যুদ্ধ।

সেনা।—আপনার ইচ্ছার অনমুরূপ কার্য্য করি—সে ক্ষমতা আমার নাই, (সচকিতে) মহারাজ আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি আস্‌ছি।   (প্রস্থান।)

রাজা।—এর মানে কি! হটাৎ কথা বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল কেন? কোন বন্য বরাহ-টরাহ দেখলে নাকি? যাই হক্ একটু অপেক্ষা করেই দেখি।

(দ্রুতবেগে একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনি।—সেনাপতি নিহত হয়েছেন—মহারাজ, সেনাপতি নিহত হয়েছেন।

রাজা।—সেনাপতি নিহত হয়েছেন!—কখন্? কার হস্তে?

সৈনি।—মুসলমানরাজ বায়াতুম্বার মস্তক স্বহস্তে ছেদন করে' তাঁরই একজন পার্শ্বচরের হস্তে নিহত হয়েছেন,—তাদের রাজার এরূপ মৃত্যুতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলাচ্ছে।

রাজা।—চুপ্—যাও সেনাপতির মৃতদেহের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন কর—তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা কর,—যাও!   (প্রস্থান)

প্রাক্তন,—এতক্ষণে বুঝলেম সেনাপতি, কেন আপনার এই অগস্ত্য-প্রয়াণ! বন্ধু, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে পেলে! আর কি!—সব গেল! এখন একটা মহাশূন্যতা নিয়ে বেচে থাকৃতে হবে! এবারকার যুদ্ধে জয়লাভ হ'ল না—এবার সম্পূর্ণ পরাজয়।—

(রতনের প্রবেশ।)

রতন।—বুঝতে পেরেছো—এতদিনে বুঝতে পেরেছ'!

রাজা।—কে তুমি রমণি?

রতন।—অত্যাচার-পীড়িতা, প্রতি-হিংসা-পরায়ণা, উন্মাদিনী—আমি রতন!

রাজা।—এখানে কেন রতন?

রতন।—আপনাকে এক দুসম্বাদ শোনাতে!

রাজা।—এর চেয়েও দুঃসম্বাদ আছে নাকি? বল আমি প্রস্তুত।

রতন।—শুনতে পার্‌বেন মহারাজ?

রাজা।—সাগরে যে বাস করে, সে কি শিশিরে ভয় করে! বুদ্ধির দোষে লক্ষ্মণকে হারিয়ে নিজের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেছি—আজ্ সেনাপতির নিধনে বাম হস্তখানিও স্কন্ধচ্যুত হ'ল,—এর চেয়ে আরো কি দুসম্বাদ আনতে পার কল্যাণি?

রতন।—জগদীশ্বর! একি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! আপনি কি সেই বল্লাল? না, না, আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি—মহারাজ, বিপন্নের আশ্রয়, আর্ত্তের অভয়দাতা, ক্ষমা করুন—আমিই আপনার ধ্বংস এনেছি, আমি আপনার সর্ব্বনাশের মূল, আমিই স্বহস্তে

পারাবতদ্বয়ের পিঞ্জরদ্বার মুক্ত ক'রে দিয়েছি, তারা এতক্ষণে বোধ হয় আপনার পরাজয় ও মৃত্যু-সংবাদ আপনার মহিষী-দের নিকট বহন করে নিয়ে গেছে !

রাজা।—সত্যই আমার সর্ব্বনাশ করেছ !—নারী হয়ে নারী-হত্যার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছ !—কিন্তু তোমার দোষ কি ! নিষ্ঠুর নিয়তি-চক্র কেউ রোধ কর্‌তে পারে না।

রতন।—এই মহাপরিবর্ত্তন—এই অল্প সময়ের মধ্যে ! মহারাজ, আপ-নার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমার চিরপুষ্ট প্রতিহিংসা আজ অনুকম্পায় পরিণত হয়েছে। এখন নিজেরই একটা অনুতাপ উপস্থিত হয়েছে। মহারাজ, দেখছেন এই শাণিত অস্ত্রখানি—একদিন আপনারই রুধিরে রঞ্জিত কর্‌ব' ব'লে বহুযত্নে রক্ষা ক'র্‌ছিলেম, আর তা হ'ল না—কিন্তু এই প্রতি-হিংসা-বিষ-জর্জ্জরিত তীক্ষ্ণ ছুরিকার উদ্দেশ্য কখন' ব্যর্থ হবে না—এর একটা বলি চাই-ই চাই !

(নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

রাজা।—হায়, নারি, এ মহাপাতক কেন অনর্থক ক্রয় কর্‌লে—কেন এ আত্মহত্যা ?—

রতন।—ব্যক্তিগত স্বার্থের নিমিত্ত—রাজ-অত্যাচারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত যে নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করে—শ—ত্রু—কে ঘ—রে—র ম—ধ্যে ডে—কে আ—নে, আ—ত্ম—হ—ত্যা—ই তা—র প্র—কৃ—ত

পু — র — স্কা — র ——— আ — ত্ম — হ — ত্যা — ই　তা — র
প্র — কৃ — ত　প্রা — য় — শ্চি ———।　　　(মৃত্যু)

রাজা।—তবে যাও দেবি! প্রার্থনা করি তোমার অক্ষয় স্বর্গ হ'ক্— আমিও তোমার পথ অনুসরণ করতেম—কিন্তু তা আর হ'ল না!—এই বিশাল বঙ্গরাজ্যের কর্ত্তব্যপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব এখনও সম্পূর্ণ আমারই স্কন্ধে! এখন যাই!—যদি কোনরূপে, মহিষীদের এই ভীষণ হত্যার হস্ত হ'তে পরিত্রাণ কর্‌তে পারি।　　　(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিক্রমপুর; দৃশ্য—প্রজ্বলিত-চিতা; কাল—গোধূলি।

বল্লাল-মহিষীবৃন্দ।

চণ্ডে।—এস' বোন্ এস'—আর বিলম্ব ক'রো না। হয়ত মুসলমানেরা এতক্ষণ রাজপুরী লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হচ্ছে! পারাবতদ্বয় অনেকক্ষণ পূর্ব্বে মহারাজের মৃত্যু-সংবাদ এনেছে। এস' তবে, আমরা সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রেখে পতির অনুবর্ত্তিনী হই। আমার ভয় হয়—পাছে শত্রুরা এসে পড়ে।

হেম।—ভগ্নি, তুমি বীর-পত্নী হয়ে ভয় পাচ্ছো! কিসের ভয়? আসুক বিধর্ম্মীরা—দেখুক তারা—হিন্দুরমণীরা কেমন ক'রে নারী জীবনের সাররত্ন সতীত্ব রক্ষা করে! বোন্, আমরা বীরজননী

—আমাদেরই শিশু পুত্র ভরত, দুরন্ত সিংহ শাবক নিয়ে খেলা ক'র্‌তো—আমাদের বালক, অভিমন্যু ভারত-সমরে অতুলনীয় বীরত্ব এবং যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছে, আমরা তাদের মা—আবার সেইরূপ স্বামীরই বনিতা - আমরা বীর-প্রসবিনী! আমরা যদি তুচ্ছ মুসলমান ভয়ে ভীত হব' তবে আদর্শ নারী চরিত্রের প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত জগতের কোন্ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে!

চণ্ডে।—বোন্, আমিও সে কথা জানি—কিন্তু আজ্ আমাদের মরণের পথে যদি কোন অন্তরায় এসে উপস্থিত হয়!—আমরা পতিহীনা—আমরা আজ্ নিরাশ্রয়া—আমাদের কে রক্ষা কর্‌বে?

হেম।—কে রক্ষা ক'র্‌বে! আমরাই আমাদের রক্ষা ক'র্‌বো—আর আমাদের রক্ষা ক'র্‌বে ঐ প্রজ্বলিত চিতা। পতি-পুত্রহীনা রমণীই অধিক দুঃসাহসিকতার কার্য্য ক'রতে পারে—কারণ, তাদের মুখ চাইবার কেউ থাকে না। আসুক বিধর্ম্মীরা—স্তম্ভিত হয়ে দেখুক্ যে, বাঙ্গালীর পুরুষের বাহুতেই যে শুধু-বল্ আছে তা নয় - বঙ্গরমণীর হৃদয়েও যথেষ্ট তেজ আছে।

চণ্ডে।—এ দুঃখের সময় উত্তেজিত হয়ো না বোন্! এস' আমরা অগ্নি-দেবকে প্রণাম ক'রে—আমাদের স্বর্গগত প্রিয়তম পতিকে স্মরণ ক'রে—অনলে প্রবেশ করি,—দেখ বোন্, পুড়ে মরতে যেন ভয় পেয়ো না!

হেম।—দিদি, সতীর ধর্ম্মই পতির অনুগমন করা; তবে স্বামীর সঙ্গে একত্রে চিতারোহণ কর্‌তে পেলুম না এই মাত্র দুঃখ, নতুবা—

অনলে আমাদের কিসের ভয়! আমরা হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী, আমাদের ছেলেবেলা হ'তে মরণ পর্য্যন্ত অগ্নির সহিত খেলা করতে হয়; আমরা যদি আগুনকে ভয় ক'রব—তবে শত দাবা-নলের প্রজ্বলিত শিখা কোন্ জাতীর বিধবা রমণী বক্ষে ধারণ ক'রে চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রবে—পতি বিয়োগের সহস্র বাড়বাগ্নি হিন্দুললনা হাস্যআস্যে বক্ষ পেতে নেবে?—তবুও স্বপ্নে পত্যন্তর গ্রহণের চিন্তাকে মনে স্থান দেবে না!—এমনি কঠিন শাসন এই হিন্দু-সমাজের—এমনি সুদৃঢ় বন্ধন এই হিন্দু ধর্ম্মের! আমরা এই চির-গৌরবান্বিত কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কি আজ অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ ক'রতে ভয় পাবো! আমাদের ধর্ম্মের তুলনায়—সতীত্বের গরিমায়—আমরা আমাদের এ জীবনটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি—

সুভগা।— তবে এস' বোন্, আমরা অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করি!

সকলের অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিতে করিতে

গীত।

আমরা বিধবা, হিন্দুরমণী
অনলে কি করি ভয়?
শৈশব হতে, অনলের সাথে
আমাদের পরিচয়!
জননে মরণে, আর পরিণয়ে,
শিক্ষা, দীক্ষা, স্বামীর আলয়ে,
পূজা-উৎসবে, আচারে বিচারে,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সকল সময়!

ঝাঁপায়ে পাবকে পড়িব আজি—
পাবকে প্রাণ করিব দান ;
রক্ষা করিতে সতীর ধর্ম্মে—
হিন্দুর কুল-গৌরব মান।
কাঁপিয়া উঠিবে বিধর্ম্মী আজি—
দেখি এ দৃশ্য মহিমাময়!
শিহরি উঠিবে নিখিল-বিশ্ব—
ভারত গাহিবে 'সতীর জয়' !

(সকলের অগ্নিতে পতন।)

(কিয়ৎক্ষণ পরে রাজার বেগে প্রবেশ)

রাজা।—কই মহিষীরা !—বড় বিলম্ব হয়ে গেছে।—যাক্ সব শেষ।—আমিই বা আর থাকি কেন ?—গুরুদেব, আপনার নারকী শিষ্য আর আপনার চরণ দর্শন পেলে না—আমিও চল্লেম !

(পতনোদ্যোগ)

লক্ষ্মণের সহিত সিংহগিরির প্রবেশ।

সিংহ।—বৎস, সাবধান !—আত্মহত্যা মহাপাপ, এই মহাপাপ হ'তে নিবৃত্ত হও !

রাজা।—এসেছেন গুরুদেব,—কে লক্ষ্মণ !—আমার—

লক্ষ্মণ।—পিতা—পিতা— (পদতলে পতন)

রাজা।—উঠ প্রাণাধিক্, আমি পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি অবিচার করেছি, আবার পিতা হয়েই পুত্রের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি— লক্ষ্মণ প্রিয়পুত্র আমার—আমায় ক্ষমা কর।

লক্ষ্মণ।—পিতা, পিতা, কেন আমায় অপরাধী করেন ?

রাজা।—লক্ষ্মণ, আমি তোমার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত।

লক্ষ্মণ।—কিসের লজ্জা পিতা ; পিতা কি শুধুই সন্তানকে প্রতিপালন করেন ? তাকে কি শাস্তি দেন না ! তবে কিসের এ সঙ্কোচ ?—পিতা, পিতা হলে কি তাঁর ভুল হতে নাই ?

রাজা।—প্রিয়তম পুত্র আমার, একবার এস,—তোমায় বক্ষে ধারণ ক'রে, পূর্ব্বের বিষময়ী স্মৃতি ভুলে যাই—সমস্ত অতীতখানি একবারে বিস্মৃতির গর্ভে ঢেলেদি।　　　　(আলিঙ্গন)

সিংহ।—বল্লাল মনে আছে, একদিন তুমি বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রতে চেয়েছিলে, আমি তখন অনুমতি দি' নাই। এখন তার প্রকৃত সময় উপস্থিত, প্রস্তুত হও। লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে' চল, আমরা আশ্রমের দিকে অগ্রসর হই।

রাজা।—গুরুদেব, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য—আমি সর্ব্বদাই আপনার আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত ! এস লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ।—পিতা,—তবে চলুন !—কিন্তু জান্‌বেন, এ অভিষেকে আমি আদৌ সুখী নই !—পিতা, এ উৎসব-উৎফুল্ল-উল্লাস-ধ্বনি নয়—এ একটা মর্ম্মস্পর্শী করুণ ক্রন্দন-রোল—একটা জীবনব্যাপী বিশাল শোকোচ্ছ্বাস।　　　　(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা।
